বিকশিত শিশু: সমৃদ্ধ বাংলাদেশ

শিশু বাজেট ২০১৮-১৯

জুন ২০১৮

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.mof.gov.bd

বিকশিত শিশুসমৃদ্ধ বাংলাদেশ :
শিশু বাজেট১৯-২০১৮ ,

সূচিপত্র

			পৃষ্ঠা নং
মুখবন্ধ			
অবতরণিকা			
অংশ - ক	:	ভূমিকা	১
অংশ - খ	:	শিশু কেন্দ্রিক বাজেটের ব্যাপ্তি ও বিশ্লেষণ	৫
অংশ - গ	:	মন্ত্রণালয়ভিত্তিক শিশু কেন্দ্রিক বাজেট বিশ্লেষণ	১৩-১২৮
অধ্যায় - ১	:	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৩
অধ্যায় - ২	:	কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ	১৯
অধ্যায় - ৩	:	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	২৭
অধ্যায় - ৪	:	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	৩৫
অধ্যায় - ৫	:	স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ	৪৩
অধ্যায় - ৬	:	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫১
অধ্যায় - ৭	:	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৬১
অধ্যায় - ৮	:	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৬৯
অধ্যায় - ৯	:	স্থানীয় সরকার বিভাগ	৭৯
অধ্যায় - ১০	:	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৮৫
অধ্যায় - ১১	:	জননিরাপত্তা বিভাগ	৯১
অধ্যায় - ১২	:	তথ্য মন্ত্রণালয়	৯৯
অধ্যায় - ১৩	:	আইন ও বিচার বিভাগ	১০৭
অধ্যায় - ১৪	:	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১১৫
অধ্যায় - ১৫	:	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	১২১
অংশ - ঘ	:	উপসংহার ও ভবিষ্যৎ করণীয়	১২৭

অবতরণিকা

উন্নয়নের পথ পরিক্রমায় বাংলাদেশ গত এক দশকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। অগ্রগতির এই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। এছাড়া, ২০১৮ সালের মার্চ মাসে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকেও উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। বিগত বছরগুলোতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশ বিস্ময়কর সাফল্য দেখিয়েছে, যা আন্তর্জাতিক মহলে প্রশংসিত হয়েছে। বেশ কিছু সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ অধিকাংশ নিম্ন আয়ের এবং কিছু মধ্যম আয়ের দেশের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। অর্থনৈতিক সাফল্যের এ ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য মানব উন্নয়নও নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এজন্য মানব উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

মানব উন্নয়নে বিনিয়োগের সর্বোত্তম ক্ষেত্র হচ্ছে শিশুদের উপর বিনিয়োগ। মানব উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা কেবলমাত্র তখনই অর্জন করা সম্ভব, যখন শিশুদের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া হবে। জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে মানব মূলধন বিনিয়োগে প্রতিদানের হার অনেক বেশি। বাংলাদেশের শিশুর সংখ্যা প্রায় ৬৬ মিলিয়ন। এ শিশুদেরকে সমতা ও বৈষম্যহীন পরিবেশে যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার ওপর নির্ভর করছে আমাদের সমৃদ্ধ ভবিষ্যত। শিশু উন্নয়ন সহায়ক সুযোগ-সুবিধা আবার নির্ভর করছে একটি রাষ্ট্রীয় নীতি-কাঠামো ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপর। সেকারণে আমাদের শিশু সংক্রান্ত নীতি, আইন ও প্রবিধিগুলোর উদ্দেশ্য পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

শিশু বাজেটের ধারণা প্রাথমিকভাবে শুরু হয়েছিল জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকে শিশুবান্ধব করার উদ্যোগ থেকে। বাংলাদেশের সংবিধান ও বিদ্যমান অনেক আইনে শিশুদের প্রতি রাষ্ট্রের অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। জাতীয় বাজেটের অংশ হিসাবে শিশু বাজেট প্রতিবেদন তৈরি করা হলে শিশুদের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সর্বমহলে যথাযথ গুরুত্ব পাবে। সে পরিপ্রেক্ষিতে, এবার চতুর্থবারের মত আমরা প্রকাশ করেছি "বিকশিত শিশু: সমৃদ্ধ বাংলাদেশ" শীর্ষক শিশু বাজেট প্রতিবেদন।

আমি বিশ্বাস করি এ প্রতিবেদনটি শিশুদের উন্নয়ন ও বিকাশের ক্ষেত্রে সরকারের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। একইসাথে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ, আন্তর্জাতিক সংস্থা, গবেষক এবং অন্য সকল অংশীজনের নিকট অত্যন্ত কার্যকর বলে

বিবেচিত হবে। অর্থ বিভাগ, সংশ্লিষ্ট ১৫টি মন্ত্রণালয় এবং ইউনিসেফসহ যারা এটি প্রণয়নের সাথে জড়িত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সর্বোপরি, বাংলাদেশকে শিশুবান্ধব একটি দেশে পরিণত করার ক্ষেত্রে আমাদের নিরন্তন প্রয়াসে 'বিকশিত শিশু : সমৃদ্ধ বাংলাদেশ' প্রকাশনাটি একটি মূল্যবান সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হবে-এটিই আমার প্রত্যাশা।

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
সচিব
অর্থ বিভাগ

মুখবন্ধ

উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের পথে। অর্জিত হয়েছে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা। দীপ্ত শপথে আমরা এগিয়ে চলছি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) এবং আমাদের রূপকল্প ও কৌশলগত পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অভীষ্ট লক্ষ্যে। সরকারের একান্ত প্রচেষ্টার ফলে বিগত নয় বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে দেশের গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.৬ শতাংশ এবং বিগত ২ বছর ধরে এ প্রবৃদ্ধির হার হয়েছে ৭ শতাংশের উর্ধ্বে। সাথে সাথে সাধিত হয়েছে সামাজিক খাতের উন্নয়ন। নবজাতক ও শিশুমৃত্যু হার হ্রাস, টিকাদান কর্মসূচি, বিনা মূল্যে বই বিতরণ, প্রাথমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতা অর্জন, স্বাস্থ্যখাতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা প্রদান, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদিতে অভাবনীয় সাফল্য সাধিত হয়েছে।

উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রাকে আরো গতিময় এবং সংহত করতে আমরা শিশুদের উন্নয়নের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছি, কেননা শিশুর বিকাশের উপর নির্ভর করে একটি জাতির ভবিষ্যৎ। সর্বক্ষেত্রে শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণসহ সার্বিক উন্নয়নে বর্তমান সরকার অংগীকারাবদ্ধ। বর্তমানে বাংলাদেশে বিদ্যমান জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ শিশু। এ বিপুল জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মননশীলতার বিকাশে সর্বোচ্চ যত্ন না নেয়া গেলে আমাদের সামগ্রিক কর্মপ্রয়াসের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন দুরূহ হবে। আজকের শিশুকে প্রকৃত শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে আমরা আমাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে টেকসই করতে চাই। এ লক্ষ্য অর্জনে রাষ্ট্রীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, শিশুদের জন্য রাষ্ট্রীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতের সরকারের অঙ্গীকারের ধারাবাহিকতায় বিগত তিন বছরের মত ২০১৮-১৯ এর জন্য শিশুকেন্দ্রিক বাজেট প্রতিবেদন: 'বিকশিত শিশু: সমৃদ্ধ বাংলাদেশ' প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি। বস্তুত: শিশুদের জন্য সরকারি ব্যয়ের কোন আনুষ্ঠানিক প্রতিবেদন বাংলাদেশে নেই। সেই অভাব পূরণে এই প্রতিবেদন একটি প্রয়াস। এ প্রতিবেদন সরকারি কর্মকর্তা, সুশীল সমাজ, বিভিন্ন শিশু সংগঠন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও)-এর সাথে সংশ্লিষ্টদের জাতীয় বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া এবং শিশু নীতি ও এ সংক্রান্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিষয়ে জ্ঞান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। এর মাধ্যমে আমরা শিশু কেন্দ্রিক বরাদ্দের পরিমাণ সম্পর্কে জানতে পারছি। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ বরাদ্দ ছিল জাতীয় বাজেটের ১৩.৯৬ শতাংশ, যা আগামী অর্থবছরে হবে জাতীয় বাজেটের ১৪.০১ শতাংশ। শিশুদের সর্বত্তোম কল্যাণ নিশ্চিত করতে আমাদের প্রয়াস থাকবে এ বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা।

আমি বিশ্বাস করি এই প্রতিবেদনটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ, আন্তর্জাতিক সংস্থা, নীতি নির্ধারক এবং অন্য সকল অংশীজন, যারা শিশুদের কল্যাণে কাজ করছে; তাদের সকলের জন্য অত্যন্ত উপযোগী বলে বিবেচিত হবে। আমি 'বিকশিত শিশুঃ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ' পুস্তক প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত অর্থ বিভাগ, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(আবুল মাল আবদুল মুহিত)
মন্ত্রী

অংশ-গ

মন্ত্রণালয়ভিত্তিক শিশু কেন্দ্রিক বাজেট বিশ্লেষণ

অংশ-ক
ভূমিকা

১. একটি বৈষম্যহীন দারিদ্রমুক্ত ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যত বিনির্মাণের পথে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। মন্দা-ভারাক্রান্ত বিশ্বে উচ্চ হারের প্রবৃদ্ধি অর্জন, মাথাপিছু আয়ের দ্রুত বৃদ্ধি, দারিদ্র বিমোচনসহ আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য বিশ্ব সমাজে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সমুজ্জ্বল করেছে। বিবিএস-এর সাময়িক হিসাবে চলতি অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি হার দাঁড়িয়েছে ৭.৬৫ শতাংশ, যা দক্ষিণ এশিয়ায় সবোর্চ্চ এবং বিকাশমান দেশগুলোর একই সময়ের গড় প্রবৃদ্ধির হারের তুলনায় অনেক বেশি। উচ্চ প্রবৃদ্ধির কারণে চলতি অর্থবছরের মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৭৫২ মার্কিন ডলারে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশগুলোর কাতারে পদার্পণ করেছে। অন্যদিকে, অভ্যন্তরীণ ও বহি: অভিঘাত মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতি ক্রমশই প্রতিকূল পরিবেশের সাথে অভিযোজনশীলতায় সুদক্ষ হয়ে ওঠেছে। ফলে, আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশের অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতার শংকাও দূরীভূত হয়েছে অনেকখানি। পাশাপাশি, বস্তুগত মূলধন মুজদ বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে সরকারের নিবিঢ় মনযোগ দেশের মানব মূলধন মজুদ বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ফলশ্রুতিতে, মাথাপিছু জাতীয় আয়, মানব সম্পদ সূচক এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচকের প্রমাপে বাংলাদেশ এখন স্বল্পন্নোত দেশের তালিকা হতে উত্তরনের যোগ্যতা অর্জন করেছে।

২. সরকারের ঐকান্তিক ও নিরলস কর্মপ্রচেষ্টায় 'রুপকল্প ২০২১'-এর স্বপ্ন-পূরণ হতে চলেছে। ইতোমধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে এসেছে ঈর্ষণীয় সাফল্য। শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হার হ্রাস, টিকা দানের কভারেজ বৃদ্ধি, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতা আনয়ন, প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার বৃদ্ধি, ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এসেছে ব্যাপক অগ্রগতি। এক্ষেত্রে, বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে শিশু সংবেদনশীল নীতি-কৌশলের অনুসরণ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় সরকারের গৃহীত বিভিন্ন নীতি-কৌশল শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে অবদান রেখেছে। ৫ বছরের নীচে মেয়ে শিশুদের মৃত্যহার কমিয়ে আনতে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানসহ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোর তুলনায় অনেকটা সফল হয়েছে (লেখচিত্র ১)। পাশাপাশি, সুপেয় জল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ও সেনিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নেও রয়েছে প্রনিধানযোগ্য অগ্রগতি।

লেখচিত্র ১: শিশু মৃত্যুর হার, ৫বছরের নীচে, মহিলা (প্রতি ১০০০ জীবিত জন্ম)

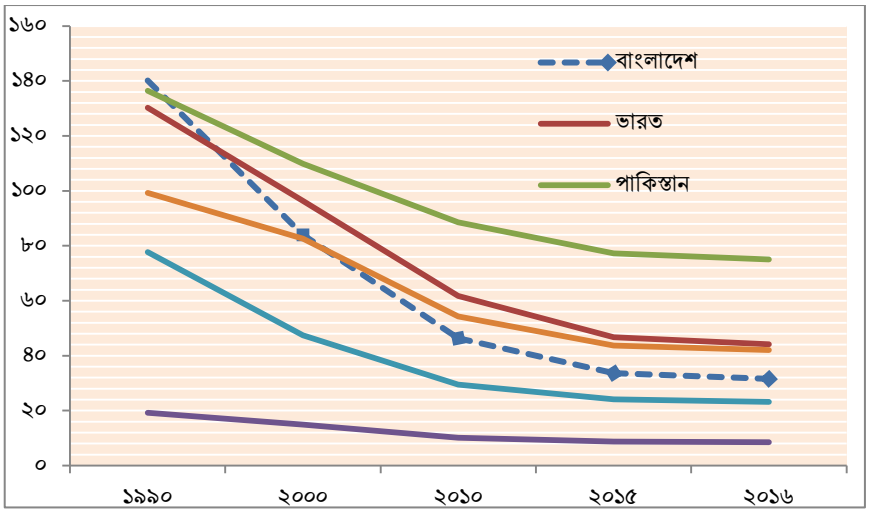

উৎস: বিশ্বব্যাংক তথ্যভান্ডার ২০১৭

৩. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১ এবং এর আওতায় প্রণীত ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদেই বিপুল সফলতার মধ্যদিয়ে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) সমাপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশ এখন জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়া। এ লক্ষ্যে দেশের অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামোকে একটি উন্নত দেশের উপযোগী করে গড়ে তোলার কাজ চলছে। ২০৪১-এর মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে রুপান্তরের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রবৃদ্ধির বর্তমান হারকে আরও বাড়াতে হবে। এ জন্য শ্রম ও মূলধনের মজুদ বৃদ্ধির পাশাপাশি এদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে অনেকখানি। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় দেশের ভবিষ্যত উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অন্যতম উত্তম পন্থা হলো শিশুদের ওপর কাংখিত মাত্রায় সরকারি বিনিয়োগ নিশ্চিত করা। বিগত অর্থবছরের বাংলাদেশে শিশুদের ওপর মোট জাতীয় বাজেটের ১৩.৯৬ শতাংশ বিনিয়োগ হয়েছে। ভবিষ্যতে একটি দক্ষ শ্রম শক্তি সৃষ্টি এবং যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য এ বিনিয়োগ পর্যায়ক্রমে মোট জাতীয় বাজেটের ২০ শতাংশে উন্নীত করা প্রয়োজন।

৪. দেশে শৈশবকালীন খর্বাকৃতির হার এখনো ৩৬ শতাংশ এবং বাল্য বিবাহের আধিক্যও দৃশ্যমান। কিশোরী গর্ভধারণের হারও বিশ্বের সমতুল্য দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশি। শিশুদের ওপর বর্ধিত বিনিয়োগ এসব সমস্যা সমাধানসহ শিশু দারিদ্র বিমোচন, শিশু শ্রমের অবসান, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, উন্নতমানের স্বাস্থ্যসেবার যোগান, অপুষ্টি দূরীকরণ, মাধ্যমিক

বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ, সহিংসতা ও নির্যাতনসহ বিভিন্ন ঝুঁকির মধ্যে থাকা শিশুদের উদ্ধার ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে।

৫. শিশুদের জন্য বিনিয়োগ দারিদ্র্য বিমোচন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি জোরদার করার সবচেয়ে কার্যকর উপায়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে মানবসম্পদ উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে বিশ্বব্যাপী বিবেচনা করা হয়। তবে, উন্নয়ন অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য শুধুমাত্র এটিই যথেষ্ট নয়। এই ধারণা গবেষক ও উন্নয়ন পেশাজীবীকে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিকল্প কৌশলের সন্ধান করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। এর মধ্যে একটি বিকল্প হচ্ছে শিশুদের জন্য বিনিয়োগ, যার মধ্য দিয়ে প্রজন্মান্তরের দারিদ্র্যচক্র দূর করা সম্ভব[১]। বাংলাদেশে সম্প্রতিক বছরগুলোতে দারিদ্র্য হ্রাসের হার ব্যাপক বৃদ্ধি সত্ত্বেও এখনো দেশে ৩৯.৮ মিলিয়ন দরিদ্র লোক রয়েছে যাদের মধ্যে ২১.১ মিলিয়ন অতিদরিদ্র। অপরদিকে সম্প্রতি আয় গিনি সূচকের মাধ্যমে পরিমাপকৃত অসমতা পরিস্থিতি কিছুটা বেড়েছে। সাধারণত শৈশবের দারিদ্র্য পরিণত বয়সের দারিদ্রের অন্যতম মূল কারণ[২]। জীবনের শুরুতে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা ইত্যাদি মৌলিক সামাজিক সুবিধা বঞ্চিত হলে তা মানুষের শরীর ও মনে দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে[৩]। যেমনঃ জীবনের প্রথম তিন বছরে পুষ্টির অভাব শিশুদের মস্তিষ্ক ও শরীরের ক্ষেত্রে স্থায়ী ক্ষতি সাধন করে[৪]। দুর্বল স্বাস্থ্য শিশুদের শিক্ষাজীবনকে ব্যাহত করে, যা তাদের জীবনে সাফল্যের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তেমনি দূষিত পানি পানের ফলে শিশুরা দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ে। এসব ক্ষতি পরবর্তী জীবনে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। এ ধরনের বঞ্চনাজনিত প্রভাব প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সঞ্চালিত হয়ে দারিদ্র্যচক্র গড়ে তোলে, যাতে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়[৫]। তবে, এ বঞ্চনার চক্রকে একটি কল্যাণ চক্রে রূপান্তর করা যায় যদি জাতীয় বাজেটে শিশু কল্যাণে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়। গবেষণায় দেখা যায় জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে মানব মূলধনে বিনিয়োগে প্রতিদানের হার অনেক বেশি[৬] (লেখচিত্র-৩)।

লেখচিত্রঃ ২ শিশুদের কল্যাণে বিনিয়োগ ও তার রিটার্ণের সম্পর্ক

---

1 Vandemortele. J. (2012); Advancing the UN Development Agenda Post-2015: Some Practical Suggestions

2 Minujin, A., *et. al.,* (2006); 'The Definition of Child Poverty: A Discussion of Concepts and Measurements; International Institute for Environment and Development (IIED), Vol 18(2): 481-500.

3 Amélia Bastos, Carla Machado, (2009) "Child Poverty: A Multidimensional Measurement", International Journal of Social Economics, Vol. 36 Iss: 3, pp.237 - 251.

4 Tesfu. S.T, (2010); Essays on the Effects of Early Childhood Malnutrition, Family Preferences and Personal Choices on Child Health and Schooling, Georgia State University, USA.

5 Wagmiller Jr. R. L., and Adelman. R.M., (2009); Childhood and Intergenerational Poverty: The Long-Term Consequences of Growing Up Poor, The National Centre for Children in Poverty, Colombia University, USA.

6 Heckman, J. and Masterov, D. 2007. The Productivity Argument for Investing in Young Children. University of Chicago.

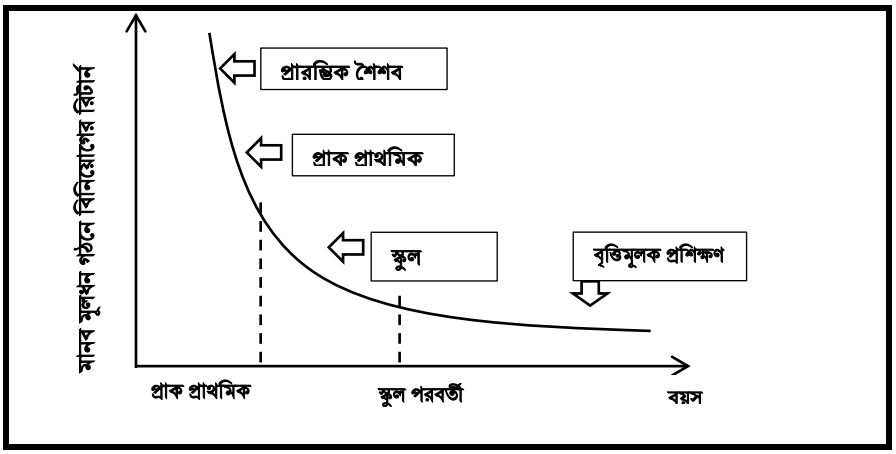

উৎসঃ Heckman and Masterov (2007)

৬. জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে বিনিয়োগে প্রতিদান তুলনামুলকভাবে বেশি বিধায় জাতীয় বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় এ বিষয়ে বিশেষ মনযোগ দেয়া প্রয়োজন। কিন্তু জাতীয় বাজেট প্রণয়ন ও উপস্থাপনার জটিলতার কারণে শিশুদের জন্য প্রকৃতপক্ষে কত ব্যয় হয়েছে, বিশেষ করে শিশুদের দারিদ্র্য নিরসনে এবং দীর্ঘস্থায়ী পুষ্টিহীনতা কমাতে, সেবিষয়ে কোন স্পষ্ট চিত্র পাওয়া দুস্কর। তাই বাংলাদেশ সরকার গত তিন বছর ধরে অংশীজনদের সাথে আলোচনাক্রমে শিশু কেন্দ্রিক বাজেট প্রতিবেদন প্রস্তুত করে আসছে। জাতীয় বাজেটে শিশুদের আর্থ-সামাজিক অধিকার সংরক্ষণে যেসব নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেগুলো বাস্তবায়নে যেসব পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা রয়েছে সেসব বিষয়ের অনুপুঙ্খু চিত্র তুলে ধরাই এ রিপোর্টের লক্ষ্য। বাংলাদেশে শিশু অধিকার ও কল্যাণ সুনিশ্চিতকরণে বর্তমান সরকারের সদিচ্ছার প্রতিফলন হচ্ছে এই প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদনে শিশুদের জন্য সরকারি ব্যয়ের হিস্যার একটি বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনটি আরও তিনটি অংশে বিভক্ত। অংশ-'খ' তে রয়েছে শিশু কেন্দ্রিক বাজেটের ব্যাপ্তি ও বিশ্লেষণ, 'গ' অংশে ১৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের তথ্য-উপাত্তের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। সবশেষে অংশ-'ঘ' তে উপসংহার টানা হয়েছে এবং বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় শিশুদের চাহিদা সন্নিবেশিক করার পদ্ধতি চিহ্নিত করা হয়েছে।

অংশ-খ
শিশু কেন্দ্রিক বাজেটের ব্যাপ্তি ও বিশ্লেষণ

১. বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী, জীবনধারণের মৌলিক উপাদান যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা-ইত্যাদি সরবরাহ করা এবং বেকারত্ব, অসুস্থতা, প্রতিবন্ধিতা থেকে উদ্ভূত অভাব পূরণ অথবা বিধবা, এতিম ও বয়স্কদের সহায়তা করা সরকারের মৌলিক দায়িত্ব । সরকারের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পূরণের নিমিত্তে জীবনচক্র পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র (NSSS) তৈরি করা হয়েছে। । এ পদ্ধতিতে শিশু, মাতা, পিতা, দাদা, দাদী, নানা, নানী-সকলকে একটি সহায়তা কাঠামো তে (System of Support) যুক্ত করা হয়, যার শুরু হয় শিশুর জন্মেরও আগে থেকে। জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে বয়স এবং জেন্ডারভিত্তিক ঝুঁকি ও চাহিদা রয়েছে, যা মেটাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ব্যবস্থা নিতে হয়। প্রতিটি স্তরে গৃহীত ব্যবস্থাকে ইনপুট হিসাবে দেখা যেতে পারে, যা শিশুকে পরবর্তী স্তর পর্যন্ত বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। তখন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন হয়। এই কাঠামোর মাধ্যমে গৃহীত পদক্ষেপের ধরন, যেমন সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত - ইত্যাদি চিহ্নিত করা যায় এবং কোন স্তরে কোন হস্তক্ষেপটি সবচাইতে বেশি কার্যকর হতে পারে তা নির্ধারণ করা যায়। এ কাঠামো শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে সামাজিক ঝুঁকি ও চাহিদার উপর মনোযোগ দিতে সাহায্য করে তাই নয়, বরং অপ্রতুল সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের দিক-নির্দেশনাও প্রদান করে।

২. জীবনচক্র পদ্ধতি কার্যত: শিশু-কেন্দ্রিক বাজেটের জন্য একটি কাঠামো প্রদান করে। জীবনচক্র পদ্ধতির আওতায় চাহিদা বিশ্লেষণ শিশুদের চাহিদা পূরণ এবং বিপদাপন্নতা থেকে সুরক্ষা প্রদান করার মত কর্মসূচি প্রণয়ন করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে অপূর্ণ চাহিদা এবং বিদ্যমান কর্মকান্ডে কোনো সমস্যা থাকলে তা শনাক্ত করা সম্ভব হয়। বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ, বরাদ্দ মূল্যায়ন, এবং ফলাফল পরিমাপ-ইত্যাদির ব্যবস্থার সাথে অংশীজনকে সংযুক্ত করলে এমন একটি গতিশীল নীতি-পরিবেশ তৈরি হতে পারে যাতে শিশুরা তাদের সমস্যা তুলে ধরতে পারে এবং সরকার সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারে।

৩. শিশু কল্যাণের বিভিন্ন দিক বাস্তবায়নের কাজে একাধিক মন্ত্রণালয় জড়িত-প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের নির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে, যা সরকারের কার্য বিধিমালা (Rules of Business) দ্বারা নির্ধারিত। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের নিজ নিজ কর্মপরিধিভুক্ত কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে, অর্থায়নের সম্ভাব্য উৎস চিহ্নিত করবে এবং অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও উন্নয়ন সহযোগিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবে। এ পর্যায়ে

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তার বাজেট প্রণয়নকালে বাজেট উন্নয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করবে। মন্ত্রণালয় সম্পদের চাহিদার বিষয়টি নিয়ে সকল অংশীজনের (বিশেষ করে অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও উন্নয়ন সহযোগী) সাথে নিরবিচ্ছিন্নভাবে যোগাযোগ রাখবে। অনুমোদিত বরাদ্দের যেন পুরোপুরি সদ্ব্যবহার হয়, তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকাটি হচ্ছে বাজেট বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগের। কর্মবন্টন (allocation of business) অনুযায়ী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিশুদের অধিকার ও কল্যাণ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে যেসকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের ভূমিকা রয়েছে, তাদেরকে বিবেচনা করে শিশু বাজেটের এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

সারণি-১: শিশুকল্যাণ মাত্রা

অধিকারগুচ্ছের শ্রেণিবিন্যাস	বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস	বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট আইনী বিধান	CRC এর সংশ্লিষ্ট ধারা	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ
টিকে থাকার অধিকার				
	খাদ্য, পুষ্টি	সংবিধন: ধারা - ১৫; শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ – ৬.২	CRC ধারা ২৪	দুযোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
	পানি	সংবিধন: ধারা - ১৫	CRC ধারা ২৪	স্থানীয় সরকার বিভাগ
	স্বাস্থ্যসেবা	সংবিধন: ধারা - ১৫; শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ – ৬.১/৬.২/৬.৩	CRC ধারা ২৪	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
	আশ্রয়, বাসস্থান	সংবিধন: ধারা - ১৫; শিশু আইন: অনুচ্ছেদ - ৮৪/৮৫	CRC ধারা ২৭	গৃহায়ন ও গণপূর্ত; ভূমি মন্ত্রণালয়
	পরিবেশ, দুষণ	সংবিধন: ধারা – ১৮ক; শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ – ৬.১২	CRC ধারা ২৪	পরিবেশ ও বন; স্থানীয় সরকার বিভাগ
উন্নয়নের অধিকার				
	শিক্ষা	সংবিধন: ধারা - ১৫, ১৭; শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ – ৬.২/৬.৪/৬.৫	CRC ধারা ২৮	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা; শিক্ষা মন্ত্রণালয়;
	অবসর, বিনোদন, সাংস্কৃতিক	সংবিধন: ধারা - ১৫; শিশু আইন: অনুচ্ছেদ - ৬.৫/৬.৬	CRC ধারা ৩১	নারী ও শিশু বিষয়ক; যুব ও ক্রীড়া; সংস্কৃতি বিষয়ক

অধিকারগুচ্ছের শ্রেণিবিন্যাস	বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস	বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট আইনী বিধান	CRC এর সংশ্লিষ্ট ধারা	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ
	কর্মকান্ড			
	তথ্য	শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ – ৬.৫	CRC ধারা ১৩,১৭	তথ্য মন্ত্রণালয়;
সুরক্ষার অধিকার				
	শোষণ, শিশুশ্রম	শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ - ৯; বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, অনুচ্ছেদ ৩৪,৩৫	CRC ধারা ৩২	শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়
	নির্যাতন ও বৈষম্য থেকে সুরক্ষা	সংবিধন: ধারা - ২৮; শিশু আইন: অনুচ্ছেদ – ৬-৯, ১৩-১৪, ৪৪; শিশু নীতি অনুচ্ছেদ ৬.৭	CRC ধারা ৩৩-৩৬	স্বরাষ্ট্র; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক
	নিষ্ঠুরতা, সহিংসতা	শিশু আইন: অনুচ্ছেদ – ৬-৯, ১৩-১৪; শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ – ৬.৭	CRC ধারা ১৯,৩৭	স্বরাষ্ট্র; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক
	বিদ্যালয়ে সহিংসতা	শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ – ৬.৫	CRC ধারা ২৮	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
	সামাজিক নিরাপত্তা	সংবিধন: ধারা - ২৮; শিশু আইন: অনুচ্ছেদ - ৮৪; শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ – ৬.২/৬.১২	CRC ধারা ১৬, ২৬, ২৭	সমাজ কল্যাণ; মহিলা ও শিশু বিষয়ক; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ
অংশগ্রহণের অধিকার				
	জন্ম নিবন্ধন, জাতীয়তা	জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ অনুচ্ছেদ ১৮; শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ – ৬.১০	CRC ধারা ৭-৮	স্থানীয় সরকার বিভাগ
	তথ্য	সংবিধন: ধারা - ৩৯; শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ - ৬.৫	CRC ধারা ১৩,১৭	তথ্য মন্ত্রণালয়
	মত প্রকাশের অধিকার, মতামত শোনা; সংগঠনের অধিকার	সংবিধন: ধারা - ৩৮, ৩৯ শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ – ৬.১৩	CRC ধারা ১২-১৫	তথ্য মন্ত্রণালয়; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৪. এ সকল মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচি/কার্যক্রমকে চারটি অধিকারগুচ্ছ যথা-টিকে থাকার অধিকার, উন্নয়নের অধিকার, সুরক্ষার অধিকার এবং অংশগ্রহণের অধিকার-ইত্যাদিতে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি গুচ্ছের অধীনে প্রকল্প/কর্মসূচি/কার্যক্রমগুলোকে বিষয়ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে (সারণি-১)। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে শিশু অধিকার বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড রয়েছে এরুপ ৫টি মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করে প্রথম শিশু কেন্দ্রিক বাজেট প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। ধীরে ধীরে মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৭টি, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৩টি এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (চিত্র:৩)।

চিত্র ৩: অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়ের ব্যাপ্তি

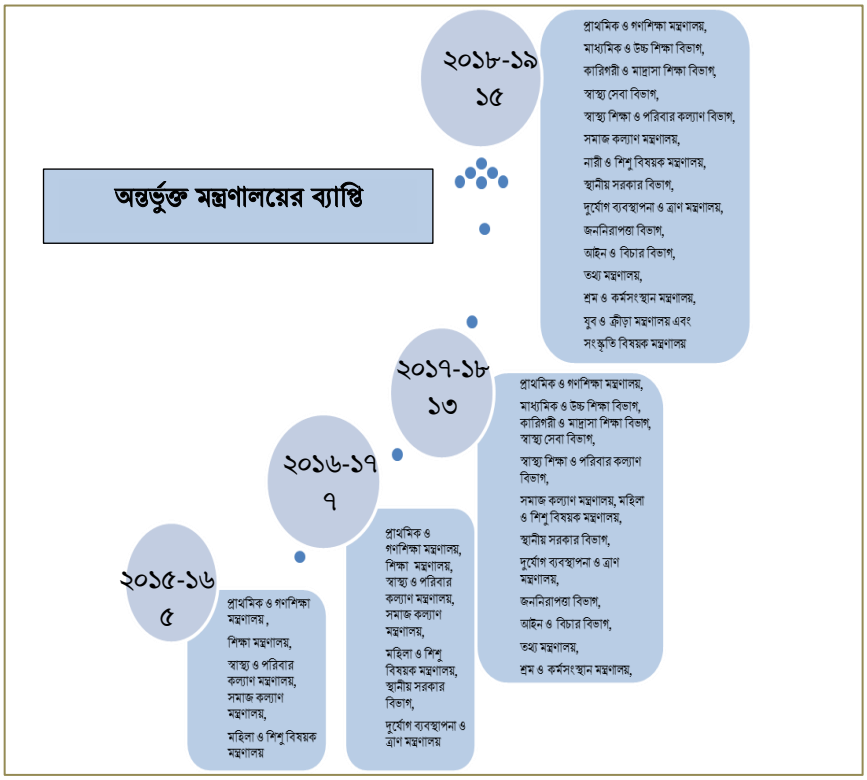

৫. উল্লেখিত মন্ত্রণালয়সমূহের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ বিশ্লেষণের জন্য iBAS++ -এ “শিশু বাজেট মডিউল” নামে একটি আলাদা মডিউল যুক্ত করা হয়েছে। iBAS++ সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনার পুরো প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর একটি

ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সরকারের বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন ও হিসাবায়নের কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ মডিউলের মাধ্যমে iBAS++ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বাজেট পর্যালোচনা করে এর শিশু সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলোর ব্যয়কে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পারে এবং নির্ধারিত ছক অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে পারে। এ মডিউল ব্যবহার করে ১৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত শিশু কেন্দ্রিক বাজেটের সামষ্টিক তথ্য নিচের সারণি-২ এ দেয়া হলো:

সারণি-২ সামগ্রিক শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট

	মন্ত্রণালয়ের বাজেট (বিলিয়ন টাকা)		শিশু কেন্দ্রিক কার্যক্রমের বাজেট (বিলিয়ন টাকা)		মন্ত্রণালয় বাজেটে শিশু কেন্দ্রিক কার্যক্রমের অংশ (%)	
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২২৪.৬৬	২২০.২৩	২২৩.৫৫	২১৮.৭১	৯৯.৫১	৯৯.৩১
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	৫৭.০২	৫২.৭১	৪৪.৫১	৩৮.৪৩	৭৮.০৬	৭২.৯১
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	২৪৮.৯৬	২৩১.৪৮	১৭৭.১৬	১৫৪.৫৫	৭১.১৬	৬৬.৭৭
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ	৫২.২৮	৪৪.৭৬	২১.৪৬	১৭.৪৯	৪১.০৫	৩৯.০৮
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	১৮১.৬৬	১৬২.০৩	৭৮.৩১	৬৩.০২	৪৩.১১	৩৮.৮৯
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩৪.৯০	২৫.৭৬	১৩.৮৫	৯.২৪	৩৯.৬৮	৩৫.৮৭
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৯৬.৫৯	৮৮.৫৩	২৯.৫৫	২৪.৭২	৩০.৬০	২৭.৯২
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৫৫.৯৩	৪৮.৩৪	১৪.০৮	১০.৪২	২৫.১৭	২১.৫৬
স্থানীয় সরকার বিভাগ	২৯১.৫৩	২৪৬.৭৪	২৫.৭৬	১৬.৪৩	৮.৮৪	৬.৬৬
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২.২৭	২.৬৩	০.২০	০.১৭	৮.৮৬	৬.৪৬
জননিরাপত্তা বিভাগ	২১৪.২৬	১৮২.৮৮	২৪.২৯	৫.২১	১১.৩৪	২.৮৫
তথ্য মন্ত্রণালয়	১১.৬৬	১১.৪৬	০.৬১	০.১০	৫.২০	০.৮৭
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫.১০	৪.১৭	১.০২	০.২১	১৯.৯৯	৫.০৪
যুব ও ক্রীড় মন্ত্রণালয়	১৪.৯৮	১৩.৮৭	১.৭১	০.২৩	১১.৪০	১.৬৬
আইন ও বিচার বিভাগ	১৫.২৪	১৪.২৪	০.৪১	০.১০	২.৬৮	০.৭০
সর্বমোট (নির্বাচিত ১৫)	**১৫০৭.০**	**১৩৪৯.৮**	**৬৫৬.৫**	**৫৫৯.০**	**৪৩.৫৬**	**৪১.৪১**
জাতীয় বাজেটে নির্বাচিত ১৫ মন্ত্রণালয়/বিভাগের শিশু কেন্দ্রিক			১৪.১৩	১৩.৯৭		
নির্বাচিত ১৫ মন্ত্রণালয়/বিভাগের শিশু কেন্দ্রিক বাজেট (জিডিপি'র			২.৫৯	২.৫০		

দ্রষ্টব্যঃ ১৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসূচি ও প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে হিসাব করা হয়েছে।

উৎসঃ iBAS++ এর শিশু বাজেট মডিউল, অর্থ বিভাগ

৬. ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটের সাথে তুলনা করলে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নির্বাচিত ১৫টি মন্ত্রণালয়ের বাজেট বেড়েছে ১১.৭ শতাংশ। একই সময়ে শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট ৫৫ হাজার ৯০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬৫ হাজার ৬৫০ কোটি টাকায়, প্রবৃদ্ধির

হিসেবে যা ১৭.৪ শতাংশ। যেহেতু মন্ত্রণালয়গুলোর সার্বিক বরাদ্দের প্রবৃদ্ধির চেয়ে শিশু-কেন্দ্রিক কার্যক্রমের বরাদ্দের প্রবৃদ্ধি বেশি, তাই বোঝা যাচ্ছে যে, শিশু-কেন্দ্রিক প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে মন্ত্রয়ণালয়গুলোর প্রচেষ্টা বিগত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে, নির্বাচিত মন্ত্রণালয়গুলোর মোট বাজেটের অনুপাতে শিশু সংবেদনশীল বরাদ্দও বিগত অর্থবছরের ৪১.৪ শতাংশ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪৩.৬ শতাংশে বেড়েছে। পাশাপাশি, সরকারের মোট বাজেটে শিশু-কেন্দ্রিক বাজেটের হিস্যা কিছুটা বেড়েছে; ২০১৭-১৮ সালে যা ছিল ১৩.৯৭ শতাংশ, তা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪.১৩ শতাংশে। সবচেয়ে উৎসাহব্যঞ্জক বিষয়টি হচ্ছে, জিডিপি'র অনুপাতে শিশু-কেন্দ্রিক কার্যক্রমে বাজেট বরাদ্দের হার গত এক বছরে ২.৫০ শতাংশ হতে কিছুটা বেড়ে হয়েছে ২.৫৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

অধ্যায়-১
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। শিক্ষা শিশুর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। শিক্ষার কাজ হলো মানুষকে জীবন ও জীবিকার উপজীবি করে গড়ে তোলা। সবার জন্য মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম সাংবিধানিক দায়িত্ব। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নয়ন ও তাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে। এ কাজে মন্ত্রণালয়ের রয়েছে বিভিন্ন নীতি, কৌশল, আইনি কাঠামো এবং মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তরগুলোর সমন্বয়ে একটি কার্যকর সাংগঠনিক কাঠামো।

২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতি, কৌশল ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি ও কৌশলের আলোকে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো:

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০ শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে একটি মাইলফলক। শিক্ষা বিষয়ে সরকারের রূপকল্প জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০-এ বিস্তারিতভাবে বিধৃত হয়েছে। 'সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা' বাস্তবায়নে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের বিষয়টি এ নীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সরকারি নীতির মূল ভিত্তি। জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০-এ প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ: • মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা; • কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যসূচি, সকল ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান বাধ্যতামূলক করা; • প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদকাল ৫ বছর হতে বৃদ্ধি করে ৮ বছর করা; • সব ধরনের প্রতিবন্ধীসহ সুবিধা বঞ্চিত ছেলেমেয়েদের	• সবার জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য পর্যায়ক্রমে সকল প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা হচ্ছে; • প্রাথমিক শিক্ষার গুনগত মানোন্নয়নের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদকাল ৫ বছর হতে বাড়িয়ে ৮ বছর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে; • ইতোমধ্যে ৬০৯টি বিদ্যালয়কে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করা হয়েছে; • নতুন ব্যবস্থায় আধুনিক পাঠ্যক্রম, পাঠ্যবই এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামো উন্নয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে; • কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে প্রচলিত বিভিন্ন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমন্বিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
জন্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য স্ব স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা।	
এসডিজি এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা: প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন জাতীয় শিক্ষা নীতিকে অনুসরণ করে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিরক্ষতা সম্পূর্ণভাবে দূর করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এসডিজি এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যগুলো সন্নিবেশিত আছে: • স্কুলসমূহে পাঠদান ও শিক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন; • সমাজের অসাম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সকলের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা; • শিক্ষা ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণ ও শিক্ষার কার্যকরিতা বৃদ্ধি করা; • প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন; • জাতীয় শিক্ষা নীতিকে অনুসরণ করে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে দূর করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	• চাহিদাভিত্তিক স্কুল ভবন নির্মাণ ও পুরাতন ভবনসমূহের মেরামত, পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার সাধন; • স্কুল টিফিন কার্যক্রম চালুকরণ; • সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুকরণ; • সকল বিদ্যালয়ে ওয়াশব্লক নির্মাণ ও পানীয় জলের ব্যবস্থাকরণ; • প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও অন্যান্য জনবল নিয়োগ এবং তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ; • শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়ন; • নতুন স্কুল ভবন নির্মাণ ও পুরাতন ভবনসমূহের মেরামত, পুন:নির্মাণ ও সংস্কার সাধন; • স্কুল টিফিন কার্যক্রম চালুকরণ ; • সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুকরণ।

৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গত তিন বছরের অর্জন

বিগত বছরগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষা চক্রে শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা বিধানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। "দারিদ্রপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের কারনে শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং তাদেরকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ইত:মধ্যে ১০৪টি উপজেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৩৩.৯০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে স্কুল খোলার দিনে জনপ্রতি দৈনিক ৭৫ গ্রাম করে বিস্কুট বিতরণ করা হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রকল্পের বরাদ্দ ছিল ৩৯০ কোটি টাকা, যা ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬৭১.২০ কোটি টাকা। প্রকল্পের আওতায় বরগুনা জেলাধীন বামনা উপজেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলার ২টি ইউনিয়নের ১০৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৭,৯০৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে রান্না করা খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। দারিদ্রতার কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর শিক্ষা যাতে

ব্যাহত না হয় সেজন্য সরকার সারাদেশে নিজস্ব তহবিল থেকে ৩০৬৭.৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৫ হতে উপবৃত্তি প্রদান করে আসছে। উপবৃত্তি প্রাপ্ত উপকারভোগীর সংখ্যা ৭৯ লক্ষ হতে ১.৩০ কোটিতে উন্নীত করা হয়েছে। দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে স্টুডেন্ট কাউন্সিল নির্বাচন চালু করা হয়েছে। রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্পের আওতায় দেশের ১২৫টি উপজেলায় ১১,১৬২টি আনন্দ স্কুলে ৩,১০,৯৮৭ জন বিদ্যালয় বহির্ভূত এবং ঝরে পড়া শিশুর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে ৬৪ জেলা সদর ও ৮৬ উপজেলায় ২০৫টি বিদ্যালয় ও ৯টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দুস্থ ও সুবিধাবঞ্চিত ২৮,৫০০ শিশু শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে। এজন্য সরকারের বছরে ব্যয় হচ্ছে ৩৬ কোটি টাকা।

৪.০ মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

সারণি- ৩: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	বাজেট ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৭-১৮	সংশোধিত ২০১৬-১৭
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	২২৪.৬৬	২২০.২৩	১৭৭.৯৯
পরিচালন বাজেট	১৪১.৫৪	১৩২.৭১	১১৫.৩৬
উন্নয়ন বাজেট	৮৩.১২	৮৭.৫২	৬২.৬৩
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	২২৩.৫৫	২১৮.৭২	১৭৬.৯২
পরিচালন বাজেট	১৩৬.৪১	১৩২.৬০	১১৫.২৫
উন্নয়ন বাজেট	৮৭.১৪	৮৬.১২	৬১.৬৭
সরকারের মোট বাজেট	**৪,৬৪৬**	**৪,০০৩**	**৩,১৭২**
জিডিপি	২৫,৩৭৮	২২,২৩৬	১৯,৫৬১
জাতীয় বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১৮.৩১	১৮.০০	১৬.২১
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.৮৯	০.৯৯	০.৯১
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	৪.৮৪	৫.৫০	৫.৬১
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.৮৮	০.৯৮	০.৯০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	৪.৮১	৫.৪৬	৫.৫৮
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হারে)	৯৯.৫১	৯৯.৩১	৯৯.৪০

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

শিশু কেন্দ্রিক কার্যক্রমে ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সরকারের সবচাইতে বড় মন্ত্রণালয়, যার মোট ব্যয়ের ৯৯.৫১ শতাংশই শিশুকল্যাণের জন্য নিবেদিত। এ মন্ত্রণালয় পরিচালন বাজেটের অধীনে বিভিন্ন শিশুকেন্দ্রিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। গত তিন বছরের বাজেট পর্যালোচনায় দেখা যায় এ মন্ত্রণালয়ের শিশু সংক্রান্ত বরাদ্দের হার ২০১৬-১৭ সালের ৯৯.৪০ শতাংশ থেকে সামান্য কমে ২০১৭-১৮ তে দাঁড়িয়েছিল ৯৯.৩১ শতাংশে, যা ২০১৮-১৯-এ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৯৯.৫১ শতাংশ।

৫.০ উত্তম চর্চা

স্কুল মিল কার্যক্রম

জুলাই ২০১৩ থেকে বরগুনা জেলার বামনা উপজেলার ৭১ বিদ্যালয়ের ১১,৬৪৩ জন শিক্ষার্থী এবং জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলার দুটি ইউনিয়নের ৩৪ বিদ্যালয়ের ৬,২৬০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে রান্না করা খাবার পরিবেশন করার মধ্য দিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরীক্ষামূলকভাবে 'মিড-ডেমিল' কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মিড-ডে-মিল' কার্যক্রম শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সামগ্রিক উন্নয়নে লক্ষণীয় ভূমিকা রেখেছে। স্থানীয় নারীরা প্রতি স্কুল কার্য দিবসে (সপ্তাহে পাঁচ দিন, শনি থেকে বুধ) গরম খাবার (সাধারণত খিচুড়ি) তৈরি করেন। এই খিচুড়ি রান্নায় বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি কর্তৃক সরবরাহকৃত অনুপুষ্টি সমৃদ্ধ চাল ও তেল ব্যবহার করা হয়। অনুপুষ্টি সমৃদ্ধ চালে রয়েছে ভিটামিন 'এ', 'বি-১, বি-১২, ফলিক এসিড, লৌহ ও দস্তা এবং অনুপুষ্টি সমৃদ্ধ তেলে রয়েছে ভিটামিন-'এ' ও 'ডি'। চাল ও ডালের গুণগত মানের বিষয়টিও যথাযথভাবে নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। রান্নার প্রতিটা পর্যায়ে যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়টিকে প্রথম অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রান্নার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে খিচুড়ি রান্নার যথাযথ কলাকৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীরা খাবারের আগে ও পরে যেন ভালভাবে হাত ধুয়ে নেয় ও নিজেরাই টিফিন বক্স পরিষ্কার করে সেবিষয়টিও লক্ষ্য করা হয়।

প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক সব পর্যায়ের বালক-বালিকারা প্রত্যেকদিন রান্না করা দুপুরের খাবার তথা খিচুড়ী পেয়ে থাকে যেটা ফোর্টিফাইড চাল ও তেল (অনুপুষ্টি সমৃদ্ধ চাল ও তেল), মৌসুমভিত্তিক সব্জি এবং মশলা দিয়ে রান্না করা হয়। প্রত্যেক মিল শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় ৫৫৮ কিলোক্যালরী সরবরাহ করে যেটা তাদের শরীরে শক্তি যোগায় এবং স্বল্পমেয়াদি ক্ষুধা থেকে মুক্ত করে যাতে তারা ঐসময় পড়ায় যথাযথভাবে মনোযোগ দিতে পারে। বৃহস্পতিবার উপস্থিতির ভিত্তিতে সকল শিক্ষার্থীর মাঝে ৭৫ গ্রামের এক প্যাকেট উচ্চ পুষ্টিমান সমৃদ্ধ বিস্কুট বিতরণ করা হয়। এই বিস্কুট প্রতিদিন প্রায় ৩৩৮ কিলোক্যালোরি শক্তি যোগায় এবং গড়ে ৭.৫ গ্রাম আমিষ ও ১১ গ্রাম চর্বি এর চাহিদা পূরণ করে, যা ক্ষুধা নিবারণের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পুষ্টি চাহিদা পূরণের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষার্থীদের শিখন সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এই 'মিড-ডে-মিল' ঐ সকল অভিভাবকদের জন্য বাড়তি উদ্দীপক হিসেবেও কাজ করে কেননা অনেকে

বাড়িতে দৈনিক তিনবার তাদের জন্য পর্যাপ্ত খাবার দিতে পারেনা।

বিশ্বের উন্নত, উন্নয়নশীল প্রায় সকল দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চলমান রয়েছে এবং ক্রমান্নয়নে সম্প্রসারিত হচ্ছে। দারিদ্র পীড়িত এলাকায়

স্কুল ফিডিং কর্মসূচি বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা জালের আওতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত সফল প্রকল্প হিসেবে স্বীকৃত, যা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা পূরণের মাধ্যমে শিখন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের ভর্তি হার বৃদ্ধি, শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার প্রবণতা রোধকরণ, প্রাথমিক শিক্ষা চক্রের সমাপ্তির হার বৃদ্ধিকরণ, সর্বোপরি, প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে লক্ষণীয় অবদান রেখে চলেছে। ভবিষৎতে জাতীয় স্কুল ফিডিং নীতির আওতায় দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পর্যায়ক্রমে স্কুল ফিডিং কর্মসূচিতে অর্ন্তভুর্ক্ত করার মাধ্যমে দেশের দারিদ্র বিমোচনসহ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্ঠনীকে আরো মজবুত করা হবে বলে প্রতাশা করা হচ্ছে।

৬.০ শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ

- **শিশু বাজেট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব;**
- **শিশুদের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নকারী ও গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নকারীগণের সঠিক প্রশিক্ষণ ও সচেতনতার অভাব;**
- **শিশু বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দক্ষতার অভাব;**
- **বাজেট প্রনয়ন ও কর্ম পরিকল্পনার সময় শিশুদের বিষয়টি বিবেচনায় না নেয়া;**
- **বাজেট প্রণয়ন ও কর্ম পরিকল্পনায় শিশুদের সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ না থাকা;**
- প্রকিউরমেন্ট যথাসময়ে সম্পন্ন না হওয়ায় কার্যসম্পাদনে জটিলতা সৃষ্টি;
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে যথাসময়ে দরপত্র আহবান ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য উদ্যোগের অভাব;
- বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব;

৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
২০১৮-১৯ অর্থবছরের পরিকল্পনা	• স্কুল ফিডিং কার্যক্রমকে সম্প্রসারণ করার জন্য এবং এ কার্যক্রমে বেসরকারি খাত ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জাতীয় স্কুল ফিডিং নীতি প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ। নীতিটি প্রণীত হলে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমে স্থানীয় ব্যক্তিসহ বেসরকারি প্রাতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে এবং সমাগ্রিক কার্যক্রম সমন্বিতভাবে বাস্তবায়িত হবে; • **আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার ক্যাপাসিটি উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে 'ডিজিটাল প্রাথমিক শিক্ষা' শীর্ষক** একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ। উক্ত প্রকল্পের আওতায় **৫০৩টি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইন্টারঅ্যাকটিভ ক্লাসরুম তৈরি করা হবে, এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ২৫ কোটি টাকা**; • **'প্রাথমিক স্কুল কাবস্কাউট (৩য় পর্যায়)' প্রকল্পের সফলভাবে সমাপ্তির পর 'প্রাথমিক স্কুল কাবস্কাউট (৪র্থ পর্যায়)' প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে যার মোট প্রকল্প ব্যয় ২৪০.৩৯ কোটি টাকা**; • প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প(পিইডিপি)-৪ **গ্রহণ করা হবে যার মোট ব্যয় ৪৪৬৫৪.৮৩ কোটি টাকা, যা মেয়াদকাল হবে জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩।**

৮.০ উপসংহার ও ভবিষ্যৎ করণীয়

আজকের শিশুরাই আগামী দিনের জাতিকে নেতৃত্ব দিবে। তাই আজকের শিশুকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। শিশুর মৌলিক অধিকার নিশ্চিত কল্পে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করছে। শিশুর, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য শিক্ষা, যুগোপযুগি শিক্ষা অর্থাৎ প্রযুক্তি ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করে শিশুকে সুনাগরিক করে গড়ে তোলার নিমিত্ত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আরও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ করণীয় পদক্ষেপ নির্ধারণে শিশুদের সরাসরি সম্পৃক্ত করতে হবে। শিশুদের চাহিদা অনুযায়ী ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে এক উন্নত সমৃদ্ধশীল দেশে পরিণত করার জন্য শিশু শিক্ষার কোন বিকল্প নাই।

অধ্যায়-২
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

১.০ ভূমিকা

একটি দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য সে দেশের শিশুদের যুগোপযোগী ও রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে উৎপাদনমুখী দক্ষ জনগোষ্ঠিতে রূপান্তর করা খুব জরুরী। দেশের বিদ্যমান বিপুল জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল সোপান জনসম্পদে রূপান্তরকরণের প্রয়াসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠন করে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ গঠন করা হয়। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের মূল কার্যক্রমের একটি হলো- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে প্রশিক্ষিত, দক্ষ এবং উন্নত মূল্যবোধ সম্পন্ন মানব সম্পদ সৃষ্টি । সরকার শিক্ষাকে দারিদ্র বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়নের অন্যতম প্রধান কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে এ খাতে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে আসছে। দেশব্যাপী মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিশুদের একটি বড় অংশ অধ্যয়নরত। এসকল শিশুকে ধর্মীয় মূল্যবোধের পাশাপাশি আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কর্মমুখী শিক্ষার সাথে পরিচিতি ঘটানো জরুরী। আবার, বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুসিত এ দেশের শিশুদের অভ্যন্তরে ও বৈদেশিক শ্রমবাজারে প্রতিযোগীতার উপযোগী দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠির জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান, শিশু শিক্ষার্থীদের মাঝে তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত সরঞ্জাম বিতরণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন, মেয়ে শিক্ষার্থী এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠির জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম, শিশু বান্ধব শিক্ষা উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে গ্রীন ও ক্লিন ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগসহ এ বিভাগ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে।

২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি-কৌশলসমূহ ও সে আলোকে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের সারসংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হল:

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ এ বিবৃত শিশু উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কৌশলসমূহ নিম্নরূপ:	• বিভাগের অধীন বিভিন্ন সংস্থার আওতায় গৃহিত প্রকল্পের মাধ্যমে শিশু

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
• শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা; • কম সুযোগপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য অগ্রসর শিক্ষার্থীদের অনুরূপ সুযোগ সৃষ্টি এবং বিভিন্ন রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ; • শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে ১:৩০ এ উন্নীতকরণ; • শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তথ্যপ্রযুক্তি, যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের সুবিধা প্রদান; • শিক্ষার সব ধারাতে জন-সমতাভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে মৌলিক বিষয়ে অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলক করা।	শিক্ষার্থীদের মাঝে তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত সরঞ্জাম বিতরণ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন। • কম সুযোগপ্রাপ্ত এলাকায় (হাওর, চরাঞ্চল, উপকূল, পার্বত্য এলাকায়) শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ; • অনগ্রসর এলাকায় নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন।
৭ম-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যগুলো সন্নিবেশিত আছেঃ • সংশ্লিষ্ট স্কুলসমূহে পাঠদান ও শিক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন; • সমাজের অসাম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সকলের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা; • শিক্ষা ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণ ও শিক্ষার কার্যকারিতা বৃদ্ধি; • কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন।	• নতুন ভবন নির্মাণ ও পুরাতন ভবনসমূহের মেরামত, পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার সাধন; • স্কিল কম্পিটিশন কার্যক্রম ।
জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্র (NSSS): ২০১৫ সালে সরকার জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্র প্রণয়ন করে। এ কৌশলপত্রের দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য হল সকল নাগরিকের জন্য একটি সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে সকলের জন্য একটি ন্যুনতম আয়ের নিশ্চয়তা বিধান করা যায় এবং সংকটকালীন সময়ে যাতে কেউ দারিদ্রসীমার নিচে নেমে না যায়। এটি জীবন চক্রের সকল অবস্থার অর্থাৎ গর্ভকালীন সময় হতে শিশুকাল হয়ে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত ঝুঁকি নিরসনে কাজ করবে ।	• কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান; • মেয়ে শিক্ষার্থী এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠির জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম; • শিশু বান্ধব শিক্ষা উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে গ্রীন ও ক্লিন ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ।
এস.ডি.জি.তে শিশু উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট শিক্ষাখাতের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ নিম্নরুপ: • সকল ছেলে ও মেয়ের জন্য ন্যায়সঙ্গত মানসম্মত ও লাইফ লং শিক্ষা নিশ্চিত করা;	• অনগ্রসর এলাকায় নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন; • কারিগরি শিক্ষার ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি-বৃত্তি প্রদান;

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
• শিশু, প্রতিবন্ধী ও জেন্ডার সংবেদনশীল এবং নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিখন পরিবেশ সম্বলিত শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন।	• শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের টয়লেট তৈরি; • প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য র‍্যাম্প তৈরি।

৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গত তিন বছরের অর্জনঃ

বিগত বছরগুলোতে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষাক্ষেত্রে যেসকল উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা হল- সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য সমগ্র বাংলাদেশে ১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ নির্মাণ প্রকল্প চলমান রয়েছে এবং অবশিষ্ট ৩৮৯টি উপজেলায় টিএসসি স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে , নতুন সৃষ্ট বিভাগ হিসেবে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩.৯৯% হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪.০৭% এ উন্নীত হয়েছে, ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩৯.৮৩% হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩৮.৮২%, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫.৩৯% হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫.৫৭%-এ, ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩০.৩০% হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২৯.৩৫%, মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে দাখিল পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১২.২৬% হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১২.৭০%এ উন্নীত হয়েছে, ঝরে পড়ার হার ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪৬.০৬% হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪৪.৫৫%-এ হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি, মাদ্রাসা শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা বিধানের লক্ষ্যমাত্রা অনেকাংশে অর্জিত হয়েছে- দাখিল পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী অনুপাত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪৪:৫৬ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪৩:৫৭।

মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত শিশুদের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনের জন্য Establishment of Multimedia Classroom in 653 Madrasah of the Country শিরোনামে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সারাদেশে ৩৫টি মডেল মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১২৫টি উপজেলায় আই.সি.টি রিসোর্স সেন্টার, ৩৫৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব ও ২৬৬৫৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত দরিদ্র মেধাবী শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। উক্ত ফান্ডে সীড মানি হিসাবে ১০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ০০.রাখা হয়েছে।

৪.০ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

সারণি-৪: কারিগারি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	বাজেট ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৭-১৮	সংশোধিত ২০১৬-১৭
বিভাগের মোট বাজেট	৫৭.০	৫২.৭১	৪৭.৫৭
পরিচালন বাজেট	৪৯.০	৪৪.৩২	৪৩.৩৭
উন্নয়ন বাজেট	৮.১	৮.৩৯	৪.২০
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	৪৪.৫১	৩৮.৪৩	৩৩.৮২
পরিচালন বাজেট	৩৮.২২	৩১.৭৫	৩১.০৫
উন্নয়ন বাজেট	৬.৩০	৬.৬৮	২.৭৭
জাতীয় বাজেট	**৪৬৪৬**	৪০০৩	৩১৭২
জিডিপি	২৫৩৭৮	২২২৩৬	১৯৫৬১
জাতীয় বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১৮.৩১	১৮.০০	১৬.২১
বিভাগের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.২২	০.২৪	০.২৪
বিভাগের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	১.২৩	১.৩২	১.৫০
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.১৮	০.১৭	০.১৭
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.৯৬	০.৯৬	১.০৭
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (বিভাগের মোট বাজেটের শতকরা হারে)	**৭৮.০৬**	৭২.৯১	৭১.১০

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

এ বিভাগ অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলোর মাধ্যমে দেশব্যাপী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মাদ্রাসা পরিচালনা করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ বিভাগের মোট ব্যয়ের প্রায় ৭৮.০৬ শতাংশ শিশু-সংবেদনশীল। ২০১৬-১৭ এর সংশোধিত বাজেটে এবং ২০১৭-১৮ এর বাজেটে যা ছিল যথাক্রমে ৭১.১০ শতাংশ এবং ৭২.৯১শতাংশ।

৫.০ উত্তম চর্চা

কাহিনী-প্রত্যয়

চট্টগ্রামের পটিয়াস্থ নেমতা গ্রামের ছেলে ফয়সাল, আদরের নাম ফসু। প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠা ফসুর মনে আধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে উদ্ভাবনী খেলায় মেতে ওঠার স্বপ্ন ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। বয়স আজ পনের পেরিয়ে ষোলতে প্রবেশ করেছে। স্বপ্ন ধারার প্রত্যয় আজ বাণিজ্য নগরীর এক কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে

ব্যক্ত। আবিষ্কারই যেন পুরস্কার। ফেসবুক পেজে ফসু দেখতে পায়, দেশব্যাপী উদ্ভাবনী আবিষ্কার নিয়ে এক আয়োজন হতে যাচ্ছে যার নাম 'স্কিলস কম্পিটিশন'

শুরু হল এক ভিন্নতর উদ্ভাবনীয় খেলা, যাচাই, বাচাই, প্রতিযোগীতা, মনোনয়ন। প্রতিমুহূর্তে উৎকণ্ঠা ও ভাবনা। অতপর ঢাকায়, স্বপ্নতরী যেন আজ প্রাপ্তির মুঠোর কাছাকাছি। দিন পেরিয়ে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ভাবনা হল সত্যি। চট্রগ্রামের ফসু, ফয়সাল উদ্দীন তার দল নিয়ে আবিস্কার করলো LS247 RBT Life Security Robot, পেল স্কিলস কম্পিটিশন -২০১৬ এর প্রথম পুরস্কার। ব্র্যান্ডের ল্যাপট্যাপ, লক্ষাধিক টাকার বৃত্তি, সনদ আরো কত কি? মনে এলো নতুন ভাবনা নতুন আবিষ্কার। জাতীয় খ্যাতি বিশ্ব দরবারে ছড়িয়ে দেয়ার এক নবতর অঙ্গীকার, নবতর বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন STEP প্রকল্পের আওতায় উদ্ভাবনী মেধা অন্বেষণের অংশ হিসেবে ২০১৪ , ও ২০১৫২০১৬ সালে দেশব্যাপী স্কিল কম্পিটিশনের আয়োজন করা হয়েছে। সারা দেশে অবস্থিত সরকারি ও বেসরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহের মেধাবী শিক্ষার্থীবৃন্দ তাদের নতুন আবিস্কারসহ উক্ত স্কিল কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করে থাকে।

৬.০ শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ

কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ একটি নবসৃষ্ট মন্ত্রণালয়। শিশু কল্যাণ নিশ্চিতকরণে এ বিভাগের উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরুপ:

- **শিশুদের উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সনদ, নীতি, আইন, বিধি বা কর্মপরিকল্পনার আলোকে অত্র বিভাগের মন্ত্রণালয়ের শিশু কেন্দ্রিক পৃথক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;**
- **শুধুমাত্র শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা;**
- **শিশুদের উন্নয়নে বিশেষায়িত গবেষণা কর্ম পরিচালনা;**
- **মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টি;**

- **শিশুদের উন্নয়নের জন্য গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নকারীগণের সঠিক প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা সৃষ্টি;**
- **শিশু বাজেট বা শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের পৃথক ডকুমেন্টশন ও ব্যবস্থাপনা;**
- **শিশু বাজেট বা শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত স্টেকহোল্ডারগণের সাথে সমন্বয়।**

৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
২০১৮-১৯ অর্থবছরের পরিকল্পনা	• সারা দেশে বিদ্যমান কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণে গৃহীত 'বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন', '১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন' প্রকল্প চলমান রাখা; • শিক্ষাকে শিশুদের জন্য সহজবোধ্য ও আনন্দদায়ক করে তোলার জন্য মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, বই-পুস্তক, খেলাধুলার সরঞ্জাম, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, অফিস যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য"দেশের ৬৫৩টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন" প্রকল্পসহ অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রাখা; • সারা দেশে বিদ্যমান কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'স্কিলস্ এন্ড ট্রেনিং এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (STEP)', 'Bangladesh Skills for Employment & Productivity (B-SEP)', 'Skills and Employment Programme in Bangladesh (SEP-B)', 'Establishing Centre of Excellence (COE) for RMG Sector in Bangladesh', • কন্যাশিশুদের প্রতি বিভিন্ন সামাজিক বৈষম্যের বিলোপ , বাল্যবিবাহ নিরোধে নারীদের কর্মসংস্থানের বিকল্প নেই বিধায় নারীর কর্মের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে "সিলেট, বরিশাল, রংপুর এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন"; • সকল অবকাঠামো নির্মাণে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিষয়টি যত্নের সাথে বিবেচনা করে র‍্যাম্প এর সংস্থান রাখা ও নারী শিক্ষার্থীদের প্রজনন স্বাস্থ্যের বিশেষ প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনা করে ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথক ওয়াশব্লক এর ব্যবস্থা করা; • এবতেদায়ী স্তর হতে কামিল স্তর পর্যন্ত উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প চূড়ান্ত অনুমোদনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধিন। প্রকল্প অনুমোদিত হলে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদেরকেও উপবৃত্তি প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে।
মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা	• **শিশুদের উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সনদ, নীতি, আইন, বিধি বা কর্মপরিকল্পনার আলোকে মন্ত্রণালয়ের শিশু বিষয়ক সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা**

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
	প্রণয়ন এর উদ্যোগ গ্রহণ; • **শিশুদের উন্নয়নে বা তাদের পরিপূর্ণ বিকাশে কাঙ্খিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং প্রয়োজনীয় বিষয় সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ এবং গবেষণা কার্যক্রমের উদ্যোগ;** • **চলমান '১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প (মেয়াদকাল: জানুয়ারি ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৮) এর বাস্তবায়ন শেষে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা।**
দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা	• **মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় জনবলের নিয়োগ প্রদান;** • NTVQF **এবং** BQF **এর সুনির্দিষ্ট কাঠামো নির্ধারণ এবং শিশুদের সাথে আচরণ সংক্রান্ত একটি সুনির্দিষ্ট সর্বজনিন বিধিমালা বা** Code of Conduct **প্রস্তুতিতে অন্যান্য সরকারি দপ্তরকে সহায়তা প্রদান;** • **শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত স্টেকহোল্ডারগণের সাথে সমন্বয় বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ;** • TVET **শিক্ষা কার্যক্রমকে শিক্ষার মূল স্রোতে আনয়নের উদ্দেশ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে (এসডিজি অভিষ্টসহ) কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা জাতীয়ভাবে ৩০% এর উর্ধ্বে উন্নীতকরণ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহে শিশু বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।** • '৩৮৯টি উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ' শীর্ষক নতুন প্রকল্প প্রণয়ন; • মাদ্রাসা পর্যায়ে ফিডিং কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন; • কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষায় বৃত্তি/উপবৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত প্রকল্প প্রণয়ন।

৮.০ উপসংহার ও ভবিষ্যৎ করণীয়

সু-শিক্ষীত ও প্রশিক্ষীত শিশু আগামীর মূল্যবান মানব সম্পদ। মানব সম্পদের যথার্থ বিনিয়োগ ব্যতিরেকে উন্নত ও শক্তিশালী অর্থনীতির বিকাশ অসম্ভব। উন্নত মানব সম্পদ সৃজনে-বিকাশে সমন্বিত ও গুণগত মানসম্পন্ন কর্মমূখী বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা অপরিহার্য। নবসৃষ্ট কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ ৭ম-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এসডিজি-২০৩০ এর অভীষ্টসমূহকে সমন্বিত করে লক্ষ্য অর্জনে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাবে অবিরত। সমন্বিত এবং ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম গ্রহণ এবং সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের পূর্বেই বাংলাদেশ দক্ষ জনশক্তির উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে, এই আমাদের অঙ্গীকার।

অধ্যায়-৩
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

১.০ ভূমিকা

শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নের উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার পরিধি ও গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গৃহিত পদক্ষেপসমূহের অধিকাংশই শিশুদের উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা রাখছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের মধ্যে রয়েছে- মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে গবেষণা, প্রশিক্ষণ, নীতিমালা ও প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন; মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন; শিক্ষাখাতের বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন; মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিনামূল্যে বিতরণ; মেধাবৃত্তিসহ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্রডব্যান্ড সংযোগ, মাল্টিমিডিয়া বই, শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে আইসিটি ব্যবহার এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় আইসিটির বাস্তব প্রয়োগ সম্প্রসারণ; শিক্ষানীতির বিভিন্ন সুপারিশ বাস্তবায়ন। উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিশুদের উন্নয়নে ও শিশু বাজেট বাস্তবায়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

জাতীয় নীতিকৌশল ও বিবরণ/	কার্যক্রমসমূহ
জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ এ বিবৃত শিশু উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কৌশলসমূহ নিম্নরূপ: • শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা; • কম সুযোগপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য অগ্রসর শিক্ষার্থীদের অনুরূপ সুযোগ সৃষ্টি এবং বিভিন্ন রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ; • শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে ১:৩০ এ উন্নীতকরণ; • শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তথ্যপ্রযুক্তি, যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের সুবিধা প্রদান;	• সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ; • জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ পালন; • কম সুযোগপ্রাপ্ত এলাকায় (হাওর, চরাঞ্চল, উপকূল, পার্বত্য এলাকায়) শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ; • বিভাগের অধীন বিভিন্ন সংস্থার আওতায় গৃহিত প্রকল্পের মাধ্যমে শিশু শিক্ষার্থীদের মাঝে তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত সরঞ্জাম বিতরণ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন; • মাধ্যমিক শিক্ষার সব ধারাতে জন-সমতাভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে মৌলিক বিষয়ে অভিন্ন শিক্ষাক্রম অন্তর্ভুক্ত করে এনসিটিবি কর্তৃক পাঠ্যবই প্রণয়ন ও পরিমার্জন; • শিক্ষক ও এসএমসি সদস্যদের প্রশিক্ষণ;

জাতীয় নীতিকৌশল ও বিবরণ/	কার্যক্রমসমূহ
• মাধ্যমিক শিক্ষার সব ধারাতে জন-সমতাভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে মৌলিক বিষয়ে অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলক করা। **৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শিশু উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট শিক্ষা খাতের উদ্দেশ্য ও কৌশলসমূহ নিম্নরূপ:** • মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নত করা; • মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা; বাড়ানো এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে সমতা আনয়ন; • সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন; • শিক্ষাদানের মান উন্নীতকরণ; • শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির হার বাড়ানো; • ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার কমানো। **এস.ডি.জি.তে শিশু উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট শিক্ষাখাতের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ নিম্নরূপ:** • সকল ছেলে ও মেয়ের জন্য বিনাখরচে/নিখরচায় (free) ন্যায়সঙ্গত ও মানসম্মত মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপন নিশ্চিত করা; • শিশু, প্রতিবন্ধী ও জেন্ডার সংবেদনশীল এবং নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিখন পরিবেশ সম্বলিত শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন।	• নির্ধারিত সময়ে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও ফলাফল প্রকাশ; • ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে অতিরিক্ত শ্রেণি শিক্ষক নিয়োগ; • ১লা জানুয়ারি তারিখে সকল শিক্ষার্থীর নিকট পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ও জাতীয়ভাবে দিবসটি উদযাপন; • অনগ্রসর এলাকায় নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন; • মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের (স্কুল ও কলেজ) ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ এবং আসবাবপত্র সরবরাহ; • বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মেরামত, সংস্কার ও সম্প্রসারণ; • উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং ও রিসোর্স সেন্টার স্থাপন; • মাধ্যমিক স্তরে উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের এবং উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী স্তরে ছাত্রীদের উপবৃত্তি-বৃত্তি প্রদান; • শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের টয়লেট তৈরি; • প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য র‍্যাম্প তৈরি।

৩.০ শিশুবাজেট বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গত তিন বছরের অর্জন

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন, সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ও কাঙ্ক্ষিত সময়ে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি এবং শিক্ষাকে দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রদান হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ বাস্তবায়ন, শিশু শিক্ষার্থীদের নিকট বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, উপবৃত্তি প্রদান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও সম্প্রসারণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ বহুমুখী দায়িত্ব পালন করছে। ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালে ১৩ কোটি ৭ লক্ষ ৬৯ হাজার ৫৫২ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ১০৫ কোটি ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ১৬৭টি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। ২৯৫টি বেসরকারি বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়েছে। সমসাময়িক বৈশ্বিক প্রবণতার পরিপূরক তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ইন্টারনেট-নির্ভর ইন্টারেকটিভ পাঠদান চালু, ভর্তি কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদন এবং শিক্ষা

ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশন করে একটি আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক ও আন্তর্জাতিক পরিসরে প্রতিযোগিতায় সক্ষম মানবসম্পদ সৃষ্টিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কাজ করছে। ইতোমধ্যে ১২৫টি উপজেলায় আই.সি.টি. রিসোর্স সেন্টার, ৩৫৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব ও ২৬৬৫৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে।

৪.০ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

সারণি- ৫: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	বাজেট ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৭-১৮	সংশোধিত ২০১৬-১৭
বিভাগের মোট বাজেট	২৪৮.৯৬	২৩১.৪৮	২১৭.০৯
পরিচালন বাজেট	১৮৮.৮২	১৬৯.৮৩	১৬৩.৩৬
উন্নয়ন বাজেট	৬০.১৪	৬১.৬৫	৫৩.৭৩
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	১৭৭.১৬	১৫৪.৫৫	১৪৪.৬১
পরিচালন বাজেট	১৩৪.৪৬	১১৭.০৪	১১৩.৬০
উন্নয়ন বাজেট	৪২.৭০	৩৭.৫১	৩১.০১
জাতীয় বাজেট	**৪৬৪৬**	৪০০৩	৩১৭২
জিডিপি	২৫৩৭৮	২২২৩৬	১৯৫৬১
জাতীয় বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১৮.৩১	১৮.০০	১৬.২১
বিভাগের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.৯৮	১.০৪	১.১১
বিভাগের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	৫.৩৬	৫.৭৮	৬.৮৪
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.৭০	০.৭০	০.৭৪
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	৩.৮১	৩.৮৬	৪.৫৬
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (বিভাগের মোট বাজেটের শতকরা হারে)	**৭১.১৬**	৬৬.৭৭	৬৬.৬১

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

বিভাগের পরিচালন বাজেটের অধীনে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, যার বেশিরভাগই শিশু-কেন্দ্রিক। এই বিভাগের মোট বাজেটের শিশু-সংবেদনশীল অংশ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ৬৬.৬১ শতাংশ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কিছুটা বেড়ে ৬৬.৭৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছিল। ১০১৮-১৯ অর্থবছরে এ বিভাগের বাজেটে মোট ব্যয়ের ৭১.১৬ শতাংশ শিশু সংবেদনশীল ।

৫.০ উত্তম চর্চা

উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রকল্প এর আওতায় সারা দেশে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে ৪০% ছাত্রী ও ১০% ছাত্রকে উপবৃত্তি, বই ক্রয়, ফরমপূরণ ও টিউশন ফি এর অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রকল্পের উপকারভোগী শিক্ষার্থীদের মধ্যে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। মোবাইল ব্যাংক একাউন্টে উপবৃত্তি বিতরণের ফলে শিক্ষার্থীকে প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যাংকে যেতে হয়না। শিক্ষার্থী যেকোন সময় যেকোন স্থানে বসে এসএমএস এর মাধ্যমে উপবৃত্তির অর্থ পাচ্ছে। এতে তার সময় ও অর্থ সাশ্রয় হয়। সরাসরি শিক্ষার্থীর মোবাইল একাউন্টে উপবৃত্তি বিতরণের ফলে উপবৃত্তির অর্থপ্রাপ্তিতে অসাদুপায় অবলম্বনের সুযোগ থাকেনা। মোবাইল একাউন্টে টাকা গচ্ছিত রাখা যায় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী উত্তোলন করা যায়। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চয়ের মানসিকতা গড়ে ওঠে ও দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। শিক্ষার্থীরা ব্যাংকিং নিয়ম ও নীতিমালা সম্পর্কে অবগত হতে পারে। এতে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং কার্যক্রমের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে উপবৃত্তির অর্থ বিতরণ ভিশন ২০২১ এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উপবৃত্তি প্রদানের ফলে পিছিয়েপড়া ও দরিদ্র শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠানমুখী হয়েছে; গরীব শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে; উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ছাত্র ও ছাত্রীদের সমতা অর্জিত হচ্ছে; এবং বাল্যবিবাহরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে; পরোক্ষভাবে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং দেশের আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডে পিছিয়ে পড়া ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মোবাইল ব্যাংকিং এবং গতানুগতিক পদ্ধতিতে উপবৃত্তি বিতরণ প্রক্রিয়ার তুলনামূলক চিত্র

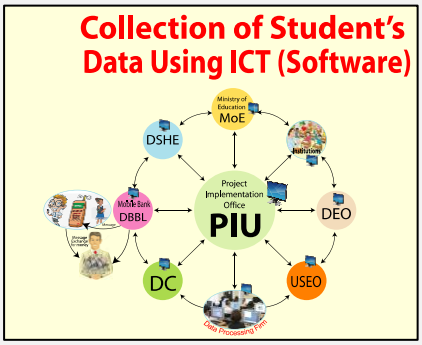

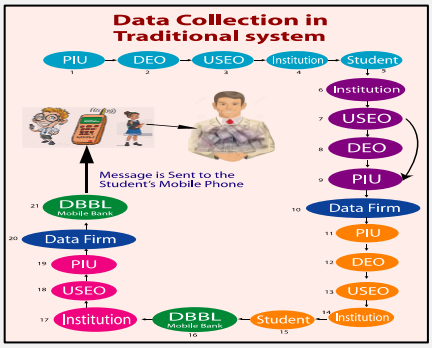

৬.০ শিশু কেন্দ্রিক বাজেট বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের চ্যালেঞ্জসমূহ

- বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট শিশু বিষয়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অনাপত্তি/সম্মতি গ্রহণের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে অনেক প্রকল্পের

আওতায় ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে বিলম্ব হয়ে থাকে। ফলে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

- নতুন কোন মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণ/প্রাপ্তি একটি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটে থাকে।
- অনেক সময় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিশুদের ব্যবহার্য নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয় না। ফলে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়। এতে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধির পাশাপশি ঐ সকল অবকাঠামো থেকে উপকার পেতে বিলম্ব হয়ে থাকে।

৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনাসমূহ

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
২০১৮-১৯ অর্থবছরের পরিকল্পনা	• সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ কর্মসূচির মাধ্যমে সারা দেশের ১২ জন সেরা প্রতিভা ছাত্র/ছাত্রী নির্বাচন করা হয়। যাদের প্রত্যেককে ১ (এক) লক্ষ করে টাকা ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। ১২ জন সেরা প্রতিভা প্রতিবছর বিদেশে শিক্ষা সফরে যায়। প্রতিবারের ন্যায় আগামি ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরেও এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে; • শিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের নিকট আরো বেশি আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ করতে দেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্ব স্ব ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিবারের ন্যায় আগামি ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরেও জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ আয়োজন করা হবে; • স্কুল, কলেজ স্তরের ছাত্র/ছাত্রীদের নিয়ে প্রতিবছর শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতি বছরের ন্যায় আগামি ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরেও এ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হবে।
মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা	• সমগ্র বাংলাদশের ২৬০০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (১৫৫০০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩৫০০টি কলেজ, ৭০০০টি মাদ্রাসা) ৪৬৩৪০টি মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ এবং ২১২০টি স্মার্ট শ্রেণিকক্ষ তৈরির প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও শিক্ষকদের আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে **"আইসিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন (পর্যায়-২)"** শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা; • Secondary Education Sector Investment Program (SESIP) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ের শিক্ষকগণের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে (যথা: কারিকুলাম বাস্তবায়ন, সৃজনশীল পদ্ধতি, হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা, বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন ইত্যাদি মোট ৫৩০৭০৮ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।মাধ্যমিক পর্যায়ের কারিকুলাম যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মাধ্যমিক

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
	পর্যায়ে ১০,০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদি সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা;
দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা	• সারা দেশে ২০০টি সরকারি কলেজে ১৯৩২টি শ্রেণিকক্ষ (মাল্টিমিডিয়াসহ), ২০০টি ল্যাংগুয়েজ কাম আইটি ল্যাব, ১০০০টি সায়েন্স ল্যাব, ৪৬টি হোস্টেল নির্মাণ এবং আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জামাদি ও আইসিটি উপকরণ সরবরাহ করার লক্ষ্যে"সরকারি কলেজসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও বিজ্ঞান শিক্ষার সম্প্রসারণ" শীর্ষক একনেক কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু হবে। প্রকল্পটি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হলে অতিরিক্ত প্রায় ২.০০ লক্ষ শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি হবে; • সারা দেশে ৩২৩টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সক্ষমতা ও শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণসহ মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, বই-পুস্তক, খেলাধুলার সরঞ্জাম, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, অফিস যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার লক্ষ্যে **"সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন"** শীর্ষক একনেক কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু হবে। প্রকল্পটি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হলে অতিরিক্ত প্রায় ৩.০০ লক্ষ শিক্ষার্থীর ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি হবে; • এ সকল অবকাঠামো নির্মাণে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিষয়টি যত্নের সাথে বিবেচনা করে র‍্যাম্প এর সংস্থান রাখা হচ্ছে। নারী শিক্ষার্থীদের প্রজনন স্বাস্থ্যের বিশেষ প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনা করে ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথক ওয়াশব্লক রাখা হচ্ছে। উপকূলীয় ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় দুর্যোগকালীন আশ্রয়ের জন্য বিশেষ ডিজাইনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে; • সম্প্রতি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত **"নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ"** শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩২৫০টি বিদ্যালয়ে বিদ্যমান ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে ২৩২০০টি শ্রেণিকক্ষ ধারাবাহিকভাবে নির্মাণ করা হবে। এর ফলে ১১,৬০,০০০ জন শিক্ষার্থী উন্নত পরিবেশে শিক্ষার সুযোগ পাবে; • সম্প্রতি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত **"নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন"** শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩০০০টি বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণের মাধ্যমে ৩০৬০০টি শ্রেণিকক্ষ ধারাবাহিকভাবে নির্মাণ করা হবে। এর ফলে ১৩,০০,০০০ জন শিক্ষার্থী উন্নত পরিবেশে শিক্ষার সুযোগ পাবে।

৮.০ উপসংহার

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর, শিক্ষাবোর্ড, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষার্থী-শিক্ষকের সমন্বিত তথ্য ভান্ডার প্রতিষ্ঠা ও ই-সেবা চালুকরণের লক্ষ্যে সমন্বিত শিক্ষাতথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এর মধ্যে মন্ত্রণালয়, সংস্থাসমূহ ও বোর্ডসমূহের মধ্যে অনলাইন তথ্য আদান-প্রদানের সুবিধা নিশ্চিত করা যাবে এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের পাঠদানসহ অন্যান্য কার্যক্রমের মনিটরিং ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

- মাতৃভাষার পাশাপাশি বিদেশী ভাষার দক্ষতা শিশুদের ভবিষ্যৎ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে আরো বিদেশী ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এর ফলে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে দেশে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

- প্রতিবন্ধী বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাদেরকে জাতীয় প্রেক্ষাপটের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে মূলধারায় সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

অধ্যায়-৪
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

১.০ ভূমিকা

বাংলাদেশ সরকার ২০৩৫ সাল নাগাদ প্রতিরোধযোগ্য শিশুমৃত্যুর অবসানে তার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। সর্বাত্মক প্রচষ্টার মাধ্যমে শিশুমৃত্যুহার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ২০-এ নামিয়ে আনতে বাংলাদেশ এখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বাংলাদেশ শিশুমৃত্যু রোধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশগুলোর মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয় ১৪ থেকে ৬৯ মার্কিন ডলার। স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশের মাথা পিছু ব্যয় ৩১.৬৩ মার্কিন ডলার। অপরদিকে, মধ্যম আয়ের দেশগুলোর মাথাপিছু গড় স্বাস্থ্য ব্যয় ২৫৫.৯৪ মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশের তুলনায় ৮ গুণ বেশী। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় সরকারি বাজেটের ৫ শতাংশের কাছাকাছি এবং বিগত পাঁচ বছরের (২০১৩-১৪ থেকে ২০১৭-১৮) জিডিপি'র প্রায় ১ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের বরাদ্দের যথাক্রমে ৩৯.০৫ শতাংশ এবং জিডিপি'র ০.০৮ শতাংশ শিশুদের জন্য ব্যয় করা হয়েছে। শিশুর উন্নয়ন ও অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এ বিভাগ বিভিন্ন কার্যাবলি পরিচালনা করে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান;
- মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই), বিকল্প স্বাস্থ্যসেবা এবং পুষ্টির উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন;
- শিশু মৃত্যু রোধ, শিশুদের পুষ্টি ও তাদের জীবনমান উন্নয়নে মায়েদের প্রশিক্ষণ ও প্রচারণা ও পুষ্টি উপাদান সরবরাহ;
- জন্ম নিয়ন্ত্রণ, জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ ।

২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমসমূহঃ

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি-কৌশলসমূহ ও সে আলোকে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের সারসংক্ষেপ নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১ ২০১১ সালে প্রণীত জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো সবার জন্য মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। এ নীতিতে স্বাস্থ্যসেবা	• প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান; • মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
প্রাপ্তিকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সকল নাগরিকের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম সাংবিধানিক দায়িত্ব। স্বাস্থ্য নীতিতে শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত যেসকল লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলো নিম্নরুপঃ • পুষ্টিহীনতার মাত্রা কমানো, বিশেষ করে শিশু ও মাতৃত্বকালীন পুষ্টিহীনতা কমানো; • শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমানো; • শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রাম পর্যায়ে নিরাপদ শিশু প্রসবের অবকাঠামো স্থাপন; • প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা সম্প্রসারণ; • মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ সম্প্রসারণ; • প্রয়োজনীয় মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা সকলের দোরগোড়ায় পৌঁছানো; • সকল উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা সেবা পৌঁছানো।	পরিকল্পনা সেবা, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা; • কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে পর্যায়ক্রমে ২৪/৭ সার্ভিস চালু করা; • পুষ্টি সেবা প্রদান; • জন্মের পর পরই নবজাতককে বুকের দুধ খাওয়ানো; • Infant and Young Child Feeding (IYCF) কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশব্যাপী ভিটামিন-এ ও ফলিক এসিড বিতরণ; • মা ও শিশু কেন্দ্রে কিশোর বান্ধব স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ; • কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা; • Essential Service Package (ESP) বাস্তবায়ন; • মা ও শিশুদের সচেতনতামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা; • নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় সেবা, শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ, জন্মনিবন্ধণ ও শিশু অধিকার বিষয়ে স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান; • প্রশিক্ষিত ধাত্রী (সিএসবি) তৈরি • স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত জনবলের প্রশিক্ষণ/ উচ্চশিক্ষা প্রদান; • সাংগঠনিক কাঠামোগত উন্নয়ন (Reform Issues;) • কর্মশালা/সেমিনার, তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ, গবেষণা; • স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নয়ন।
জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫ ২০১৫ সালে প্রণীত জাতীয় পুষ্টি নীতির মূল উদ্দেশ্য হল জনগণের উন্নততর পুষ্টি, বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত জনগণের পুষ্টির উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। জাতীয় পুষ্টি নীতির শিশু সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিম্নরুপঃ • সকলের পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়ন, বিশেষ করে শিশু, কিশোর-কিশোরী, গর্ভবতী ও ল্যাকটেটিং মায়েদের পুষ্টির উন্নয়ন; • সবার জন্য বিভিন্ন ধরনের পর্যাপ্ত খাদ্য নিশ্চিত করা এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাসকে উৎসাহিত করা; • পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কার্যক্রম গ্রহণ; • পুষ্টি নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন সংস্থার কাজের সমন্বয় সাধন।	
সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অনুর্ধ্ব ৫ বছরের শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে প্রতি হাজার জীবিত জন্মগ্রহণকারীর ক্ষেত্রে ২৭ (নবজাতকের ক্ষেত্রে ২০) জনে নিয়ে আসা; টিকাদান, হাম (১২ মাসের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে) ১০০ শতাংশে উন্নীত করা-ইত্যাদি লক্ষ্য নির্ধারিত রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে দক্ষ স্বাস্থ্য কর্মীর দ্বারা প্রসবসেবা ৫৫	

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা।	
চতুর্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (HPNSP) কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো বর্তমানে যেসকল নাগরিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রাপ্তিতে পিছিয়ে রয়েছে তাদেরকে সেবার আওতায় নিয়ে আসা। বিশেষ করে শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সেবার আওতায় নিয়ে আসা এ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। HPNSP-এর উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরুপঃ ● স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান; ● মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই), বিকল্প স্বাস্থ্যসেবা এবং পুষ্টির উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন; ● শিশু মৃত্যু রোধ, শিশুদের পুষ্টি ও তাদের জীবনমান উন্নয়নে মায়েদের প্রশিক্ষণ ও প্রচারনা ও পুষ্টি উপাদান সরবরাহ; ● জন্ম নিয়ন্ত্রণ, জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন; ● কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	
জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) কাঠামোতে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতে ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জনের জন্য বেশ কিছু লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে মাতৃ, নবজাতক, শৈশব স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টিসেবা। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (GED), পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রণীত SDGs Mapping মোতাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ১২টি Target-এর মোট ২২টি Indicators (এসডিজি-৩ এর ২০টি ও এসডিজি-২ এর ২টি Indicators) বাস্তবায়নে Lead Ministry এবং এসডিজি-৪ এর ১টি Target-এর ১টি Indicator বাস্তবায়নে Co-Lead Ministry হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত। এর মধ্যে ২টি Indicators স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ সংশ্লিষ্ট, যা হলো ১) 3.7.1 Proportion of women of reproductive age (aged 15-49 years) who have their need for family planning satisfied with modern methods এবং ২) 3.7.2 Adolescent birth rate (aged 10-14 years; aged 15-19 years) per 1,000 women in that age	

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
group। এছাড়াও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য Indicators বাস্তবায়নে এ বিভাগ কো-লীড ও সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।	

৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গত তিন বছরের অর্জনঃ

বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিস্থিতি উন্নয়নে প্রভূত অগ্রগতি অর্জন করেছে। এরমধ্যে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য Health, Population and Nutrition Sector Development Programme এর আওতায় অর্জিত হয়েছে। শিশুর উন্নয়ন ও অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট এ বিভাগের সাম্প্রতিক অর্জনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে (যথাক্রমে ৬০% থেকে ৪৯% এবং ২.৯% থেকে ১.৫১%)। কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে পর্যায়ক্রমে ২৪/৭ নরমাল ডেলিভারী সেবা চালু করা শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাসে অবদান রাখছে। এ পর্যন্ত ২৫৭০টি কেন্দ্রে এ সেবা চালু হয়েছে। এতে করে প্রশিক্ষিত ধাত্রীর মাধ্যমে প্রসবের হার বৃদ্ধি পেয়েছে [৪২.১% (বিডিএইচএস-২০১৪) হতে ৫০% (বিএমএমএস-২০১৬)] এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার বৃদ্ধি পেয়েছে [৩৭.৪% (বিডিএইচএস-২০১৪) হতে ৪৭% (বিএমএমএস-২০১৬)]। ১ বছর বয়সের নিচের শিশুদের পূর্ণ টীকা প্রাপ্তির হার ৭৫% হতে ৮২% এ উন্নীত হয়েছে। অপুষ্টি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে IYCF কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশব্যাপী ভিটামিন-এ ও ফলিক এসিড বিতরণের ফলে শিশুদের পুষ্টিমান উন্নীত হয়েছে। ভিটামিন-এ কভারেজ (১২-৫৯ মাস) ৯১.৩০%। খর্বকৃতি শিশুর হার হ্রাস পেয়েছে (৪২.১%, বিডিএইচএস-২০১৪)। মা ও শিশু কেন্দ্রে কিশোর বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা চালু এবং কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করায় কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নয়ন হচ্ছে। এছাড়া, গড় আয়ু ১০ বছর বেড়ে হয়েছে ৫৯ থেকে ৭১.৭ বছর। সামাজিক সূচকের উন্নতিতে আমরা অধিকাংশ নিম্ন-আয়ের দেশ এবং এমনকি কিছু মধ্য আয়ের দেশকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছি। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ২০১০ থেকে ২০১৫-এ পাঁচ বছরে সামগ্রিক প্রজনন হার (TFR) ২.৬ থেকে কমে ২.৩ এ দাঁড়িয়েছে। বিগত তিন বছরে নিপোর্ট কর্তৃক ১৭০৭ জন স্বাস্থ্য কর্মীকে নবজাতকের অত্যাবশকীয় সেবা, শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ, জন্মনিবন্ধন ও শিশু অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৪.০ মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

সারণি-৬: স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	বাজেট ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৭-১৮	সংশোধিত ২০১৬-১৭
বিভাগের মোট বাজেট	৫২.২৮	৪৪.৭৬	-
পরিচালন বাজেট	৩১.২৮	২৮.০৬	-
উন্নয়ন বাজেট	২১.০০	১৬.৭০	-
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	২১.৪৬	১৭.৪৮	-
পরিচালন বাজেট	১২.৮৪	১০.৯৪	-
উন্নয়ন বাজেট	৮.৬২	৬.৫৪	-
জাতীয় বাজেট	**৪৬৪৬**	৪০০৩	-
জিডিপি	২৫,৩৭৮	২২২৩৬	-
সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১৮.৩১	১৮.০০	-
বিভাগের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.২১	০.২০	-
বিভাগের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	১.১৩	১.১২	-
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.০৮	০.০৮	-
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.৪৬	০.৪৪	-
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (বিভাগের মোট বাজেটের শতকরা হারে)	**৪১.০৫**	৩৯.০৫	-

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

এ অর্থবছরে এ বিভাগের মোট ব্যয়ের ৪১.০৫ শতাংশ শিশুকল্যাণে নিয়োজিত। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ বরাদ্দ ছিল বিভাগের বাজেটের ৩৯.০৫ শতাংশ। বিভাগটি পরিচালন বাজেটের অধীনে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, যাদের বেশিরভাগই শিশু-কেন্দ্রিক। ২০১৮-৯ অর্থবছরে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের বাজেট সরকারের মোট বাজেটের শতকরা ১.১৩ ভাগ এবং জিডিপির ০.২১ শতাংশ।

৫.০ উত্তম চর্চা

রায়পুরা উপজেলাধীন মির্জানগর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রটি, নরসিংদী জেলা সদর থেকে প্রায় ১৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এ কেন্দ্র থেকে জন্ম নিয়ন্ত্রন সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা প্রদানের পাশাপাশি মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। উল্লিখিত কেন্দ্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো সপ্তাহে সাত দিন ২৪ ঘন্টা স্বাভাবিক প্রসব সেবা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে, যার ফলে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। একটি আদর্শ স্বাভাবিক প্রসব (Normal Delivery) সেবাকেন্দ্র হিসেবে কার্যকরী ভূমিকা রাখার পাশাপাশি জটিল প্রসূতিদের ক্ষেত্রে রেফারেল কেন্দ্র হিসেবে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। মা ও শিশু মৃত্যু রোধে এ কেন্দ্রের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যা নিম্নরুপঃ

প্রসব সেবার আওতায় গত জুলাই ২০১৬ খ্রিঃ থেকে মার্চ ২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত ৮১৩টি স্বাভাবিক প্রসব সম্পাদিত হয়েছে এবং ৪৫ জন প্রসূতিকে জেলা পর্যায়ে রেফার করা হয়েছে। মির্জানগর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র থেকে প্রসবপূর্ব (ANC), প্রসবকালীন সেবা ও প্রসবোত্তর (PNC) সেবার মানে সন্তুষ্টির কারণে দিন দিন স্বাভাবিক প্রসব সেবার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জুলাই ২০১৬ খ্রিঃ থেকে মার্চ ২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত ৪৯৭৯ জন শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। মির্জানগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এর উদ্যোগে কেন্দ্রের প্রসব সেবাসহ মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধিকল্পে কেন্দ্রের প্রসব কক্ষটিতে ইউনিয়ন পরিষদের অর্থায়নে (Delivery Room) টাইলস স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া বৈদ্যুতিক লোডশেডিং মোকাবেলায় কেন্দ্রটিতে ইউনিয়ন পরিষদের অর্থায়নে সোলার প্যানেল সংযোজন করা হয়েছে। বর্তমান সরকার পর্যায়ক্রমে সারা দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে (UH&FWC) সপ্তাহে ০৭ দিন স্বাভাবিক প্রসব সেবা প্রদানের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করছেন। সারা দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC)-তে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ ধরনের সেবা কার্যক্রম চালু করতে পারলে মাতৃ ও শিশু মৃত্যু রোধে নিঃসন্দেহে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

৬.০ শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ

- শিশুদের শারীরিক ক্ষীণতা বা খর্বাকৃতি ওজন স্বল্পতা মোকাবেলার জন্য পুষ্টি কার্যক্রমের অপ্রতুলতা এবং এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমন্বয়হীনতা;
- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এসডিজি এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য যেসব সেবা প্রদান করা হয়, বঞ্চিত ও যেসব এলাকায় পৌঁছানো কষ্টকর (Hard to Reach Areas) এমন সব এলাকায় এ সেবা পৌঁছানো;
- কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে ২৪/৭ নরমাল ডেলিভারী সেবা চালুর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব রয়েছে;
- **শিশু কেন্দ্রিক বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা বা পদ্ধতির অভাব**;

- **শিশুদের উন্নয়নে বা তাদের পরিপূর্ণ বিকাশে আর্থিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব- এ ধরনের বিশেষায়িত কোন গবেষণা কর্মের অভাব;**
- **শিশুদের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নকারী ও গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নকারীগণের সঠিক প্রশিক্ষণ ও সচেতনতার অভাব;**
- **শিশু বাজেট বা শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সাথে** সম্পর্কিত **স্টেকহোল্ডারগণের সাথে সমন্বয়হীনতা।**

৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
২০১৮-১৯ অর্থবছরের পরিকল্পনা	• নবজাতকের অত্যাবশকীয় সেবা, শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ, জন্মনিবন্ধণ ও শিশু অধিকার বিষয়ে ৫০৯৬ জন স্বাস্থ্য কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা; • **শিশুকেন্দ্রিক বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের জন্য ডিসেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা জারী;** • সামাজিক নেতৃবৃন্দ, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠী নিয়ে মা, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং পুষ্টি বিষয়ক ১৫০টি কর্মশালা আয়োজন; • মা, শিশু , প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক ৬২০০টি অডিও বার্তা প্রস্তুত ও প্রচার; • মা, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং পুষ্টি বিষয়ক ১২০টি ক্যাম্পেইন আয়োজন; • বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত কর্মী (CSBA) দ্বারা ১৬০০টি গর্ভকালীণ সেবা; • জন্মের ২৪ ঘন্টার মধ্যে নবজাতককে বুকের দুধ খাওয়ানো; • রক্ত স্বল্পতা প্রতিরোধে ১৩০০ কিশোরীকে আয়রন ফলিক এসিড প্রদান; • ৪০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র উন্নীতকরণ; • ১০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ; • ১২টি ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ; • ৬৫০ জন সেবা প্রদানকারীকে নিপোর্ট-এর মাধ্যমে মৌলিক প্রশিক্ষণ; ১৯০ জন মিডওয়াইফ ও নার্সকে ইভিডেন্স বেইজড প্র্যাক্টিস (ইবিপি) বিষয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান।

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা	• **শিশুদের জন্য গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ সম্প্রসারণ;** • প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৩৯১৮টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, ৬৬টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, স্বাস্থ্য শিক্ষার উন্নয়নে ৮ টি ইন্সটিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি এবং ৯ টি নার্সিং কলেজ নির্মান করা হবে।

৮.০ উপসংহার ও ভবিষ্যৎ করণীয়

শিশুরাই জাতির ভবিষৎ। সুস্থ শিশুই এনে দিতে পারে একটি সুন্দর আগামী। আগামীর শিশুদের জন্য চাই উপযুক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও সুস্থ, সুন্দর, মমতাময় পরিবেশ। সুস্থ, সুন্দর মমতাময় পরিবেশের মধ্যে শিশুদের গড়ে তোলার জন্য সঠিক পরিকল্পনা ও এর বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও, দরকার একটি সচেতন পরিবেশ যেখানে থাকবে শিশুদের জন্য গভীর মমতা, ভালোবাসা ও যত্ন। মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি সেবা এবং কিশোর বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে একটি সুস্থ-সবল সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, এ বিভাগ অটিজমসহ অন্যান্য বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদেরকেও একটি সুস্থ স্বাভাবিক জীবন নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে যাতে তারা আগামীর উন্নত বাংলাদেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। বাংলাদেশের প্রতিটি শিশু একটি সুস্থ জীবন পাক এবং দেশের উন্নয়নে উপযুক্ত যোগ্যতার পরিচয় রাখুক এটাই কাম্য।

অধ্যায়-৫
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ

১.০ ভূমিকা

প্রশাসনিক প্রয়োজনে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে মার্চ ২০১৭-এ 'স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ' এবং 'স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ' নামক দুইটি পৃথক বিভাগ গঠন করা হয়। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের আওতাভুক্ত কার্যক্রমের মধ্যে শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান অন্যতম। এ বিভাগের আওতাভুক্ত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে মোট ৬০৭টি সরকারি হাসপাতাল রয়েছে, যার মধ্যে ১৩০টি মাধ্যমিক (জেলা হাসপাতাল) ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের (মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল) এবং ৪৭৭টি উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের। এ বিভাগের আওতাভুক্ত বিভিন্ন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের মাধ্যমে অনুন্নয়ন বাজেটের অর্থায়নে দেশব্যাপী সরকারি হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়ে থাকে। এসব হাসপাতালের নিয়মিত প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকান্ডের মধ্যে শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান অন্যতম। প্রায় সকল হাসপাতালেই নবজাতক এবং শিশুদের জন্য নির্ধারিত ওয়ার্ড বা বিশেষ ইউনিট রয়েছে। শিশুদের সংক্রামক রোগ মোকাবেলার জন্য বিশেষায়িত বেসরকারি হাসপাতালসমূহকেও এই বিভাগ অনুদান প্রদান করে থাকে। হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ছাড়াও এই বিভাগের অন্যান্য অধিদপ্তরসমূহ শিশুদের স্বাস্থ্যসেবার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে গৃহীত কার্যক্রম:

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম মূলত: সেক্টর কর্মসূচিভিত্তিক, তবে এর পাশাপাশি জনগুরুত্বপূর্ণ কিছু সংখ্যক প্রকল্পও পৃথকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি-কৌশলসমূহ এবং কার্যক্রম সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

জাতীয় নীতি/কৌশল	গৃহীত কার্যক্রমসমূহ
জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, ২০১১: ২০১১ সালে প্রণীত জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির মূল উদ্দেশ্য হল সবার জন্য মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। এ নীতিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিকে অধিকার	• পুষ্টিহীনতার মাত্রা কমানো, বিশেষ করে শিশু ও মাতৃত্বকালীন পুষ্টিহীনতা কমানো; • শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমানো; • শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রাম পর্যায়ে নিরাপদ শিশু প্রসবের অবকাঠামো স্থাপন;

জাতীয় নীতি/কৌশল	গৃহীত কার্যক্রমসমূহ
হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সকল নাগরিকের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম সাংবিধানিক দায়িত্ব।	• প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা সম্প্রসারণ; • মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ সম্প্রসারণ; • প্রয়োজনীয় মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা সকলের দোরগোড়ায় পৌঁছানো; • সকল উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা সেবা পৌঁছানো।
জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫: ২০১৫ সালে প্রণীত জাতীয় পুষ্টি নীতির মূল উদ্দেশ্য হল জনগণের উন্নততর পুষ্টি, বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত জনগণের পুষ্টির উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।	• সকল জনগণের পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়ন, বিশেষ করে শিশু, কিশোর-কিশোরী, গর্ভবতী ও ল্যাকটেটিং মায়েদের পুষ্টির উন্নয়ন; • সবার জন্য বিভিন্ন ধরনের পর্যাপ্ত খাদ্য নিশ্চিত করা এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসকে উৎসাহিত করা; • পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কার্যক্রম গ্রহণ; • পুষ্টি নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন সংস্থার কাজের সমন্বয় সাধন।
৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি র্থ ৪) এইচপিএনএসপি) ২০১৭:২২- ৪র্থ এইচপিএনএসপি'র মূল উদ্দেশ্য হল বর্তমানে যেসকল নাগরিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা প্রাপ্তিতে পিছিয়ে আছে বিশেষ করে শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সেবার আওতায় নিয়ে আসা। এর আওতায় স্বাস্থ্য খাতে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে সরকারের দেয়া প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হবে। কর্মসূচিটি জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।	• উন্নত ও মানসম্মত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নেতৃত্ব, ব্যবস্থাপনা ও বিধি-বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য খাতে সুশাসন ও তত্ত্বাবধান বৃদ্ধিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা জোরদার করা; • কর্মক্ষমতা, দক্ষতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস; • মাঠ পর্যায়ে প্রদত্ত সেবার বৃহত্তর প্রায়োগিক সমন্বয় এবং একটি কার্যকর রেফারেল ব্যবস্থাসহ হালনাগাদকৃত অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজের (ইএসপি) বাস্তবায়ন; • দরিদ্র, বয়স্ক, দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী, বিশেষ প্রয়োজনসম্পন্নব্যক্তি, এবং পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য বেসরকারি খাত এবং স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ ও অংশীদারিত্ব স্থাপনে নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ। • একটি 'স্বাস্থ্য জনশক্তি কৌশল এবং কর্ম পরিকল্পনা' বাস্তবায়ন নিশ্চিত করাসহ স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব প্রদান। • জনস্বাস্থ্যের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান, প্রতিরোধমূলক ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় বর্ধিত বিনিয়োগ এবং স্থানীয় জনগণের বর্ধিত অংশগ্রহণ সুদৃঢ় করা; • জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত আন্তঃখাত কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন রীতি ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে অসংক্রামক রোগের চাপ প্রতিরোধ; • বিদ্যমান, নতুন ও পূনরাবির্ভূত সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলা। • পরিবীক্ষণ, তথ্য-উপাত্তের মান এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার জন্য

জাতীয় নীতি/কৌশল	গৃহীত কার্যক্রমসমূহ
	নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ; • স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, চাহিদা-ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব প্রদান, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য খাতে পর্যাপ্ত অর্থায়নের উপযোগিতা তুলে ধরা।
জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs): জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Mapping মোতাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ১২টি Target-এর মোট ২৩টি Indicators (এসডিজি-৩এর ২১টি ও এসডিজি-২ এর ২টি Indicators) বাস্তবায়নে Lead Ministry এবং এসডিজি-৪ এর ১টি Target-এর ১টি Indicator বাস্তবায়নে Co-Lead Ministry হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। এরমধ্যে ২১টি Indicators স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ সংশ্লিষ্ট। এছাড়াও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য Indicators বাস্তবায়নে এ বিভাগ কো-লীড ও সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।	• স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের সফলতার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় জানুয়ারি ২০১৭ থেকে জুন ২০২২ মেয়াদে চতুর্থ সেক্টর কর্মসূচি, '৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (৪র্থ এইচপিএনএসপি)' বাস্তবায়ন করছে; • এসডিজি'র স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ৩নং অভীষ্ট অর্জনের জন্য ২০৩০ সাল নাগাদ ৫-বছরের নীচে শিশু মৃত্যুর হার (U5MR) প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ২৫-এর নীচে নামিয়ে আনা; এবং নবজাতকের মৃত্যু হার (NMR) প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ১২-এর নীচে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে; • ৪র্থ এইচপিএনএসপি মোট ২৯টি অপারেশনাল প্ল্যানের (ওপি) মাধমে বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার মধ্যে ১৯টি স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের আওতাভুক্ত। প্রতিটি ওপির কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২২ সালের মধ্যে ৪র্থ এইচপিএনএসপি'র বিভিন্ন সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ সামগ্রিকভাবে এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে। ৪র্থ এইচপিএনএসপি'র ওপিসমূহের মধ্যে ন্যাশনাল নিউট্রশিন সার্ভিসেস, ম্যাটারনাল, নিওনেটাল, চাইল্ড এন্ড এডোলেসেন্ট হেলথ (এমএনসিএইচ), কমিউনিটি বেজড হেলথ কেয়ার (সিবিএইচসি), লাইফ স্টাইল এন্ড হেলথ এডুকেশন এন্ড প্রমোশন (এলএইচইপি), হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট (এইচএসএম), ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট (পিএফডি), ইত্যাদি ওপি'র আওতায় শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান, অবকাঠামো সৃষ্টিসহ সচেতনতা সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ প্রদান, ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে; • ৪র্থ এইচপিএনএসপি ছাড়াও স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ কর্তৃক কিছু সংখ্যক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপিত হচ্ছে। এ সকল হাসপাতালে শিশুদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গত ৩ বছরের অর্জন

- বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ এবং জেলা হাসপাতালে Special Care Newborn Units (SCANU) স্থাপন করার মাধ্যমে নবজাতকের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন;
- Emergency Triage Assessment and Treatment (ETAT) কার্যক্রমের সম্প্রসারণ;

- Helping Babies Breathe (HBB) initiative-এর প্রশিক্ষণ;
- ৭.১% chlorhexidine-এর ব্যবহারের সম্প্রসারণ;
- প্রসবকারীদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রসবকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- নতুন ভ্যাকসিন প্রচলনের পাশাপাশি টিকাদান কর্মসূচি সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ;
- ৪৮৭টি উপজেলায় স্থাপিত Integrated Management of Childhood Illness (IMCI) এবং পুষ্টি কর্নারের মাধ্যমে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মানসম্মত সেবা প্রদান;
- বয়ঃসন্ধি স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিক্ষক, কিশোর-কিশোরী এবং সেবাদাতাদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- জেলা এবং সিটি কর্পোরেশনগুলোতে adolescent friendly health services (AFHS) প্রতিষ্ঠা;
- 'ক্ষুদে ডাক্তার' কর্মসূচি প্রচলনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে শিশুদের মধ্যে সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি;
- ১৩২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ৫৯টি হাসপাতাল ও ২৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সমন্বিত জরুরী প্রসূতি সেবা কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- দেশের ৫৫টি উপজেলায় 'ডিমান্ড সাইড ফাইনান্সিং' কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র মায়েদের নিরাপদ প্রসব নিশ্চিতকরণ;
- বাড়িতে স্বাভাবিক প্রসবে সহায়তার জন্য Community Based Skilled Birth Attendant (CSBA)-দেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বয়ঃসন্ধিকাল থেকে মাতৃ ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সারাদেশে স্কুলস্বাস্থ্য কর্মসূচির পরিধি বিস্তৃতকরণ;
- সকল সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল, উপজেলা হাসপাতাল এবং মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (MCWCs) জরুরী ভিত্তিতে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা প্রদান।

৪.০ স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

সারণি-৭: স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	বাজেট ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৭-১৮	সংশোধিত ২০১৬-১৭
বিভাগের মোট বাজেট	১৮১.৬৬	১৬২.০৪	-
পরিচালন বাজেট	৯১.২৬	৮৩.৬২	-
উন্নয়ন বাজেট	৯০.৪১	৭৮.৪২	-
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	৭৮.৩১	৬৩.০২	-
পরিচালন বাজেট	৩৫.১৬	২৬.৫১	-
উন্নয়ন বাজেট	৪৩.১৫	৩৬.৫১	-
জাতীয় বাজেট	**৪,৬৪৬**	৪০০৩	-
জিডিপি	২৫,৩৭৮	২২২৩৬	-
সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১৮.৩১	১৮.০০	-
বিভাগের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.৭২	০.৭৩	-
বিভাগের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	৩.৯১	৪.০৫	-
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.৩১	০.২৮	-
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	১.৬৯	১.৫৭	-
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (বিভাগের মোট বাজেটের শতকরা হারে)	**৪৩.১১**	৩৮.৮৯	-

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

এই বিভাগটি শিশুকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে, যা শিশু কল্যাণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং শিশুর বেঁচে থাকার অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত। এ বিভাগের দায়িত্ব হচ্ছে শিশুসহ সকলকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা। বিভাগের মোট ব্যয়ের ৪৩.১১ শতাংশ শিশুদের কল্যাণে নিবেদিত। বিভাগটি অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলোর মাধ্যমে পরিচালন বাজেটের আওতায় দেশব্যাপী অসংখ্য হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। এসব হাসপাতাল তাদের নৈমত্তিক কর্মকান্ডের অংশ হিসাবে অন্যান্যদের মত শিশুদেরও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে। প্রায় সকল হাসপাতালেরই নবজাতক এবং শিশুদের জন্য নির্ধারিত ওয়ার্ড বা বিশেষ ইউনিট রয়েছে। বাজেটে হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ব্যয় স্পষ্টভাবে চিহ্নিত থাকলেও নবজাত এবং শিশুদের জন্য বিশেষ ওয়ার্ড ও ইউনিটগুলোর ব্যয় পৃথকভাবে

নির্ধারণ করা যায় না। সুতরাং, এই বিভাগের শিশু-কেন্দ্রিক ব্যয় যা ৪৩.১১ শতাংশ দেখানো হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তা আরো বেশি হবে।

৫.০ উত্তম চর্চা

অপরিণত নবজাতক শিশু মৃত্যু রোধে ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার

বাংলাদেশে নবজাতকের মৃত্যুর অন্যান্য কারণের মধ্যে 'অপরিণত ও কম জন্ম ওজন' অন্যতম প্রধান একটি কারণ, যা মোট নবজাতক মৃত্যুর শতকরা ৩১ ভাগ। ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার সেবা প্রদানের মাধ্যমে এই মৃত্যু বহুলাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব, যা বিশ্বে একটি স্বীকৃত ও প্রমাণিত কার্যক্রম।

কম ওজনের (২০০০ গ্রামের কম) বা অপরিণত (৩৭ সপ্তাহের কম) শিশুদের মায়ের ত্বকের স্পর্শে রেখে সঠিক উষ্ণতা বজায় রেখে নিয়মিত বুকের দুধ খাওয়ানো ও সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য বিশেষ পরিচর্যা হচ্ছে ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার। অপরিণত ও কম জন্ম ওজনের শিশুরা দ্রুত তাপ হারায়, তাই শিশুকে মায়ের ত্বকের স্পর্শে রেখে শিশুর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। এ অবস্থায় শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো সহজ হয়। শিশুর গন্ধ ও স্পর্শ মায়ের পর্যাপ্ত দুধ তৈরিতে সাহায্য করে। ফলে মা সহজভাবে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারে। মা অসুস্থ থাকলে বাবা, দাদি-নানী বা পরিবারের অন্য সদস্যরা ও এ সেবা প্রদান করতে পারে। দৈনিক অন্তত বিশ ঘন্টার বেশী ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার প্রদান করতে হয়।

২০১৩ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশ সরকার ''২০৩৫ সালের মধ্যে প্রতিরোধযোগ্য শিশু মৃত্যু নিরসনঃ বাংলাদেশের অঙ্গীকার'' ঘোষণা করে এবং নবজাতকের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রমাণিত চারটি অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করে। ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার একটি অগ্রাধিকারভিত্তিক কার্যক্রম হিসাবে পর্যায়ক্রমে সারা বাংলাদেশের সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহে বাস্তবায়নের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত ৪র্থ সেক্টর প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ইতিমধ্যেই ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ারের সাফল্য পরিলক্ষিত হচ্ছে।

২০১৬ সালের ৩ অক্টোবর কুষ্টিয়া জেলার পশ্চিম লাহিনিপাড়ার ২২ বছর বয়সী জেসমিন, কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ফুটফুটে এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। জেসমিনের এটি তৃতীয় সন্তান জন্মদান কিন্তু তার আগের দুই সন্তান অপরিণত জন্ম এবং কম ওজন জনিত জটিলতায় মৃত্যুবরণ করে। এবারও নবজাতক ১৪০০ গ্রাম জন্ম ওজন নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে।

জেসমিন তার সন্তানের নাম রাখে শারমীন এবং হাসপাতালের কেএমসি কর্ণারে ভর্তি হয়। হাসপাতালে

ভর্তি হবার পর শারমীনের কোন ধরনের জটিলতা ছাড়াই ধীরে ধীরে ওজন বৃদ্ধি ঘটে। ১৩ দিন হাসপাতালে কেএমসি প্রশিক্ষিত ডাক্তর ও নার্সের তত্ত্বাবধানে থেকে এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সহযোগিতায় কেএমসি নিশ্চিত করার পর হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করে। জেসমিন হাসপাতাল থেকে বাসা আসার পরও তার মেয়েকে কেএমসি সেবা দেয় এবং ডাক্তারের পরামর্শমতো ৪টি ফলোআপ নিশ্চিত করে। পরবর্তীতে শারমীনের বয়স যখন ৯ মাস তখন জেসমিন ডাক্তার ও নার্সদের ধন্যবাদ দিয়ে বলেন ''যখন আমার বাচ্চা কম জন্ম ওজন নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে তখন আমি কেএমসি সম্পর্কে জানতে পারি। সে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয় এবং কেএমসি সেবা গ্রহণ করার মাধ্যমে তার ওজন বৃদ্ধি ঘটে। আমি এই সেবা গ্রহণ করে খুশি।'' দিন দিন কেএমসি সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা বাড়ছে।

৬.০ শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে চ্যালেঞ্জসমূহ

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের শিশুকেন্দ্রিক বাজেট বাস্তবায়নে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ হলো-

- যথাযথভাবে বছরভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা;
- পুষ্টি কার্যক্রমের অপ্রতুলতা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা;
- স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্রসমূহে সেবাপ্রদানকারীদের শূন্য পদ দ্রুত পূরণ;
- যথাসময়ে অর্থ ছাড়, বিশেষত: ইপিআই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এককালীন অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে।

৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনাসমূহ

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের শিশুকেন্দ্রিক উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনাসমূহ	• সার্বক্ষণিক Basic Emergency Obstetric Care (BEmOC) এবং Comprehensive Emergency Obstetric Care (CEmOC) সেবা প্রদানের মাধ্যমে মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান; • হালনাগাদকৃত ও ৪র্থ এইচপিএনএসপিতে অন্তর্ভুক্ত 'অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ (ইএসপি)' অনুযায়ী শিশূদের সেবা প্রদান; • ডায়রিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগ, হাম, ম্যালেরিয়া, ইত্যাদির চিকিৎসা প্রদান; • অপুষ্টির জন্য শিশুদের নিয়মিত চিকিৎসা প্রদান; • ১-বছরের নীচের শিশুদের প্রতিটি টিকার হার জাতীয় পর্যায়ে কমপক্ষে ৯৫% এবং প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে ৯০% এ উন্নীত করা এবং তা বজায় রাখার মাধ্যমে টিকা-দান কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং ন্যায্যতা নিশ্চিত করা;

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
	• ৫-ডোজ টিটি টিকার হার জাতীয় পর্যায়ে কমপক্ষে ৮০% এবং প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে ৭৫% উন্নীত করা; • পোলিও রোগ নির্মূল অবস্থা বজায় রাখা; • ২০১৮ সালের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে হাম ও রুবেলা টিকার হার ৯৫%-এ উন্নীত করে হাম ও রুবেলা দূরীকরণ পর্যায়ে উন্নীত হওয়া এবং কনজেনিটাল রুবেলা সিন্ড্রোম (সিআরএস) নিয়ন্ত্রণ করা; • দুর্গম এলাকায় ও পিছিয়ে থাকা অঞ্চলে, বিশেষত: সিলেট এবং চট্টগ্রামে, এসেন্সিয়াল নিউবর্ন এন্ড চাইল্ড হেলথ সার্ভিস নিশ্চিত করা; • নবজাতকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম, যেমন- জরুরী নবজাতক সেবা, নবজাতকদের শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত সেবা (এইচবিবি), ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার (কেএমসি), কম্প্রিহেন্সিভ নিউবর্ন কেয়ার প্যাকেজ (সিএনসিপি) ও স্পেশাল কেয়ার নিউবর্ন ইউনিট (স্ক্যানু)/নিউবর্ন স্ক্রিনিং ইউনিট (এনএসইউ) ইত্যাদি বাস্তবায়ন; • প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে কিশোর-কিশোরীদের পরামর্শ প্রদান; • পুষ্টি সম্পর্কিত শিক্ষা প্রদান এবং অনুপুষ্টি-কণা সম্পূরণ; • শিশুদের জন্য নিরাপদ ও অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ বিতরণ নিশ্চিত করা; • আচরণ পরিবর্তনের জন্য যোগাযোগের (BCC) মাধ্যমে এবং তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনার ফলে সুস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন রীতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৮.০ উপসংহার

একমাত্র সুস্থ শিশুই এনে দিতে পারে একটি সুন্দর আগামী। শিশুদের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও সুস্থ, সুন্দর, মমতাময় পরিবেশ। সুস্থ, সুন্দর মমতাময় পরিবেশের মধ্যে শিশুদের গড়ে তোলার জন্য সঠিক পরিকল্পনা ও এর বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ প্রতিবন্ধী শিশুদেরও একটি সুস্থ স্বাভাবিক জীবন নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। দেশের প্রতিটি শিশু যাতে বাংলাদেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে সে লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

অধ্যায়-৬
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন কালে মাতৃ ও শিশু মৃত্যু হ্রাস, শিশুর পুষ্টি, স্বাস্থ্য-সেবা ও শিক্ষা নিশ্চিকরণ, শিশু নির্যাতন বন্ধ, শিশু পাচার রোধে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে শিশুদের প্রত্যাহার ও পুনর্বাসন, নিরাপত্তা বিধান এবং শিশুর সামগ্রিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব সফলতা রয়েছে। এসব সাফল্যের পিছনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে বর্তমানে সরকার বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন শুরু করেছে। এসব পরিকল্পনায় শিশুদের ওপর কাংখিত মাত্রায় সরকারি বিনিয়োগ নিশ্চিতের বিষয়ে প্রধান্য দেয়া হচ্ছে। জাতীয় শিশু নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের কার্যক্রম গ্রহণ, শিশুদের আইনগত এবং সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ, শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা দূরীকরণার্থে আইন প্রণয়ন, শিশু উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের মাধ্যমে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় শিশুদেরকে আগামী দিনের দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গৃহীত এসব পদক্ষেপের কারণে শিশুদের ওপর সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্র অনেকটাই প্রসারিত হয়েছে।

২.০ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

জাতীয় নীতিকৌশল ও বিবরণ/	কার্যক্রমসমূহ
শিশু আইন, ২০১৩ জাতিসংঘে শিশু অধিকার কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে এ কনভেনশনের লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে শিশু আইন, ২০১৩ প্রণীত হয়েছে। এ আইনে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের সুরক্ষা প্রদানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।	• ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে শিশুদের সুরক্ষা সেবা নিশ্চিতকরণ; • শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে শিশুর মনন, মেধা ও সাংস্কৃতিক বিকাশ; • সুবিধা বঞ্চিত মশিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন; • জেলা শিশু কমপ্লেক্স ভবন স্থাপন; • ৬টি বিভাগীয় শহরে সহায়তা কেন্দ্র পরিচালনা; এবং

জাতীয় নীতিকৌশল ও বিবরণ/	কার্যক্রমসমূহ
	• মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, স্থাপন।
জাতীয় শিশু নীতি: ২০১১ , ২০১১ সালে সরকার জাতীয় শিশু নীতি গ্রহণ করেছে। এ নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো সংবিধানের আলোকে শিশু অধিকার নিশ্চিত করা। এতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাতীয় উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি, পরিকল্পনা, কর্মসূচি এবং জাতীয় বাজেটে শিশুদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। জাতীয় শিশু নীতির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিম্নরুপঃ • সকল শিশুর জন্য বয়স, লিঙ্গ, ধর্ম, সামাজিক, আঞ্চলিক ও জাতিগত পরিচয় নির্বিশেষে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নিরাপত্তা, বিনোদন ইত্যাদি অত্যাবশীয় সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শিশুদের সর্বোচ্চ উন্নয়ন; • কন্যা শিশু, প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ; • শিশুদেরকে সৎ, দেশপ্রেমিক ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ; • ভবিষ্যতে বিশ্ব চাহিদার সাথে তাল মেলানোর জন্য শিশুদেরকে একটি বিজ্ঞান মনস্ক প্রজন্ম হিসেবে গড়ে তোলা; • শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জীবনে প্রভাব পড়ে এমন যেকোন সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; এবং • শিশু অধিকার বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা।	• কিশোর-কিশোরী সুরক্ষা ক্লাব গঠনের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ বন্ধ, বয়ঃসন্ধি স্বাস্থ্য এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা করে ভবিষ্যত প্রজন্ম-কে সুগঠিত করা; • নিয়মিত শিশু পত্রিকা প্রকাশ; • শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশ; • শিশুদের মেধা মনন বিকাশে বছর মেয়াদি সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ (সংগীত, নৃত্য, চিত্রাংকন, নাট্যকলা, আবৃত্তি, গীটার তবলা, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা, কম্পিউটার, সুন্দর হাতের লেখা, দাবা এবং বেহালা) প্রদান; • শিশু-বিশ্বকোষ সংস্করণ, অভিধান, চিরায়াত সাহিত্য ও ঐতিহ্য পরিচিতিমূলক গ্রন্থ প্রকাশ কর্মসূচি; • বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর লাইব্রেরি শক্তিশালীকরণের জন্য অটোমেশন ও ডিজিটালাইজেশন কর্মসূচি; • সুন্দর হাতের লেখা প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি; • শিশুদের সংগীত, নৃত্য, চিত্রাংকন, আবৃতি, গীটার অভিনয়সহ সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান; • শিশুতোষ চলচিত্র নির্মাণ; • উপজেলা পর্যায় থেকে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান পরিচালনা করে জাতীয় পর্যায়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতির পুরস্কার প্রদান; এবং • শিশুদের জাপান, ভারত, তুরস্কসহ বিশ্বের অনেক দেশে ভ্রমণের সুযোগ সৃষ্টি করা।
শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশে সমন্বিত নীতি২০১৩ ,: এ নীতির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিম্নরুপঃ • গর্ভাবস্থায় মায়েদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সহায়তা প্রদান করা, সুস্থ ও সবল শিশুর নিরাপদ প্রসবের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা এবং মা ও নবজাতককে ঝুঁকিমুক্ত রাখা	• দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা কর্মসূচি ও কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচি; • শিশু বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে দুঃস্থ শিশুদের পুনর্বাসন করা; • শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা (২য় পর্যায়)

জাতীয় নীতিকৌশল ও বিবরণ/	কার্যক্রমসমূহ
• স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সেবা প্রদানের মাধ্যমে শিশুর সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা; • প্রারম্ভিক শৈশব হতে সকল শিশুর জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা; • সকল শিশুর জন্য আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা; • বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের উপযুক্ত ও সুযোগ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা; • এতিম, অনগ্রসর ও গৃহহীন শিশুদের মৌলিক চাহিদা, বিশেষ করে খ্যদ্য, আশ্রয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা; • বৈষম্য থেকে সব শিশুকে সুরক্ষা প্রদান করা; • ঝড়ে পড়া শিশুদেরকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা।	প্রকল্পের মাধ্যমে ১০টি কেন্দ্রিয় কারাগার, বিলুপ্ত ছিটমহল, আশ্রয়ন প্রকল্প, যৌন পল্লীতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা; • গর্ভ হতে ৫ বছর পর্যন্ত শিশুর বিকাশে জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ শীর্ষক কর্মসূচি; • প্রারম্ভিক মেধাবিকাশ দক্ষতা বৃদ্ধি শীর্ষক কর্মসূচি।
জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্র)NSSS:(২০১৫ সালে সরকার জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্র প্রণয়ন করে যার মূল উদেদেশ্য হল দারিদ্র ও ঝুঁকির মুখে থাকা জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষার আওতায় নিয়ে আসা। এ কৌশলপত্রে শিশুর উন্নয়নে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো সন্নিবেশ করা হয়েছেঃ • পরিত্যক্ত শিশুদের সেবা প্রদানের জন্য ভাতার প্রচলন; • সবধরনের কর্মস্থলে শিশু কেন্দ্র স্থাপন; • স্কুল টিফিন ব্যবস্থা প্রচলন ও এতিম শিশুদের জন্য ভাতা প্রচলন; • দরিদ্র পরিবারের ৪ বছরের নিচে শিশুদের জন্য ভাতা প্রচলন; • ১৮ বছরের নিচে সকল প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য প্রতিবন্ধী ভাতা প্রচলন করা।	• ইসিইআর (Enabling Environment For Child Right) প্রকল্পের আওতায় শিশু কিশোরদের ২০০০ টাকা ভাতা প্রদান; • দরিদ্র শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা; • বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উদযাপন করা; • সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কার্যক্রম শীর্ষক কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষা উপকরণ প্রদান এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা; এবং • হরিজন শ্রেণির মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং শিশুদের লেখা-পড়া নিশ্চিতকরণ; • নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম এর আওতায় নির্যাতিত নারী ও শিশুকে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রদান; • নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সহায়তার জন্য ৯টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার, ৬০টি ওয়ান-ষ্টপ ক্রাইসিস সেল, ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার, ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফালিং ল্যাবরেটরি স্থাপন; • নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে ২৪ ঘন্টা সেবা
৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা: ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্যতম ভিশন হলো শিশুর উন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তার মত অত্যাবশকীয় সেবার সুযোগ সকল শিশুর জন্য সম্প্রসারণ করা।	

জাতীয় নীতিকৌশল ও বিবরণ/	কার্যক্রমসমূহ
৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিশু সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরুপ: ● সরকারি নীতিসমূহের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিশুদের অধিকার সুরক্ষা ও তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা; ● স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করা; ● সকল শিশুর জন্য প্রারম্ভিক যত্ন ও শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা; ● সকল শিশুর জন্য নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা; ● শিশুর সেবা প্রদানকারী ও মাতা-পিতাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা প্রদান; ● ঝুঁকির মুখে থাকা শিশুদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বিধান ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা; ● শিশুদের আর্দশ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা	প্রদানের জন্য টোল-ফ্রি হেল্প লাইন ১০৯ চালুকরণ; এবং ● নারী ও শিশুদের জন্য ১৫০ শয্যাবিশিষ্ট হৃদরোগ হাসপাতাল স্থাপন; এবং ● বাল্যবিবাহ, পাচার, যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধে উঠান বৈঠক, কর্মশালা, সভা সেমিনার আয়োজন।
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা: টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এসডিজি এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো জেন্ডার সমতা। এখানে ১৭টি লক্ষ্য মাত্রার বিপরীতে ১৬৯টি টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সকল লক্ষ্য মাত্রার মধ্যে বেশ কয়েকটিতে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট টার্গেট থাকলেও লক্ষ্য ৫ এর বিপরীতে জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও কন্যা শিশুদের ক্ষমতায়নে বিশেষভাবে টার্গেট নিধারণ করা হয়েছে। এ টার্গেটসমূহের অন্যতম হলোঃ ● সকল ক্ষেত্রে নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্য নিরসন; ● সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে পাচার, যৌন নিপীড়ন এবং সকল ধরনের শোষণসহ নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সব ধরনের সহিংসতা দূরীকরণ; ● সব ধরনের ক্ষতিকর চর্চা যেমন বাল্য বিবাহ, বয়সের পূর্বে বিবাহ ও জোরপূর্বক বিবাহ এবং নারীর প্রজনন অংগ হানির মত ক্ষতিকর বিষয়গুলো রহিতকরণ; ● জেন্ডার সমতা সম্প্রসারণে সর্বস্তরের নারী ও কন্যা শিশুর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সুষ্ঠু নীতি ও প্রয়োগযোগ্য আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন।	

৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গত ৩ বছরের

- বিগত ৩ বছরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৯ লক্ষ ৭৪ হাজার নারীকে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা হয়েছে;
- ৪ লক্ষ ৪০ হাজার কর্মজীবী নারীকে ল্যাকটেটিং ভাতা প্রদান করা হয়েছে;
- মোট ৯৩টি ডে-কেয়ার সেন্টার এর মাধ্যমে প্রায় ১০ হাজার ৬৯০জন শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে;
- ইইসিআর প্রকল্পের আওতায় ২০টি জেলায় ৯০ হাজার ঝুকিপূর্ণ শিশু ও কিশোরদের মাসিক মাথাপিছু আয় ২০০০ টাকা করে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে;
- কিশোর কিশোরীদের ক্ষমতায়নের জন্য ৫২৯টি ক্লাব পরিচালনা করা হয়েছে;
- শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশে সমন্বিত নীতি ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে;
- নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৩-২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। ডিএনএ আইন, ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৮ (খসড়া) এবং যৌতুক নিরোধ আইন (খসড়া) ২০১৭ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- শিশু উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৬৪টি জেলা অফিস ও ৬টি বিভাগের ৬টি উপজেলা অফিসের মাধ্যমে গত ৩ বছরে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রায় ৪০ লক্ষ শিশু অংশগ্রহণের সুবিধা পায়;
- প্রতি বছর ২৯টি বিষয়ে উপজেলা পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় শিশু পুরস্কার ও দলগত ৪টি বিষয়ে মৌসুমি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতি বছর প্রায় ৪ লক্ষ্যের অধিক শিশু এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রায় ৭৫ হাজার শিশুকে সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রাংকন, আবৃত্তি, গিটার, অভিনয়সহ মোট ১১টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;
- শিশুদেরকে অধিক হারে পাঠে মনযোগী করে তোলার লক্ষ্যে ৯৩টি শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে। শিশুদের জন্য একটি মাসিক ''শিশু'' পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। বছরে প্রায় ৪ লক্ষ শিশু লাইব্রেরিতে বই পড়ার সুযোগ লাভ করে এবং লাইব্রেরিভিত্তিক প্রতিযোগিতায় প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার শিশু অংশগ্রহণ করে;

- বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর উদ্যোগে ইতোমধ্যে ৫৬টি শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। যার মধ্যে ১৩টি শিশুতোষ চলচ্চিত্র সম্পূর্ণভাবে শিশুদের দ্বারা কাহিনি, চিত্রনাট্য, পরিচালিত, সম্পাদিত ও সঙ্গীতসহ নির্মিত হয়েছে। শিশুদের জন্য বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের উপর ভিত্তি করে ২৫ প্রকারের ৩,৫০,৫০০টি বই প্রকাশিত হয়েছে;
- শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি ২০১৩ অনুমোদিত হয়েছে;
- সারাদেশে ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের (আজিমপুর, কেরানীগঞ্জ, গাজীপুর, খুলনা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী) মাধ্যমে মোট ৭৫০ জন দুঃস্থ ও অসহায় শিশুকে সামাজিক সম্পৃক্ততাসহ শিশু অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সার্বক্ষনিক সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

৪.০ মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

সারণি- ৮ : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	বাজেট ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৭-১৮	সংশোধিত ২০১৬-১৭
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	৩৪.৯০	২৫.৭৬	২১.৭৩
পরিচালন বাজেট	২৯.৮১	২৩.১৮	২০.১৬
উন্নয়ন বাজেট	৫.০৯	২.৫৮	১.৫৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	১৩.৮৫	৯.২৪	৮.৩১
পরিচালন বাজেট	১৩.১৭	৮.৬৩	৭.৪৯
উন্নয়ন বাজেট	০.৬৮	০.৬১	০.৮২
জাতীয় বাজেট	**৪৬৪৬**	৪০০৩	৩১৭২
জিডিপি	২৫৩৭৮	২২২৩৬	১৯৫৬১
সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১৮.৩১	১৮.০০	১৬.২১
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.১৪	০.১২	০.১১
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.৭৫	০.৬৪	০.৬৯
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.০৫	০.০৪	০.০৪
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.৩০	০.২৩	০.২৬
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হারে)	**৩৯.৬৮**	৩৫.৮৭	৩৮.২৪

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ জিডিপির ০.১৪ শতাংশ যা ১০১৭-১৮ অর্থবছরে ছিল ০.১২ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের বাজেটের ৩৯.৬৮ শতাংশ হচ্ছে শিশু-কেন্দ্রিক, যা ২১৬-১৭ অর্থবছরে ছিল ৩৮.২৪ শতাংশ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩৫.৮৭ শতাংশ। এ মন্ত্রণালয় পরিচালন বাজেটের অধীনে শিশু কল্যাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

৫.০ উত্তম চর্চা

হবিগঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত শিশু মোহন মিয়া তুরস্কে গিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেছে তার নাচে। সে তুরস্ক গিয়েছিল বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর সাংস্কৃতিক দলের সঙ্গে। একাডেমীর ১৪ সদস্যের এই দলে মোহনই ছিল একমাত্র সুবিধাবঞ্চিত শিশু। তুরস্কের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন ও রেডিওগুলোর সংগঠন 'টি' আর' ৩৯তম আন্তজার্তিক শিশু উৎসবের আয়োজন করে। তাদের আমন্ত্রণে বাংলাদেশসহ ২৬টি দেশের শিশুরা অংশ নেয় এই উৎসবে। এ উৎসবে তারা সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে। এ নাচ তুরস্কের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয়, যা দর্শকদের মুগ্ধ করে। উৎসবে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশী শিশুদের তুরস্কের রাষ্ট্রপতি ট্যাবলেট পিসি ও প্রধানমন্ত্রী হাতঘড়ি উপহার দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি শিশুদের জন্য নৈশভোজের আয়োজন করেন। খুশিতে টগবগ মোহন মিয়া বলে "আমার হাতে এই ঘড়ি দেখছেন, তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী উপহার দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট দিয়েছেন এই ট্যাব। প্রেসিডেন্ট তো তার সঙ্গে খাওয়ার জন্য দাওয়াত (নৈশভোজ) দিয়েছিলেন। দেশটি খুব সুন্দর। মানুষ ও ভালো। আমি মোটামুটি ইংরেজি বলতে পারি। কিন্তু ও দেশের মানুষ ইংরেজি জানে না। খালি বলে মারহাবা, মারহাবা"।

মোহনমিয়ার বাবা মন্টু মিয়া মাছ বিক্রেতা। হবিগঞ্জের বাউসা ইউনিয়নে তাদের বাড়ি। প্রাথমিক স্কুল থেকেই ওর নাচের প্রতি খুব আগ্রহ। স্কুলেই নাচ শিখত। ২০১৪ সালে ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা তারায় তারায় দীপশিখা এর আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় নাচে প্রথম স্থান অধিকার করে মোহন। সেই শুরু। তারপর একের পর এক পুরস্কার। নৃত্যে জাতীয় পর্যায়ের পুরস্কারই পেয়েছে ১১ বার। বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর পুরস্কার, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, মার্কস অলরাউন্ডার, আমানউল্লাহ পদক আন্ত:প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকে পুরস্কার হিসেবে ২০ হাজার টাকা পেয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশনের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় বিচারক নাচ দেখে স্যালুটিই দিয়ে দিলেন। এভাবে তার পুরস্কার পাওয়ার তালিকা দিনে দিনে বেড়েই যাচ্ছে। আর তাদের ছোট্ট ঘরটি ভরে উঠেছে সোনার মেডেল, সনদ, কম্পিউটারসহ নানান পুরস্কারে। আর্ন্তজাতিক সাংস্কৃতিক দল বিনিময় কার্যক্রমের আওতায় জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সারাদেশের প্রতিযোগিদের মধ্য থেকে ১৪জনকে নির্বাচন করা হয়েছে। মোহন মিয়া অত্যন্ত প্রতিভাবান ছেলে। তার মত আরও অনেক মোহন মিয়া তৈরি করার জন্য কাজ করে চলেছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রাণলয়।

৬.০ শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ

- দ্রুত শিশু অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা;
- সকল জেলায় শিশু কমপ্লেক্স নির্মাণ নিশ্চিত করা;
- শিশু বাজেট তৈরির জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ;
- সকল থানা মার্কেট, শপিং কমপ্লেক্সে শিশু কর্ণার স্থাপন করা;
- প্রয়োজন অনুপাতে সকল জেলা এবং উপজেলায় সরকারিখাতে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা এবং বেসরকারি খাতে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র সৃষ্টি ও পরিচালনার জন্য সময়ানুগ আইনী কাঠামো সৃষ্টি।

৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনাসমূহ

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
২০১৮ ১৯ অর্থ বছরের পরিকল্পনাসমূহ	• ২০টি শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশ; • ৩৬ হাজার জন শিশুকে বিভিন্ন সময়ে সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ প্রদান; • লাইব্রেরি শক্তিশালীকরণের জন্য অটোমেশন ও ডিজিটাইজেশন (কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও ৬৪ জেলা) এর মাধমে শিশুদের বই পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা; • ৪৫০ দুঃস্থ শিশুকে শিশু বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে সুবিধা প্রদান; • ৩ লক্ষ জন শিশুর মনন, মেধা ও সাংস্কৃতিক বিকাশ; এবং • ২০টি ডে-কেয়ার সেন্টার এর মাধ্যমে ৪০০শিশুকে সেবা প্রদান।
মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনাসমূহ	• শিশুর প্রারম্ভিক ও যত্ন বিকাশে সমন্বিত নীতি বাস্তবায়ন; • গ্রামীণ শিশুদের সৃজনশীলতা বিকাশ প্রকল্পের মাধ্যমে নাচ, গান, আবৃত্তি, শুদ্ধভাবে জাতীয় সংগীত গাওয়া, হামদ-নাত, গ্রামীণ খেলা-ধুলার আয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান; • মহিলাদের গর্ভাবস্থায় থেকে শিশুর স্বাস্থ্য, চিকিৎসা সেবা, পুষ্টি, সুরক্ষা পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক যত্নসহ উদ্দীপনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশে সম্পৃক্ত সকল ধরনের সেবা প্রদানকারী সরকারি/বেসরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সম্পৃক্তকরণ।
দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা	• শিশু অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা; • সকল জেলায় শিশু কমপ্লেক্স নির্মাণ করা;

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
	• সকল জেলা উপজেলায় শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন; • সকল থানা এবং শপিং কমপ্লেক্স এ শিশু কর্ণার স্থাপন করা; এবং • মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দেয়া।

৮.০ উপসংহার ও ভবিষ্যত করণীয়

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশের বেশি হলো শিশু। এদের অনেকেই সুবিধা বঞ্চিত। সামাজিক প্রেক্ষাপটে বৈষম্য যাই হোক না কেন রাষ্ট্রের কাছে সব শিশুই সমান। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে দেশের ৬৪টি জেলায় শিশুর মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের লক্ষ্যে বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মাধ্যমে রচিত হচ্ছে আধুনিক মানব সম্পদ সৃষ্টির মজবুত ভীত। পরিপূর্ণ শিশু-বান্ধব সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে বিস্তর। এসব প্রতিকূলতাকে পাশ কাটিয়ে নির্যাতন ও সহিংসতা হতে শিশুদের রক্ষা এবং সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশকে শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ বিচরণ ক্ষেত্রে পরিনত করতে সামনে এগিয়ে যেতে চায়।

অধ্যায়-৭
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। অন্যান্য দুর্যোগের মত বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় এদেশের জনগণের জীবনমান এবং আর্থিক সামর্থের ওপর বিরূপ ও ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলে। এই প্রভাব সরাসরি শিশুদের ওপর গিয়ে পড়ে। এর ফলে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত শিশু অধিকার কনভেনশন, ১৯৮৯ বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়। দুর্যোগের প্রভাবে শিশুদের বেঁচে থাকার অধিকার, নিরাপত্তার অধিকার, বিশুদ্ধ পানি প্রাপ্তির অধিকার, খাদ্যের অধিকার, স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির অধিকার এবং শিক্ষার অধিকার ক্ষুণ্ন করে। এছাড়া গবেষণায় দেখা যায় দুর্যোগের প্রভাবে দারিদ্রতা বৃদ্ধি পায় এবং এর নেতিবাচক প্রভাবে নারী শিশুদের বাল্যবিবাহের সংখ্যাবৃদ্ধি পায়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়ের অভিলক্ষ্য (Mission) হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সার্বিক সক্ষমতা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে জনগণের বিশেষ করে দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা হ্রাস এবং বড় মাত্রার দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম একটি দক্ষ জরুরী সাড়াদান পদ্ধতি প্রণয়ন করা। এ অভিলক্ষ্যের অন্তর্নিহিত সুর "দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা হ্রাস"-এর মধ্যে শিশুদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ (৪) অনুচ্ছেদেও শিশুদের অধিকারের বিষয়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২-এর ২৭ ধারায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে সহায়তার ক্ষেত্রেও শিশুদের বিশেষভাবে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন দুর্যোগের ফলে মৃত্যুর হার বিবেচনায় নিলে দেখা যাবে বিভিন্ন প্রকার দুর্যোগে মহিলা ও শিশুদের মৃত্যুহার সবচেয়ে বেশি। এর কারণ মহিলা ও শিশুরাই সবচেয়ে বেশি দুর্বল ও সমাজে অবহেলিত জনগোষ্ঠি। সরকারের প্রতিশ্রুতিসমূহ সুষ্ঠু বাজেট প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের মাধ্যমেই নিশ্চিত করা যায়। জাতিসংঘের শিশু অধিকার বিষয়ক কনভেনশন অনুযায়ী শিশুদের কণ্ঠস্বর বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় ও স্থানীয় বাজেট প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পারলে শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমসমূহঃ

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
• জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১ তে দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে শিশুর সুরক্ষা বিষয় নিশ্চিত করা হয়েছে; • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ তে শিশু নীতিমালার এই অনুচ্ছেদকে আরও সুসংহত করা হয়েছে; • এই আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৫ প্রনীত হয়েছে।	• জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৫-এর আলোকেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বিদ্যমান শিক্ষা পাঠ্যক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ; • উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শাখার পাঠ্যক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করণের ব্যবস্থা গ্রহণ; • দেশের সকল স্কুল কলেজে বছরে কমপক্ষে একবার দুর্যোগ সম্পর্কিত বিশেষ করে অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প বিষয়ে মহড়া আয়োজন; • এছাড়া উপকূলীয় অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কিত মহড়ার আয়োজন; • শিশুদের শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বহুমাত্রিক আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ; • শিশুদের দুর্যোগ সম্পর্কে সঠিকভাবে পাঠদান করানোর লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ; • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ‘নবযাত্রা’ প্রকল্পের মাধ্যমে অপুষ্টি নিরসনে ল্যাকটেটিং মা/শিশুদের খাদ্য নিরাপত্তামূলক সহায়তা প্রদান কার্যক্রম পরিচালন; • কাবিখা/টিআর কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ জনপদে সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকা বিদ্যুতের আওতায় আনা এবং শিশুদের পড়ালেখায় উৎসাহিতকরণ; • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সকল সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে শিশুদের বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান।

৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গত তিন বছরের অর্জন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বিগত ৩ বছরে শিশুদের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের ফলে দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বিগত তিন বছরে শিশুদের জন্য যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার বিবরণ নিম্ন উল্লেখ করা হলোঃ

ক. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত 'নবযাত্রা' প্রকল্পের মাধ্যমে অপুষ্টি নিরসনে ল্যাকটেটিং মা/শিশুদের খাদ্য নিরাপত্তামূলক সহায়তা প্রদান করে আসছে। এ প্রকল্পে বিগত তিন বছরে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২০০.০০ কোটি, ১৫৫.০০ কোটি এবং ১১৫.০০ কোটি টাকা।

খ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি কাবিখা/টিআর এর মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার করে থাকে। প্রতি বছর এ খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়। এদু'টি কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ জনপদে সোলার প্যানেলের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়। সোলার প্যানেল গ্রামীণ জনপদে বিদ্যুতের চাহিদা পূরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিদ্যুৎ প্রাপ্তির নিশ্চয়তার ফলে গ্রামীণ জনপদে বসবাসরত শিশুদের শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিগত ৩ বছরে এখাত দু'টির মাধ্যমে সোলার প্যানেলে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪০৪.৮৭ কোটি টাকা, ১১৩৯.০০ কোটি টাকা ১১৫২.০০ কোটি টাকা।

গ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বহুমাত্রিক বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে একদিকে যেমন দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে অন্যদিকে আশ্রয়কেন্দ্র বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় শিশুদের শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রাখছে। বিগত ৩ বছরে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১১৯.০০ কোটি টাকা, ১১০.০০ কোটি টাকা, ১২৫.০০ কোটি টাকা।

ঘ. দেশের সকল স্কুল ও কলেজে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে দুর্যোগ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুর্যোগ সম্পর্কিত মহড়া অনুষ্ঠানের কার্যক্রম চালু আছে। বিগত ৩ বছরে দেশের প্রতিটি স্কুল ও কলেজে একবার করে এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের বরাদ্দ দিয়ে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ভবিষ্যতেও এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

ঙ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত সকল সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে শিশুদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। বিগত ৩ বছরে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে শিশুরা এই কর্মসূচির মাধ্যমে অধিকতর সুবিধা ভোগ করছে। আগামী বছরেও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া আগামী বছরে শিশু খাদ্য ক্রয় করার জন্য নতুন কোড সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ খাতে ৫০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৪.০ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

সারণি-৯: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	বাজেট ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৭-১৮	সংশোধিত ২০১৬-১৭
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	৯৬.৫৯	৮৮.৫৩	৮৯.৪৭
পরিচালন বাজেট	৬১.৬৩	৫৮.৬৭	৫৪.৮০
উন্নয়ন বাজেট	৩৪.৯৬	২৯.৮৬	৩৪.৬৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	২৯.৫৫	২৪.৭১	২৫.৮৮
পরিচালন বাজেট	১৮.৬০	১৬.৩১	১৫.৪৭
উন্নয়ন বাজেট	১০.৯৬	৮.৪০	১০.৪১
জাতীয় বাজেট	**৪৬৪৬**	৪০০৩	৩১৭২
জিডিপি	২৫৩৭৮	২২২৩৬	১৯৫৬১
জাতীয় বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১৮.৩১	১৮.০০	১৬.২১
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.৩৮১	০.৪০	০.৪৬
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	২.০৭৯	২.২১	২.৮২
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.১১৬	০.১১	০.১৩
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.৬৩৬	০.৬২	০.৮২
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হারে)	**৩০.৬০**	২৭.৯১	২৮.৯৩

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

শিশুদের সুরক্ষার অধিকার ও বেঁচে থাকার অধিকারের সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস, দুর্যোগের সময় উদ্ধার অভিযান সমন্বয়, ক্ষতিগ্রস্থ

জনসংখ্যার জন্য মানবিক সহায়তা প্রদান, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন ইত্যাদি কর্মকান্ডগুলোর সম্পৃক্ততা রয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এই মন্ত্রণালয়ের বাজেটের ৩০.৬০ শতাংশ শিশু-কেন্দ্রিক যা ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ২৮.৯৩ এবং ২৭.৯১ শতাংশ।

৫.০ উত্তম চর্চা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তথা শিশু-কিশোরদের মধ্যে দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সাড়াদান সক্ষমতা সৃষ্টি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বিশেষ করে জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ও আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসে এসব কার্যক্রম পরিচালিত হয়। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৫ তে এজাতীয় মহড়া করার নির্দেশনা আছে। এ কার্যক্রমের মূল উদ্দ্যেশ্য হলো:

ক. বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তথা শিশু-কিশোরদেরকে দুর্যোগ সম্পর্কে সচেতন করা;

খ. বিদ্যালয়গুলোর দুর্যোগ সাড়াদান সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

গ. দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির পাশাপাশি স্কুল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা এবং এর মাধ্যমে স্কুলসমূহে নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য উদ্বুদ্ধ করা;

ঘ. দুর্যোগ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মোকাবেলায় সক্ষম ভবিষ্যত প্রজন্ম গড়ে তোলা।

কর্ম এলাকা: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স এবং সিপিপি এর স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে দেশের সকল স্কুলে শিশুদের দুর্যোগ সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রস্তুতির বিষয়ে এসব মহড়া পরিচালনা করে থাকে। সিপিপি কর্তৃক প্রাথমিকভাবে উপকূলীয় ও নদী তীরবর্তী ১৯টি জেলার ৫০টি উপজেলার একটি করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এমহড়ার মূল কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

ক. ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, বজ্রপাত, পাহাড়/ভূমিধ্বস দুর্যোগসমূহ সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা প্রদান;

খ. ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, বজ্রপাত, অগ্নিকান্ড বিষয়ক বহুমাত্রিক দুর্যোগ প্রস্তুতি মহড়া; এবং

গ. বিদ্যালয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন এবং কমিটির সদস্যদের মহড়ায় অংশগ্রহণ করানো।

অংশগ্রহণকারী: (১) স্কুলের সকল ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক; (২)স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, সামাজিক নেতৃবৃন্দ; (৩) সরকারি কর্মচারি; (৪) সিপিপি এবং (৫) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স।

প্রত্যাশিত ফল:

- শিক্ষার্থী শিশু-কিশোরগণ ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, বজ্রপাত, ভূমিধ্বস, অগ্নিকান্ড মোকাবেলায় প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন এবং সাড়াদানে সক্ষম হয়ে উঠবে।
- শিশু-কিশোরগণ তাদের লব্ধজ্ঞান অভিভাবক ও প্রতিবেশীগণের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
- শিশু-কিশোরগণের মাঝে স্বেচ্ছাসেবার ধারণা জাগ্রত হবে।
- দেশে সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সংস্কৃতি গড়ে উঠবে।

- বিদ্যালয়গুলোতে দুর্যোগ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে নিরাপদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

  প্রাথমিক অভিজ্ঞতাঃ গত ৩ আগস্ট ২০১৭ তারিখে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার টেকনাফ মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি পাইলট কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছে যার স্থিরচিত্র নিম্নে দেয়া হলো:

৬.০ শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সার্বিক সক্ষমতা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে জনগণের বিশেষ করে দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠির ঝুঁকিহ্রাস এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম একটি দক্ষ জরুরী সাড়াদান পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা। সরকারের এলোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দেশের আপামর জনগণের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং জরুরী সাড়াদান পদ্ধতি প্রণয়নসহ জরুরী সাহায্য এবং পুনর্বাসন সম্পর্কিত সার্বিক কাজ পরিচালনা করা। এ থেকে বোঝা যায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কোন বিশেষ শ্রেণি বা গোষ্ঠী নিয়ে কাজ করে না। এ মন্ত্রণালয়ের কাজ হলো দুর্যোগ ঝুঁকি কবলিত মানুষের জন্য কাজ করা। এর মধ্যে সকল বয়সের মানুষই অন্তর্ভুক্ত আছে।

শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ

ক. মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহ এককভাবে শিশুকেন্দ্রিক বা পূর্ণাঙ্গভাবে শুধুমাত্র শিশুদের কথা বিবেচনা করে নির্ধারণ করা;

খ. শিশুকেন্দ্রিক বাজেট বরাদ্দের জন্য শিশুদের চাহিদার সুনির্দিষ্ট এ্যাসেসমেন্ট করা;

গ. মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় খাদ্য সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে শিশু পুষ্টির বিষয়টি বিবেচনা করা ।

৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনাসমূহ

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
২০১৮-১৯ অর্থবছরের পরিকল্পনা	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত বহুমুখী বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে আগামি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫৮৬.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এসকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে শিশুদের শিক্ষা বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। • ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দুর্যোগকালীণ শিশু-খাদ্য নিশ্চিতকরণের জন্য পৃথক কোড সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে এবং ৫০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত 'নবযাত্রা' প্রকল্পের মাধ্যমে অপুষ্টি নিরসনে ল্যাকটেটিং মা/শিশুদের খাদ্য নিরাপত্তামূলক সহায়তা প্রদান প্রকল্পে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১১০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। যার ফলে শিশুদের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। • কাবিখা/টিআর কর্মসূচিতে সোলার প্যানেল স্থাপনের বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচিসমূহে বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে ফলে এর আওতায় সোলার প্যানেল স্থাপনের কার্যক্রমও বৃদ্ধি পাবে এবং শিশুদের লেখাপড়ার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।
মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা	ভবিষ্যতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহে শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিত করে প্রকল্প দলিলে পৃথক অনুচ্ছেদ সংযোজনসহ শিশুদের জন্য বরাদ্দের ব্যবস্থা করা।
দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভবিষ্যতে প্রণীত দুর্যোগ মোকাবেলা সংক্রান্ত যে কোন নীতি, গাইডলাইনে শিশুদের জন্য পৃথক অনুচ্ছেদ সংযোজন করা।

৮.০ উপসংহার ও ভবিষ্যৎ করণীয়

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। শিশুদের অধিকার সুরক্ষা ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমেই একটি জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা যায়। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ আর্থ সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে। এই আর্থ-সামাজিক সূচকের অন্যতম হলো মানব সম্পদ সূচক (Human Assets Index) যা পুষ্টি, স্বাস্থ্য, মৃত্যুহার, স্কুলে ভর্তি ও শিক্ষার হারের সমন্বয়ে তৈরি হয়। এ সূচকের ধারাবাহিক অগ্রগতির

উপরই নির্ভর করে দেশের উন্নয়ন। প্রাকৃতিক ও অন্যান্য যেকোন দুর্যোগের আঘাত এ উন্নয়নকে পিছিয়ে দিতে পারে। মানব সম্পদ সূচকের অন্যতম অংশীজন হলো এদেশের শিশু। এদের সার্বিক কল্যাণের উপর দেশের উন্নয়ন নির্ভর করে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বেশকিছু উন্নয়ন প্রকল্প এবং কর্মসূচি শিশুবান্ধব। ভবিষ্যতেও এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়।

অধ্যায়-৮
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশব্যাপী সমাজের পিছিয়ে পড়া, অনগ্রসর অংশ, অনাথ, দুঃস্থ, নিরাশ্রয়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও সুবিধাবঞ্চিত, ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের সামাজিক সুরক্ষা, কল্যাণ ও উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেটের অধীনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু-কেন্দ্রিক প্রকল্প ও কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সমাজসেবা অধিদফতর, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্ট, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্টের মাধ্যমে এ মান্ত্রণালয় শিশুদের উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছে। সরকারি শিশু পরিবার, ছোট মনি নিবাস, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, সরকারি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি, বেসরকারি এতিমখানায় আর্থিক সহায়তা, বেসরকারি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে আর্থিক সহায়তা, শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র পরিচালনা, বালিকা শিশুদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, শিশু আইন বাস্তবায়ন, শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট স্থাপন এসকল কর্মসূচির সুবিধাভোগী সরাসরি শিশু। এছাড়াও, মন্ত্রণালয় হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিশুদের উপবৃত্তি প্রদান, চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন, ক্যান্সার, কিডনি লিভার সিরোসিস, জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা, প্রতিবন্ধী ভাতা ইত্যাদি কার্যক্রমেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু উপকৃত হয়ে থাকে। শিশুদের উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্পও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করে থাকে। মূলতঃ সুবিধাবঞ্চিত শিশু, আইনের সাথে সংঘর্ষে আসা শিশু, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু, প্রতিবন্ধী শিশু ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী শিশুরা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মূল সেবা গ্রহীতা।

২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি-কৌশলসমূহ ও সে আলোকে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের সার সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হল:

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
শিশু আইন, ২০১৩: জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়নের জন্য ২০১৩ সালে শিশু আইন	• শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র • মহিলা ও শিশুদের নিরাপদ হেফাজত;

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
প্রণয়ন করা হয়। এ আইনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হল প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ; জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিশু কল্যাণ বোর্ড গঠন; সকল থানায় শিশু সংশ্লিষ্ট ডেস্ক স্থাপন; শিশু আদালত প্রতিষ্ঠা; শিশুদের জন্য শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি। শিশুদের সুরক্ষার পাশাপাশি এ আইনে সুবিধাবঞ্চিত ও ঝুঁকির মুখে থাকা শিশুদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সেবা এবং বিকল্প যত্নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।	• জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিশু কল্যাণ বোর্ড; • আইনের সাথে সংঘর্ষে আসা বা আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের বিকল্প ব্যবস্থাপনা; • কারাগারে আটক শিশুদের মুক্তির লক্ষ্যে গঠিত টাস্ক ফোর্স;
প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩: রাষ্ট্রের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী অধিকার সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে দায়িত্ব হতে ২০১৩ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইনে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতা যেমন, বাক প্রতিবন্ধীতা, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীতা, শ্রবণ প্রতিবন্ধীতা, বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতাসহ সকল শিশুর উন্নয়ন ও সামাজিক মর্যাদা রক্ষার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	• শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট কার্যক্রম; • সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়; • সরকারি বাক শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়; • মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান; • সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম; • বেসরকারি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন; • শারিরীক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (পিএইচটিসি); • এতিম ও প্রতিবন্ধী শিশুদের কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; • ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত প্রয়াস এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ; • দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ এবং সম্প্রসারণ (বালিকা-৬ ইউনিট, বালক-৫ ইউনিট এবং সম্প্রসারণ-২০ ইউনিট স্থাপন।
জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতিমালা ২০০৫: সরকার ২০০৫ সালে জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতিমালা প্রণয়ন করে, যার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হল সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও ঝুঁকির মুখে থাকা পথশিশু, এতিম ও প্রতিবন্ধী শিশুদের সুরক্ষা প্রদান ও তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা। এ	• সরকারি শিশু পরিবার; • ছোটমনি নিবাস; • দিবাকালীন শিশু যত্নকেন্দ্র;

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
নীতিমালার আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে এসব অবহেলিত শিশুদের জীবনমান উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	• দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র; • শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র; • চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রোটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) ফেইজ-২ প্রকল্প।
জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্র (NSSS): ২০১৫ সালে সরকার জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্র প্রণয়ন করে যার মূল উদ্দেশ্য হল দারিদ্র ও ঝুঁকির মুখে থাকা জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় নিয়ে আসা। কৌশলপত্রটি রাষ্ট্রের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এ কৌশলপত্রের দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য হল সকল নাগরিকের জন্য একটি সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে সকলের জন্য একটি ন্যুনতম আয়ের নিশ্চয়তা বিধান করা যায় এবং সংকটকালীন সময়ে যাতে কেউ দারিদ্রসীমার নিচে রয়ে না যায়। এটি জীবন চক্রের সকল অবস্থার ঝুঁকি নিরসনে কাজ করবে; গর্ভকালীন সময় হতে শিশুকাল হয়ে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত। একৌশলপত্রের আওতায় আগামী পাঁচ বছরের উদ্দেশ্য হল সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের সামাজিক সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলোকে আরো জোরদার করা, যাতে চরম দারিদ্র ও ঝুঁকির মধ্যে থাকা জনগোষ্ঠীকে আরো কার্যকরভাবে সুরক্ষা দেয়া যায়।	• প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি; • প্রতিবন্ধী ভাতা; • বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্রান্ট; • হিজড়া শিশুদের শিক্ষা উপবৃত্তি; • বেদে ও অনগ্রসর শিশুদের শিক্ষা উপবৃত্তি;
৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা: ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল শিশুর উন্নয়ন ও শিশু অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে দেশের সকল শিশুর নিরাপত্তা বিধান, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, পুষ্টি ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা। একাজে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহকে চিহ্নিত করেছেঃ • অসহায় শিশুদের সরকারি ব্যবস্থাপনায় সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান করা	• ওয়াজেদা কুদ্দুস প্রবীণ নিবাস এবং পশ্চাৎপদ কিশোর-কিশোরীদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন; • আমাদের বাড়ী: সমন্বিত প্রবীণ ও শিশু নিবাস; • বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়ন; • এস্টাবলিশমেন্ট অব জালালউদ্দিন

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
• প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিরাপত্তা বিধান করা ও তাদের উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা • শিশুসহ সকলের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করা।	আহমেদ ফাউন্ডেশন কমিউনিটি বেইজড ডেসটিটিউট মাদার, চাইল্ড এন্ড ডায়াবেটিক হসপিটাল।
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs): SDGs লক্ষ্যমাত্রাসমূহের মন্ত্রণালয়ভিত্তিক ম্যাপিং সম্পন্ন হয়েছে। অর্থ্যাৎ কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কোন কোন লক্ষ্যমাত্রার ক্ষেত্রে লীড এবং এ্যাসোসিয়েট সেসকল লক্ষ্যমাত্রার ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা নিম্নরূপভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় গোল ৫-এর লক্ষ্য ৫.৪-এ লিড মিনিস্ট্রি এবং গোল ৪-এর লক্ষ্য ৪.৫ এবং ৪এ-এর কো-লিড মিনিষ্ট্রি; এছাড়াও এ মন্ত্রণালয় ২৪টি লক্ষ্য অর্জনে সহযোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করছে। Data Gap Analysis সম্পন্ন হয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের Action Plan প্রস্তুত করা হয়েছে।	• সরকারি শিশু পরিবার; • ছোটমনি নিবাস; • দিবাকালীন শিশু যত্নকেন্দ্র; • দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র; • শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র; • চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রোটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) ফেইজ-২ প্রকল্প।

৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গত তিন বছরের অর্জন

বিগত তিন বছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে শিশু সুরক্ষায় বিভিন্ন নতুন কর্মসূচি ও প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যমান কার্যক্রমসূহ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়াবলী হলো, ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারের মধ্যে ২২টি শিশু পরিবারে নতুন ডরমেটরি ভবন নির্মান সম্পন্ন হয়েছে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ৩৭টি হোস্টেল নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, ৩১টি হোস্টেল নির্মানের জন্য নতুন প্রকল্প চালু হয়েছে। অটিস্টিক শিশুদের জন্য 'প্রয়াস' নামে বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে ৩টি নতুন বিদ্যালয় নির্মান সম্পন্ন হয়েছে, এবং ২টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। বেসরকারি এতিমখানাসমূহের অনুদানের আওতা ৬২ হাজার জন থেকে বৃদ্ধি করে ৮৬ হাজার ৪ শত জনে উন্নীত করা হয়েছে। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। নতুন ১টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইউনিসেফ সহায়তাপ্রাপ্ত চাইল্ড সেনসেটিভ সোস্যাল প্রোটেকশন ইন বাংলাদেশ শীর্ষক প্রকল্পটির সফল সমাপ্তির পর প্রকল্পটি ২য় পর্যায় ৫ বছরের জন্য সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পথশিশুদের সুরক্ষার জন্য ১৩টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা উপবৃত্তি ৫০ হাজার জন থেকে বৃদ্ধি করে ৮০ হাজার জনে উন্নীত করা হয়েছে। শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট স্থাপনের জন্য বাজেট ১০

কোটি থেকে ২০ কোটিতে উন্নীত করা হয়েছে। ৩৯,৮৪১ জন রোহিঙ্গা এতিম শিশুদের তালিকা করা হয়েছে তন্মধ্যে ৯০০০ শিশুকে ইউনিসেফ, বাংলাদেশ কর্তৃক মাসিক ২০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

৪.০ মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

সারণি-১০: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	বাজেট ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৭-১৮	সংশোধিত ২০১৬-১৭
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	৫৫.৯৩	৪৮.৩৪	৪১.৪০
পরিচালন বাজেট	৫৩.৩৯	৪৬.২৬	৪০.০৫
উন্নয়ন বাজেট	২.৫৪	২.০৮	১.৩৫
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	১৪.০৮	১০.৪২	৮.৫৭
পরিচালন বাজেট	১৩.৬৮	৯.২৮	৭.৭০
উন্নয়ন বাজেট	০.৪০	১.১৪	০.৮৭
জাতীয় বাজেট	**৪৬৪৬**	৪০০৩	৩১৭২
জিডিপি	২৫,৩৭৮	২২২৩৬	১৯৫৬১
সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১৮.৩১	১৮.০০	১৬.২১
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.২২	০.২২	০.২১
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	১.২০	১.২১	১.৩১
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.০৬	০.০৫	০.০৪
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.৩০	০.২৬	০.২৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হারে)	**২৫.১৭**	২১.৫৬	২০.৭০

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হচ্ছে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল বাস্তবায়নে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলির মধ্যে একটি, যা নানাভাবে শিশু কল্যাণে অবদান রাখছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট বরাদ্দ হবে জিডিপি'র ০.২২ শতাংশ, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরেও একই ছিল। এর মধ্যে, শিশু-সংবেদনশীল কার্যক্রমে ব্যয় হবে মোট বাজেটের ২৫.১৭ শতাংশ, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ছিল ২১.৫৬ শতাংশ ।

৫.০ উত্তম চর্চা

সংগ্রামী মোবারক

তার স্বপ্ন সত্য হতে চলেছে। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক মোবারকের জন্য খুলে গেছে, তাকে হাতছানি দিয়ে বলছে: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমাকে স্বাগতম!

দুঃখ ও সংগ্রামের জীবন মোবারকের । ২০০২ সালে সে বাবাকে হারায়। এরপর থেকে মা ও ছোট ভাইকে নিয়ে তিনজনের সংসার তাদের। ২০০৭ সালে তার ছোট ভাইকে সে নিজে নিয়ে এসে গাজীপুরের দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুর্নবাসন কেন্দ্রে ভর্তি করায়, তখন সে ওই প্রতিষ্ঠানের ৪র্থ শ্রেণির ছাত্র। পুর্নবাসন কেন্দ্রের বড় স্যারকে অনুরোধ করলে তিনি সহজেই রাজি হয়ে যান ও ভাইকে প্রতিষ্ঠানে আবাসিক ছাত্র হিসাবে ভর্তি করে নেন। তার পর থেকে দুই ভাই একসঙ্গে থাকা, ঘুম, খেলাধুলা, পড়াশুনা। ২০১৬ সালে কোনাবাড়ী একটি বেসরকারি কলেজ থেকে জিপিএ ৫ পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ। আর এসব কিছুই সম্ভব হয়েছে দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুর্নবাসন কেন্দ্র, কোনাবাড়ীতে ২০০৩ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত আবাসিক ছাত্র হিসাবে বিনামূল্যে থাকা খাওয়া, ভরণপোষণ ও লেখাপড়ার যাবতীয় খরচ বহন করার জন্য।

বাবা মারা যাওয়ার পর মা প্রথমে অন্যের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করতো। নিদারুন দুঃখ কষ্টে কাটতো তাদের দিন। এই অবস্থা দেখে একজন পরামর্শ দিল মোবারককে দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুর্নবাসন কেন্দ্রে ভর্তির। শুরু হলো নতুন জীবন, যার সফল পরিণতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাওয়া।

এরপর মোবারক ও তার মায়ের জন্য একটা অন্যরকম দিন আসে। গাজীপুর দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুর্নবাসন কেন্দ্র থেকে জরুরি খবর আসে, মাকে সঙ্গে নিয়ে কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য। দ্বিধাগ্রস্থ অবস্থায় মোবারকের মা প্রতিষ্ঠানে এসে দেখেন সেখানে কেমন যেন উৎসব উৎসব ভাব, মাঠের এক পাশে সারিবদ্ধ অনেক চেয়ার, সামনে প্রতিষ্ঠানের সকল শিশু, মাঝখানের চেয়ারে বসা কেন্দ্রের সহকারি পরিচালক, তার পাশে ২টি চেয়ার ফাঁকা, সেখানে তিনি তাদের দুজনকে বসতে বললেন। মা সহ মোবারক ইতস্তত বোধ করছিল, তিনি জোর করে, মাকে সম্মান দেখিয়ে তাদের পাশে বসালেন। বললেন, আজকের এই আয়োজন মোবারকের মায়ের জন্য, প্রতিষ্ঠানের সকল শিশুদের মা মোবারকের মায়ের মতো রত্ন গর্ভা হবে, প্রতিটি মাকে আমরা এভাবে সংবর্ধনা দেব-এ প্রত্যাশা করি। মোবারক তার অনুভুতির কথা বলে, সকল শিশুদের নতুন করে স্বপ্ন দেখতে উদ্বুদ্ধ করে, মায়ের অবদান, ত্যাগকে বর্ণনা করে শোনায়, সকল শিশু মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনে, অন্যদিকে মায়ের চোখ দিয়ে অশ্রুর ঝর্ণা বয়ে যায়। উপস্থিত সকলেই বাকরুদ্ধ হয়ে যান।

সমাজসেবা অধিদপ্তরে প্রতিপালিত প্রতিটি শিশু তার মা-বাবার স্বপ্ন পূরণ করবে-এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানা হয়।

৬.০ শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ

শিশু কল্যাণ নিশ্চিতকরণে **সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ**:

- **শিশুদের উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সনদ, নীতি, আইন, বিধি বা কর্মপরিকল্পনার আলোকে মন্ত্রণালয়ের শিশু বিষয়ক সমন্বিত পৃথক কোন কর্মপরিকল্পনার অভাব;**
- **শিশুকেন্দ্রিক বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা বা পদ্ধতির অভাব;**
- **শিশুদের উন্নয়নে বা তাদের পরিপূর্ণ বিকাশে আর্থিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব- এ ধরনের বিশেষায়িত কোন গবেষণা কর্মের অভাব;**
- **শিশু বাজেট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব;**
- **শিশুদের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নকারী ও গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নকারীগণের সঠিক প্রশিক্ষণ ও সচেতনতার অভাব;**
- **শিশুদের সাথে আচরণ সংক্রান্ত একটি সুনির্দিষ্ট সর্বজনিন বিধিমালা বা** Code of Conduct **এর অভাব;**
- **শিশু বাজেট বা শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ড পৃতক ডকুমেন্টশন ব্যবস্থাপনার অভাব;**
- **শিশু বাজেট বা শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কীত স্টেকহোল্ডারগণের সাথে সমন্বয়হীনতা;**

৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনাসমূহ
২০১৮-১৯ অর্থবছরের পরিকল্পনা	• বেসরকারি এতিমখানার ৮৬ হাজার ৪০০ শিশুকে মাসিক ১০০০ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান; • ৮৬ হাজার ৫০০ প্রতিবন্ধী শিশু, ১৩ হাজার হিজড়া শিশু, ১৪ হাজার বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিশুকে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান; • ১৬ হাজার এতিম ও দুস্থ শিশুকে সরকারি শিশু পরিবারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রতিপালন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান; • ৯৫০ জন আইনের সাথে সংঘর্ষে আসা ও আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুর উন্নয়ন;

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনাসমূহ
	• **শিশুকেন্দ্রিক বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের জন্য ডিসেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা জারী;** • **শিশুদের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নকারী ও গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নকারীগণের সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০০ জন কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও ৪টি কর্মশালার আয়োজন;** • চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রোটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) ফেইজ-২, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ এবং সম্প্রসারণ (বালিকা-৬ ইউনিট, বালক-৫ ইউনিট এবং সম্প্রসারণ-২০ ইউনিট স্থাপন এবং ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত প্রয়াস এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ শীর্ষক শিশু উন্নয়নে সরাসরি অবদান রাখাবে এমন ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন; • ওয়াজেদা কুদ্দুস প্রবীণ নিবাস এবং পশ্চাৎপদ কিশোর-কিশোরীদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, আমাদের বাড়ী: সমন্বিত প্রবীণ ও শিশু নিবাস, বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়ন ও এস্টাবলিশমেন্ট অব জালালউদ্দিন আহমেদ ফাউন্ডেশন কমিউনিটি বেইজড ডেসটিটিউট মাদার, চাইল্ড এন্ড ডায়াবেটিক হসপিটাল-শীর্ষক শিশু উন্নয়নে পরোক্ষবাবে অবদান রাখাবে এমন ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন।
মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা	• **শিশুদের জন্য গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ সম্প্রসারণ;** • **শিশুদের উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সনদ, নীতি, আইন, বিধি বা কর্মপরিকল্পনার আলোকে মন্ত্রণালয়ের শিশু বিষয়ক সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;** • **শিশুদের উন্নয়নে বা তাদের পরিপূর্ণ বিকাশে কাঙ্খিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে গবেষণা করা;** • **শিশু বাজেট বা শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ড পৃথক ডকুমেন্টশনকরণ;** • এস্টাবলিশমেন্ট অব জয়পুরহাট চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, পিএইচটি সেন্টার এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারেন চট্টগ্রাম এবং খুলনা, সরকারি শিশু পরিবার ও ছোট মনি নিবাস এর হোস্টেল পুন:নির্মাণ, দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পুন নির্মাণ, কোনাবাড়ী, গাজীপুর, মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান (৭টি) স্থাপন, এস্টাবলিশমেন্ট অব চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার ইন ৬ (সিক্স) ডিভিশন, এস্টাবলিশমেন্ট অব প্রয়াস এট সিলেট, ঘাটাইল, রংপুর, বগুড়া ক্যান্টমেন্ট, এস্টাবলিশমেন্ট অব ট্রেনিং এন্ড রিহেবিলিটেশান

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনাসমূহ
	সেন্টার ফর দ্যা ডিসটিটিউট চিলড্রেন এট ভেড়ামাড়া, কুষ্টিয়া, সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের স্কুল ভবন ও হোস্টেল ভবন নির্মাণ, বরিশাল শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ।
দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা	• **শিশু বাজেট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবপূরণ**; • **শিশুদের সাথে আচরণ সংক্রান্ত একটি সুনির্দিষ্ট সর্বজনিন বিধিমালা বা** Code of Conduct **প্রস্তুত**; • **শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কীত স্টেকহোল্ডারগণের সাথে সমন্বয় বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ**; • আসর মা ও শিশু হাসপাতাল, শেরপুর, করিমপুর নুরজাহান সামসুন্নাহার মা ও শিশু বিশেষায়িত হাসপাতাল, ঝালকাঠি জেলার ৪ (চার) উপজেলায় নিরাপদ মাতৃত্ব কার্যক্রম প্রকল্প, কন্সট্রাকশন অব হোস্টেল ফর দ্যা সুলতানা শিশু নিলয়, সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুরে ফজলুল হক প্রবীণ নিবাস (থেরাপী সেন্টারসহ) এবং অনগ্রসর কিশোর-কিশোরীদের জন্য বৃত্তিমূলক কেন্দ্র নির্মাণ, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রতিবন্ধী শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন কার্যক্রম প্রকল্প (২টি কেন্দ্র) নির্মাণ, সরকারি শিশু পরিবারের নিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের জন্য পেশাভিত্তিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, শহীদ এটিএম জাফর আলম দরিদ্র অবহেলিত জ্যেষ্ঠ নাগরিক এর স্বাস্থ্যসেবাসমূহ আবাসিক কেন্দ্র এবং অবহেলিত দরিদ্র কিশোর-কিশোরীদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ।

৮.০ উপসংহার ও ভবিষ্যৎ করণীয়

আগামীর শিশুদের জন্য চাই উপযুক্ত বাসযোগ্য পরিবেশ। আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে শিশুদের গড়ে তোলার জন্য সচেতন হওয়া আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব। এজন্য দরকার শিশুদের প্রতি দয়া, মমতা, ভালবাসা, যত্ন ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার। **সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়**রে গৃহীত কার্যক্রমসূহের মাধ্যমে **সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও প্রতিবন্ধী শিশুদের** জীবনমান উন্নীত হবে, **আগামীর উন্নত বাংলাদেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে** উঠবে তারা। বাংলাদেশের প্রতিটি শিশু পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হোক, আমাদের শিশুরা গড়ে উঠুক বিশ্বের এক উজ্জ্বল কর্ণধার হিসেবে এটাই আমাদের কাম্য।

অধ্যায়-৯
স্থানীয় সরকার বিভাগ

১.০ ভূমিকা

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার একটি অন্যতম লক্ষ্য হলো বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিস্কাশন ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। বিভিন্ন গবেষণায়, পানি বাহিত রোগ দেশের অন্যতম স্বাস্থ্য ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। নিরাপদ সুপেয় পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা শিশুর বেঁচে থাকার অধিকারের গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ এবং এ কাজগুলো বহুলাংশে স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মপরিধিভুক্ত। এ কারণে, স্থানীয় সরকার বিভাগ বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিস্কাশন ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, শিশু ও গর্ভবর্তী মা'দের স্যানিটেশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় পর্যায়ে মশক নিধন, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ড্রেনেজ অবকাঠামো উন্নয়ন, শিশু পার্ক নির্মাণ, পরিচ্ছন্ন নগর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এসকল কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগ দেশের আপামর জনসাধারণের সাথে সাথে শিশুদের জীবনমান উন্নয়নেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান রাখছে। পাশাপাশি, জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম দেশের বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে, যা শিশুদের অংশগ্রহণের অধিকারের সাথে সম্পর্কিত। এ প্রেক্ষাপটে, শিশু-সংবেদনশীল বাজেট আলোচনায় স্থানীয় সরকার বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম।

২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

জাতীয় নীতিকৌশল ও বিবরণ/	কার্যক্রমসমূহ
জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫: এ নীতির মূল লক্ষ্য হলো জীবন চক্রের প্রতিটি পর্যায়ে পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, গর্ভবতী ও প্রসূতি মা'দের জন্য উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিত করা, কিশোর কিশোরীদের জন্য নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা।	• অন্তঃসত্ত্বা নারীদের অন্তঃসত্ত্বাকালীন অবস্থায় ৪ বার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রতিবার ২০০ টাকা হারে নগদ অর্থ প্রদান; • ০-২৪ মাস বয়সী শিশুদের প্রতি মাসে ওজন ও উচ্চতা (GMP) পরিমাপের জন্য প্রতিবার ৫০০ টাকা হারে অর্থ প্রদান; • ২-৫ বছর বয়সী শিশুদের ৩(তিন) মাস অন্তর ওজন ও উচ্চতা (GMP) পরিমাপের জন্য প্রতিবার ১০০০ টাকা হারে অর্থ প্রদান; • অন্তঃসত্ত্বা নারী এবং ০-৫ বছর বয়সের শিশুদের মায়েদের জন্য প্রতি মাসে শিশু-পুষ্টি ও মনোদৈহিক বিকাশ সংক্রান্ত (CNCD) শিক্ষামূলক কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য প্রতিবার ৫০০ টাকা হারে

জাতীয় নীতিকৌশল ও বিবরণ/	কার্যক্রমসমূহ
	অর্থ প্রদান ; • ইউনিয়ন পরিষদে সেফটি নেট সেল (SNC) স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি; • মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা (ANC এবং GMP) প্রদান ও পুষ্টি-সচেতনতা বৃদ্ধিতে কমিউনিটি ক্লিনিকের দক্ষতা উন্নয়ন ।
স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) আইন ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) ২০০৯ আইনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।	• প্রসব পূর্বকালীন সেবা প্রদান; • প্রসুতিসেবা (নরমাল ডেলিভারী,সিজারিয়ান ডেলিভারী); • নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান; • অন্যান্য সংক্রমন ও সাধারন রোগের চিকিৎসা - সাধারন জ্বর, কাশি, কাটা-ছেড়া ইত্যাদি ব্যবস্থা করা; • শিশুদের শ্বাসতন্ত্রের (ARI) ইনফেকশন এবং ডায়রিয়া রোগে চিকিৎসা প্রদান; • ০-২৪ মাস বয়সী শিশুদের ওজন ও উচ্চতা পরিমাপ (GM)।
জাতীয় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা, ১৯৯৮: এ নীতিমালায় সকলের জন্য সুলভ মূল্যে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। নীতিমালায় প্রতি ৫০ জনের জন্য একটি করে পানি সরবরাহ পয়েন্ট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	• সুলভ মূল্যে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ; • শহর এলাকায় ১০০% এবং গ্রামীণ এলাকায় ৯০% জনগণের বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা; • ৯৯% স্যানিটেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা; • প্রতি ৫০ জনের জন্য একটি পানি সরবরাহ পয়েন্ট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে কার্যক্রম প্রণয়ন।
জাতীয় আর্সেনিক দূরকরণ নীতিমালা, ২০০৪: নীতিমালার মূল লক্ষ্য হল আর্সেনিক দূষণের প্রাদুর্ভাব সম্পন্ন সকল এলাকায় বিকল্প পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।	• আর্সেনিক দূষণের প্রাদুর্ভাব সম্পন্ন এলাকায় বিকল্প পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করার নিমিত্তে সমগ্র দেশব্যাপি ‘পানি সরবরাহে আর্সেনিক ঝুঁকি নিরসন শীর্ষক’ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০১১-২০২৫: এ সেক্টর পরিকল্পনার মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত সরকারের সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন, সমন্বিত বাস্তবায়ন ও এর পরিবীক্ষণ	• পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংশ্লিষ্ট ৩০টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে।

জাতীয় নীতিকৌশল ও বিবরণ/	কার্যক্রমসমূহ
ব্যবস্থা আরো জোরদার করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।	
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪: এ আইনের ২০০৪-এর ধারা ৮ অনুযায়ী শিশুর জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে তার জন্ম নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।	• শিশুর জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে তার জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করার নিমিত্তে প্রচার প্রচারনা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ • অনলাইনে জন্ম নিবন্ধন চালুকরন

৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গত তিন বছরের অর্জন

- স্থানীয় সরকার বিভাগের আইএসপিপি (যন্ত্র) প্রকল্পের আওতায় বিগত ০৩ বছরে ৪টি ইউনিয়নে ৪,৩২৩ জন উপকারভোগী ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে ২৮৫.০০ লক্ষ টাকা পেয়েছে। এতে উপকারভোগীদের বিড়ম্বনা হ্রাস হয়েছে।

- দরিদ্র এবং বস্তি এলাকায় Urban Primary Health Care Services Delivery প্রকল্পের মাধ্যমে নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং নগর মাতৃসদন কেন্দ্র স্থাপন করায় দরিদ্র জনসাধারণের শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ সহজতর হয়েছে। দরিদ্র পরিবারের শিশুদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য লালকার্ড দেয়া হয়েছে। এতে তারা বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে।

- বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ১৪,৫০০ প্রাথমিক এবং ১,৫০০ মাধ্যমিক স্কুলে শিশুদের জন্য পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য সচেতনতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

৪.০ মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

সারণি-১১: স্থানীয় সরকার বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	বাজেট ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৭-১৮	সংশোধিত ২০১৬-১৭
বিভাগের মোট বাজেট	২৯১.৫৩	২৪৬.৭৫	২২২.৫৪
পরিচালন বাজেট	৩৬.৮৫	৩১.৫০	২৮.৪৭
উন্নয়ন বাজেট	২৫৪.৬৮	২১৫.২৫	১৯৪.০৭
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	২৫.৭৬	১৬.৪৩	১৬.৮২
পরিচালন বাজেট	২.৯৫	১.৪৩	১.৪৩
উন্নয়ন বাজেট	২২.৮১	১৫.০০	১৫.৩৯

বিবরণ	বাজেট ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৭-১৮	সংশোধিত ২০১৬-১৭
জাতীয় বাজেট	**৪,৬৪৬**	৪০০৩	৩১৭২
জিডিপি	২৫,৩৭৮	২২২৩৬	১৯৫৬১
সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১৮.৩১	১৮.০০	১৬.২১
বিভাগের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১.১৫	১.১১	১.১৪
বিভাগের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	৬.২৮	৬.১৬	৭.০২
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.১০	০.০৭	০.০৯
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.৫৫	০.৪১	০.৫৩
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (বিভাগের মোট বাজেটের শতকরা হারে)	**৮.৮৪**	৬.৬৬	৭.৫৬

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

বিদ্যমান কার্যক্রমের প্রেক্ষাপটে, শিশু-সংবেদনশীল বাজেট আলোচনায় স্থানীয় সরকার বিভাগ খুবই প্রাসঙ্গিক। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ বিভাগের বাজেট দাঁড়াবে জিডিপি'র ১.১৫ শতাংশ এবং শিশু সংবেদনশীল কার্যক্রমে ব্যয় হবে এর ৮.৮৪ শতাংশ । ২০১৭-১৮ অর্থবছরের তুলনায় এ অর্থবছরে বিভাগের শিশু কেন্দ্রিক বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে ২.১৮ শতাংশ।

৫.০ উত্তম চর্চা

শেফালীর মুখে হাসি ফিরিয়ে দিল ''আইএসপিপি-যত্ন প্রকল্প''

কুড়িগ্রাম জেলার ভূরুঙ্গামারী উপজেলার তিলাই ইউনিয়নের প্রত্যন্ত গ্রাম পশ্চিম ছাঁট গোপালপুরের দরিদ্র পরিবারের সন্তান শেফালী খাতুন। পরিবারের দারিদ্র্যতার কারণে মাত্র ১৬ বছর বয়সে বাবা-মা তাকে বিয়ে দিয়ে দেন । বিয়ের দুই বছরের মাথায় তাদের ঘর আলো করে সুন্দর ফুট ফুটে একটি পুত্র সন্তানের আগমন ঘটে। কিন্তু সন্তান জন্মের দুই মাসের মধ্যে স্ত্রী-সন্তানকে রেখে তার স্বামী আরেকটি বিয়ে করে অন্যত্র চলে যায়। শেফালী তার শিশু সন্তানকে নিয়ে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায় কোন রকমে দিন যাপন করতে থাকে। এক সময় শেফালী তার স্বামীর বসত-ভিটা ছেড়ে শিশু সন্তানকে নিয়ে বাবার বাড়ীতে চলে আসে। দরিদ্র বাবার সংসারে সন্তানকে পুষ্টিকর খাবার তো দূরের কথা দুবেলা খাবারও দিতে পারত না শেফালী। ফলে মা ও সন্তান পুষ্টিহীনতায় ভুগতে থাকে। শেফালী অন্য শিশুদের মতো সুস্থ্য ও সুন্দর সন্তানের স্বপ্ন দেখে।

এমতাবস্থায় ২০১৭ সালের জানুয়ারী মাসে স্থানীয় সরকার বিভাগের ''ইনকাম সাপোর্ট প্রোগ্রাম ফর দ্যা পুওরেষ্ট (আইএসপিপি)-যত্ন'' প্রকল্পে উপকারভোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় সে। এ প্রকল্প থেকে প্রথম কিস্তিতে শেফালী ইনসেনটিভ হিসাবে ২৫০০.০০ (দুই হাজার পাঁচ শত) টাকাসহ আরও দুইটি কিস্তিতে ৩৫০০.০০ (তিন হাজার পাঁচ শত) টাকা নগদ অর্থ সহায়তা পায়। উক্ত টাকা দিয়ে সে

সন্তানের জন্য প্রথম বারের মতো স্বাধীন ভাবে পুষ্টিকর খাবার কিনতে পেরেছে। সে ইতোপূর্বে ইউনিয়ন পরিষদ ও কমিউনিটি ক্লিনিকের নাম শুনলেও কখনো যায়নি। যত্ন প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচিত হওয়ায় সে এখন নিয়মিত কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে তার এবং সন্তানের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করতে পারে।

এ ছাড়াও সে এখন তার সন্তানসহ নিয়মিত প্রকল্প পরিচালিত পুষ্টি ও মনোদৈহিক বিকাশ (সিএনসিডি) বিষয়ক মাসিক শিক্ষামূলক সেশনেও অংশ গ্রহণ করে। এর মাধ্যমে সে শিশুর স্বাস্থ্য-পুষ্টি সম্পর্কে এবং পুষ্টিকর খাবার সম্পর্কে জানতে পেরেছে । সে এখন সুস্থ্য ও সুন্দর সন্তানের গর্বিত মা হতে পেরে ''যত্ন প্রকল্পের'' কাছে কৃতজ্ঞ। শেফালীর মত এমন অসংখ্য দরিদ্র মা ও তাদের শিশুদের মুখে হাসি ফিরিয়ে দিতে পারছে স্থানীয় সরকার বিভাগের ''আইএসপিপি-যত্ন প্রকল্প''।

৬.০ শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ

- শিশুদের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী নির্ধারণের জন্য দারিদ্র্য স্কোর সম্বলিত হাউসহোল্ড ডাটার অপ্রাপ্যতা;
- শিশু কল্যাণ কেন্দ্রিক প্রকল্পসমূহ সঠিক সময়ে শুরু না করা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহ এককভাবে শিশুকেন্দ্রিক বা পূর্ণাঙ্গভাবে শুধুমাত্র শিশুদের কথা বিবেচনা করে নির্ধারণ না করা;
- শিশুকেন্দ্রিক বাজেট বরাদ্দের জন্য শিশুদের চাহিদার সুনির্দিষ্ট এ্যাসেসমেন্ট এর অভাব;
- স্যানিটেশন ও পানির উৎস স্থাপনে শিশুবান্ধব Site Selection না করা।

৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনাসমূহ

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
২০১৮-১৯ অর্থ বছর	• ০-২৪ মাস বয়সী শিশুদের প্রতি মাসে ওজন ও উচ্চতা **(এগচ)** পরিমাপের জন্য প্রতিবার ৫০০ টাকা হারে অর্থ প্রদান • ২-৫ বছর বয়সী শিশুদের ৩(তিন) মাস অন্তর ওজন ও উচ্চতা **(এগচ)** পরিমাপের জন্য প্রতিবার ১০০০ টাকা হারে অর্থ প্রদান • ০-৫ বছর বয়সের শিশুদের মায়েদের জন্য প্রতি মাসে শিশু-পুষ্টি ও মনোদৈহিক বিকাশ সংক্রান্ত **(ঈঘঈউ)** শিক্ষামূলক কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য প্রতিবার ৫০০ টাকা হারে অর্থ প্রদান • এ অর্থ বাছাইকৃত দরিদ্র উপকারভোগীগণের মধ্যে প্রতি ৩ মাস অন্তর ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বাংলাদেশ ডাকঘরের ব্যবস্থাপনায় ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে প্রদান করা • প্রকল্প এলাকার ৬০% প্রসুতিমায়েদের প্রশিক্ষিত ধাত্রীর মাধ্যমে অন্ততঃ ৩ বার ANC সেবা প্রদান • প্রকল্প এলাকার ৫০% নবজাতকদের অত্যাবশ্যকীয় চিকিৎসা প্রদান • প্রকল্প এলাকার ৯০% ডায়রিয়া আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসা প্রদান • গর্ভজনিত জটিলতা সেবা প্রদান ও বেয়ার করা • ইউনিয়ন পরিষদে সেফটি নেট সেল **(ঝঘঈ)** স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি • মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা **(অঘঈ** এবং **এগচ)** প্রদান ও পুষ্টি-সচেতনতা বৃদ্ধিতে কমিউনিটি ক্লিনিকের দক্ষতা উন্নয়ন • ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে সুফলভোগীদের নিকট অর্থ প্রদানে পোস্ট অফিসের দক্ষতা উন্নয়ন

৮.০ উপসংহার

শিশুদের অধিকার সুরক্ষা ও সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণের উপর জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি, সমৃদ্ধি নির্ভরশীল। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দক্ষ মানব সম্পদ হিসাবে গড়ে তুলতে হলে এখন থেকেই শিশুদের কল্যাণার্থে সরাসরি বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। বিশেষ করে শিশুদের সুশিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি জন্মের পর থেকেই সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের বেড়ে ওঠার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে, যা শিশুদের সামগ্রিক কল্যাণে অবদান

রাখবে। তবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শিশুদের বেড়ে ওঠার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে খেলার মাঠ পার্কসহ বিভিন্ন বিনোদন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠার বিষয়ে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।

অধ্যায়-১০
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

দারিদ্র্য বিমোচনের মূল চালিকা শক্তি হলো কর্মসংস্থান। Labour Force Survey-2017 অনুযায়ী দেশে ২০১৭ সালে ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তির সংখ্যা ছিল ৬৩.৪ মিলিয়ন, তন্মধ্যে ৬০.০৭ মিলিয়ন, শ্রমশক্তি কর্মরত । অর্থাৎ বেকারত্বের হার ৪.৩%। প্রতিবছর নতুন শ্রমশক্তি শ্রমবাজারে যুক্ত হচ্ছে। উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম একটি দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির ভিত্তি রচনায় নতুন শ্রমশক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং অদক্ষ শ্রমশক্তিকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। তাছাড়া শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণ সাধন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন এবং শান্তিপূর্ণ শ্রমসম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদিও অত্যন্ত জরুরি। বর্তমানে প্রায় ১.৭ মিলিয়ন শিশু কর্মে নিয়োজিত রয়েছে, এর মধ্যে ১.২৮ মিলিয়ন শিশু ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়জিত রয়েছে। নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৪ এবং রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দক্ষ জনশক্তি তৈরি, জীবন ধারণের ব্যয়, মূল্যস্ফীতি এবং প্রবৃদ্ধির হারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ, ঝুকিঁপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শ্রমিক ও কর্মচারিদের কল্যাণে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বাস্তবমুখী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শ্রমিকদের কল্যাণে গৃহীত এ সকল পদক্ষেপ ও কার্যক্রম দেশে দক্ষ জনশক্তি সৃজন, বর্ধিত কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে ।

২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি-কৌশলসমূহ ও সে আলোকে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

জাতীয় নীতি/কৌশল	কার্যক্রমসমূহ
• **জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি ২০১০ এবং শ্রম আইন ২০০৬** এর মূল বক্তব্য হলো- ➢ ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদেরকে স্বাভাবিক জীবনে	• **ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে বের করে আনার জন্য এ পর্যন্ত ৪টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে;** • **কর্মজীবী শিশুদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হচ্ছে;**

জাতীয় নীতি/কৌশল	কার্যক্রমসমূহ
ফিরিয়ে আনা। ➢ কর্মজীবী শিশুদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। ➢ শ্রমজীবী শিশুর অভিভাবকদের দরিদ্র্যের দুষ্টচক্র হতে বের করে আনার জন্য বিভিন্ন আয় বর্ধক কর্মসূচি গ্রহণ করা; শিশুশ্রম সংশ্লিষ্ট বাস্তবমুখী আইন প্রণয়ন করা এবং প্রতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে এ আইনকে কার্যকর করা। ➢ শিশুশ্রমের কূফল সম্পর্কে শিশুর পিতামাতা, সাধারণ জনগণ এবং সুশীল সমাজের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা। ➢ আইনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য আইনের সংশোধন, প্রয়োগ এবং প্রতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণের জন্য পরামর্শ প্রদান। ➢ কর্মজীবী শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক এবং কর্মমুখী শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান করা যাতে করে তারা কাজ হতে বের হয়ে শিক্ষার সুযোগ পায়। • **গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫।** • **জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি নীতিমালা ২০১২।**	• **শ্রমজীবী শিশুদের অভিভাবকদের দারিদ্রের দুষ্টচক্রহতে বের করে আনার জন্য বিভিন্ন আয় বর্ধক কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে;** • **শিশুশ্রম সংশ্লিষ্ট বাস্তবমুখী আইন প্রণয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশারীকরণর মাধ্যমে এ আইনকে কার্যকরী করা হচ্ছে;** • **শিশুশ্রমের কুফল সম্পর্কে শিশুর পিতামাতা, সাধারণ জনগণ এবং সুশিল সমাজের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে;** • **কাজের পরে শিক্ষার সুযোগ দেবার নিমিত্তে কর্মজীবী শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক এবং কর্মমুখী শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে;** • **কর্মজীবী শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে বের করে আনার জন্য জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ** (NCLWC) **গঠন করা এবং এর মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটিসমূহের শিশুশ্রম বিষয়ক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে;** • **শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে "ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৪র্থ পর্যায়ে মোট ১ লক্ষ শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে বের করে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;** • **গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫-এর মাধ্যমে গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশু শ্রমিকদের সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে;** • **জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি নীতিমালা ২০১২ এর মাধ্যমে শিশুদের সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে;** • **২০০৯ সনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে শিশুশ্রম ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এটি দেশের শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক সকল নীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কিত সচিবালয় হিসাবে কাজ করছে;** • **বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় শিশুশ্রম নিরসনের জন্য সময়ানুগ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে;** • **শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা এবং উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।**
• **সপ্তম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা:** ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শ্রমিকের উচ্চতর উৎপাদনশীলতা অর্জন এবং উচ্চ আয়ের শোভন কর্মসংস্থান সৃজনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।	• **শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন কর্মসূচি/ প্রকল্প গ্রহণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে;** • **সপ্তম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা** (SDG) **এর আলোকে ২০২১ সালের মধ্যে সকল প্রকার ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম ও ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রম নিরসন করার জন্য**

জাতীয় নীতি/কৌশল	কার্যক্রমসমূহ
• **টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা:** টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (SDG) বলা হয়েছে যে, সকল প্রকার বলপূর্বক শ্রম বা আধুনিক দাসত্ব এবং মানব পাচার প্রতিরোধে তাৎক্ষণিক এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি, শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ সকল কাজ নিষিদ্ধ ও ২০২৫ সালের মধ্যে সেনাবাহিনীসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে শিশুদের নিয়োগ বন্ধ করতে হবে।	**শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১ লক্ষ শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম হতে সরিয়ে আনার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।**

৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গত তিন বছরের অর্জন

বিগত তিন বছরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে শিশু সুরক্ষায় নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে শিশুশ্রমের ব্যাপকতা হ্রাস করার নিমিত্তে আইএলও আইপেক প্রোগ্রামের অধীনে ৯১টি এ্যাকশন প্রোগ্রাম আইএলও এবং বাংলাদেশ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তাছাড়া, **শিশুদের জন্য ৩৮টি ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।** এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন **(৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের অধীন ৫০ হাজার শিশুকে উপানুষ্ঠানিক ও কারিগরি শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম হতে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। এছাড়া, শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জন প্রতি শিশুকে** মাসিক ১০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ জোরদার করার লক্ষ্যে কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল ৯৯৩ তে উন্নীত করা হয়েছে। শিশুদের জন্য সিএসআর নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪.০ মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

সারণি-১২: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	বাজেট ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৭-১৮	সংশোধিত ২০১৬-১৭
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	২.২৭	২.৬৩	২.৯০
পরিচালন বাজেট	১.১১	০.৯৫	০.৭৬
উন্নয়ন বাজেট	১.১৬	১.৬৮	২.১৪

বিবরণ	বাজেট ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৭-১৮	সংশোধিত ২০১৬-১৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	০.২০	০.১৮	০.২৬
পরিচালন বাজেট	০.১১	০.০২	০.০১
উন্নয়ন বাজেট	০.১০	০.১৬	০.২৫
জাতীয় বাজেট	**৪৬৪৬**	**৪,০০৩**	**৩,১৭২**
জিডিপি	২৫,৩৭৮	২২,২৩৬	১৯,৫৬১
সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১৮.৩১	১৮.০০	১৬.২১
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.০১	০.০১	০.০১
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.০৫	০.০৭	০.০৯
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.০০	০.০০	০.০০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.০০	০.০০	০.০১
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হারে)	**৮.৮৬**	৬.৮৪	৮.৯৭

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

শিশুশ্রম ও কর্মক্ষেত্রে শোষণের হাত থেকে শিশুদের সুরক্ষা দেয়া শিশু সুরক্ষার অধিকার বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং এ কাজটির মূল দায়িত্ব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের। সেপ্রেক্ষিতে শিশু বাজেটের পর্যালোচনায় এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা প্রাসঙ্গিক। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের শিশু সংবেদনশীল কার্যক্রমে ব্যয় হবে মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের ৮.৮৬ শতাংশ যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ছিল ৬.৮৪ শতাংশ।

৫.০ উত্তম চর্চা

ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়জিত শিশুদের প্রত্যাহার এবং শিশুশ্রম নিরসন করা শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য পূরণে এবং **ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সমাজের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ৬ মাস ব্যাপি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ৪ মাস ব্যাপি কারিগরি শিক্ষা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিশুদের দক্ষ মানব সম্পদ হিসাবে গড়ে তোলাও সম্ভব হবে। এ উদ্যোগের আওতায় প্রশিক্ষণ শেষে কর্মসংস্থানের জন্য ওয়ার্কিং মূলধন হিসাবে এককালীন ১৫ হাজার টাকা প্রদান করা হবে। এভাবে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ইতোপূর্বে এ উদ্যোগের মাধ্যমে ৯০ হাজার শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ পেশা হতে প্রত্যাহার করা হয়েছে। এসব শিশুদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঝুকিপূর্ণ পেশা হিসাবে চিহ্নিত ৩৮টি কাজ থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। এসব শিশুরা প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত কারিগরি শিক্ষা লাভের মাধ্যমে উপার্জনক্ষম বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে।**

৬.০ শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ

- **জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি ২০১০ এবং শ্রম আইন ২০০৬ এর আলোকে নীতি, আইন, বিধি বা বাস্তবায়নের সমন্বিত কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন;**
- **অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও দপ্তর সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন;**
- **শিশুকেন্দ্রিক বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন, নির্দেশনা ও সঠিক পদ্ধতির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;**
- **শিশুশ্রম নিরসনের মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ;**
- **শিশুশ্রম নিরসনের জন্য অভিভাবক ও তার পরিবারের সচেতনতা সৃষ্টি;**
- **শিশু বাজেট বা শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কীত স্টেকহোল্ডারগণের সাথে সমন্বয়।**

৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
২০১৮-১৯ অর্থবছরের পরিকল্পনা	• প্রকল্পের মাধ্যমে ৪০ হাজার শিশুকে মাসিক ১০০০ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান; • ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ৪০ হাজার শিশুকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান; • ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ৪০ হাজার শিশুকে কর্মমূখী শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ হিসাবে গড়ে তোলা; • শিশুশ্রম নিরসনের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা; • মিডিয়াতে শিশুশ্রমের বিরুপ প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতার উদ্দেশ্যে প্রচার প্রচারণামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ; • শিশুশ্রম নিরসনের জন্য আইনগত ব্যবস্থার বাস্তবায়নের নিমিত্তে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং শিশুশ্রম বিরোধী কার্যক্রম মনিটরিং এর উদ্দেশ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ; • শিশুশ্রম নিরসনের জন্য মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ, বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে গঠিত বিভাগীয় শিশুশ্রম

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
	কলাণ পরিষদ, জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে গঠিত জেলা শিশু অধিকার ফোরাম এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে গঠিত উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটির মাধ্যমে শিশুশ্রম নিরসনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ এবং শিশুশ্রম নিরসনে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান।

৮.০ উপসংহার ও ভবিষ্যৎ করণীয়

শিশুশ্রম ও কর্মক্ষেত্রে শোষণের হাত থেকে শিশুদের সুরক্ষা দেয়া শিশু সুরক্ষার অধিকার বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং এ কাজটির মূল দায়িত্ব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের। অভিভাবক, কারখানার মালিকশ্রমিকসহ সকল জনগোষ্ঠীর সচেতনতা সৃষ্টি , করাএবং এর মাধ্যমে শিশুশ্রম মুক্ত একটি দেশ হিসাবে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠা করার ব্রত নিয়ে কাজ করে চলেছে এ মন্ত্রণালয়। তবে, সরাসরি শিশুশ্রম প্রতিরোধের জন্য সুনির্দিষ্ট ও লক্ষ্যভিত্তিক কোন কার্যক্রম বা প্রকল্প এ মন্ত্রণালয়ের নেই। **জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতিমালার আলোকে আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ হতে সকল প্রকার শিশুশ্রম নিরসনের নিমিত্ত** শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ **গ্রহণ করতে হবে এবং গৃহিত কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে কার্যকররভাবে বাজেট ব্যবস্থাপনা করতে হবে।**

অধ্যায়-১১
জননিরাপত্তা বিভাগ

১.০ ভূমিকা

"নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ" রূপকল্প (Vision) কে প্রাণে ধারন করে এবং "অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চতকরণ"- এ অভিলক্ষ্য (Mission) কে নিজ কার্যক্রমে অটুট রেখে জননিরপত্তা বিভাগ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। আজকের শিশু হবে ভবিষ্যত বাংলাদেশের কর্ণধার। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ গড়ে তুলবে ভবিষ্যত মানব সম্পদ; যা হবে ভিশন- ২০৪১ এর মূল চালিকা শক্তি। সামাজিক অবক্ষয় ও অপরাধ প্রবণতা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাগ্রস্থ করে। জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত শিশুর অধিকার কনভেনশন, ১৯৮৯ অনুযায়ী শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে নিরাপত্তার বিষয়টি গূরূত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। তাছাড়া SDG goals এর ১৬(২) Indicator অনুযায়ী শিশুর নিরাপত্তা ও সুরক্ষার অঙ্গীকার হচ্ছে-"End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture of children"। শিশুর শৈশবকে সহিংসতা, অপব্যবহার, পাচার ও সকল প্রকার নিপীড়ন হতে রক্ষা করার এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জননিরাপত্তা বিভাগ অংঙ্গীকারবদ্ধ। সার্বিকভাবে, জননিরাপত্তা বিভাগ ও তার আওতাধীন দপ্তর ,সংস্থা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং স্থানীয় জেলা ও উপজেলা প্রশাসন শিশুর নিরাপদ শৈশব ও স্বাভাবিক বেড়ে উঠার বিষয়ে অত্যন্ত সচেতনভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যাতে বাংলাদেশের জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা ভিশন- ২০৪১ এবং জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ নিশ্চিত হয়।

২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় গৃহিত কার্যক্রম সমুহ

জননিরাপত্তা বিভাগের জাতীয় নীতি কৌশলের আলোকে শিশুর নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় গৃহিত কার্যক্রম সমূহ নিম্নরূপ-

জাতীয় নীতি/কৌশলের বিবরণ	কার্যক্রমসমুহ
বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন: বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ ও বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা, ২০১৭ প্রণীত হয়েছে। এ আইনে দন্ডের পরিমাণ/মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং বাল্যবিবাহ সামাজিকভাবে বন্ধের উপর	• প্রশাসনের প্রতি স্তরে বাল্যবিবাহ নিরোধ প্রতিরোধ কমিটি গঠন; • প্রয়োজনে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে বাল্য বিবাহ বন্ধ করা হচ্ছে।

জাতীয় নীতি/কৌশলের বিবরণ	কার্যক্রমসমুহ
জোর দেয়া হয়েছে।	
ইভটিজিং বন্ধ: ইভটিজিং বন্ধে দন্ডবিধির ৫০৯ ধারাকে মোবাইল কোর্টের তপসিলভুক্ত করা হয়েছে।	• ইভটিজিং এর বিরুদ্ধে সরেজমিন এবং তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নিয়মিত মোবাইল কোর্টের অভিযান পরিচালনা করা হয়; • অপরাধপ্রবণ স্পটে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান নিয়মিত পরিচালনা করা হয়।
ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার স্থাপনঃ সারাদেশে বাংলাদেশ পুলিশের অধীন মোট ০৮টি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার স্থাপিত হয়েছে।	• ভিকটিম শিশুদের আইনি সহায়তা, সাময়িক আশ্রয়, ঠিকানা বিহীন ভিকটিমের আইনগত হস্তান্তর প্রক্রিয়া নিষ্পত্তি করা হয়; • শিশু কেন্দ্রিক বিশেষায়িত তদন্ত নিষ্পত্তিকরণ; • শিশুর পুনর্বাসনে সহায়তাকরণ; • শিশুর সকল মানবিক সহায়তা নিশ্চিতকরণ।
কল সেন্টার স্থাপন ও অপারেশন মনিটরিং: ৯৯৯ ইমারজেন্সি কল সেন্টার মেট্রোপলিটন পুলিশের ক্রাইম এন্ড কমান্ড সেন্টারে স্থাপিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এ টু আই প্রকল্পের ৩৩৩ সার্ভিসের এতদসংক্রান্ত নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা হয়।	• কল সেন্টারের গৃহিত তথ্যের মাধ্যমে অন্যান্য অপরাধের পাশাপাশি বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং, শিশু নির্যাতন, শিশুর প্রতি সহিংস আচরনের ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করে তা অপারেশনাল ইউনিটে প্রেরণ করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া হয়; • কল সেন্টারের নির্দেশনা মোতাবেক পুলিশি অভিযান পরিচালনা করা হয়; • প্রয়োজনে মোবাইল কোর্টের অভিযান পরিচালনা করা হয়।
রেগুলেশন এন্ড মনিটরিং কার্যক্রম: পুলিশ সদর দপ্তরে স্থাপিত সুনির্দিষ্ট সেলে সংবাদ/অভিযোগ প্রাপ্তির পর শিশুর প্রতি সহিংস ঘটনার যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার এবং মনিটরিং করার নির্দেশনা রয়েছে।	• নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল গঠন; • এসিড অপরাধ দমন মনিটরিং সেল গঠন; • মানব পাচার প্রতিরোধ মনিটরিং সেল গঠন; • শিশুর প্রতি সহিংস ঘটনার যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া এবং মনিটরিং করা হয়; • জেলা ও উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভায় এসব বিষয় নিয়মিত ফলোআপ করা হয়।
অপরাধ প্রবণতা রোধ সংক্রান্ত আইনী কাঠামো: ফৌজদারী কার্যবিধি (১৪৯-১৫৩), দন্ডবিধি এবং অন্যান্য	• অপরাধ প্রবণতা রোধে পুলিশ কর্তৃক ফৌজদারী কার্যবিধি ও পি আর বি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ;

জাতীয় নীতি/কৌশলের বিবরণ	কার্যক্রমসমুহ
আইনে শিশুর নিরাপত্তা বিধানসহ শিশুসংক্রান্ত অপরাধ প্রবণতা রোধ সংক্রান্ত প্রতিরোধমূলক বিধি-বিধান রাখা হয়েছে।	• অপরাধ প্রবণতা রোধে প্রতিরোধমূলক টহল, তল্লাশী ও অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।
দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে উপযুক্ত দন্ড প্রদান নিশ্চিত করন: দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে শিশু হত্যা মামলা স্থানান্তরকরণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।	• নৃশংসভাবে শিশু হত্যাকান্ডের মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইন ২০০২ এর ৬ ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরকরন করা হয়।
সোসাল মিডিয়া সার্ভিলেন্স: বাংলাদেশ পুলিশের ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সাইবার ক্রাইম ডিভিশনের অধীন একটি ইউনিট।	• অন্যান্য অপরাধের সাথে শিশু পর্ণগ্রাফি, সহিংস ঘটনার মনিটরিং ও তথ্য উপাত্ত অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রসিকিউশনে সররাহ করা হয়; • স্যোশাল মিডিয়া মনিটরিং
৭ম পঞ্চবাষিকী পরিকলাপনা বাস্তবায়নঃ ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকলাপনায় নারী ও শিশুদের বিষয় আলাদা গুরুত্ব সহকারে নিষ্পত্তি করার নির্দেশনা রয়েছে।	• থানা সমুহে নারী ও শিশুদের জন্য হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে; • শিশু কেন্দ্রিক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়।
বর্ডার ডিজিটাল সার্ভিলেন্স সিস্টেম স্থাপনঃ শিশু ও মানব পাচার রোধে সীমান্তে কাঁটাতার ও ডিজিটাল সার্ভিলেন্স সিস্টেম স্থাপন।	• বর্ডার আউট পোস্ট (বি ও পি) ও বর্ডার সেন্ট্রি পোস্ট (বি এস পি)এর সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ; • শিশু ও মানব পাচার রোধে সীমান্তে কাঁটাতার ও ডিজিটাল সার্ভিলেন্স সিস্টেম এর মাধ্যমে দুর্গম এলাকায় নিয়মিত মনিটরিং করা ও তাৎক্ষণেক ব্যবস্থা গ্রহণ।
টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (SDG) ইউএনডিপি (UNDP) কর্তৃক প্রণীত (SDG) লক্ষ্যমাত্রার ১৬নং অভীষ্ঠ লক্ষ্যের জন্য জননিরাপত্তা বিভাগ Lead Division হিসেবে নির্ধারিত। এখানে, টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও সমন্বিত সমাজ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ, সকলের জন্য ন্যায়বিচারের সুযোগ প্রদান এবং সর্বস্তরে কার্যকরী, জবাবদিহিতামূলক এবং সমন্বিত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে।	• শক্তিশালী পুলিশ বাহিনী গঠনের লক্ষে নতুন নতুন থানা গঠন, এন্টি টেররিজম ইউনিট গঠন, ২ টি মেট্রোপলিটন পুলিশ ইউনিট গঠন এবং ৫০ হাজার নতুন জনবল নিয়োগ; • বিজিবির ৪টি সেক্টর পুন:গঠন ও ১৫ হাজার নতুন জনবল নিয়োগ; • শিশু সহিংসতা সংশ্লিষ্ট মামলা দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা। সীমান্ত সার্ভিলেন্স বৃদ্ধি করা।

৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে জননিরাপত্তা বিভাগের গত তিন বছরের অর্জন

৩১. শিশুর প্রতি সহিংসতা আচরণের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা:

- সিলেটে সংগঠিত শিশু রাজন হত্যা (নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা) মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে মাত্র চার মাসের (০৮/০৭/২০১৫ হতে ০৮/১১/২০১৫) মধ্যে প্রধান আসামিসহ ০৪ জনের ফাঁসি এবং ১৩ জনের উপযুক্ত দন্ড প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভর হয়েছে;
- খুলনায় সংগঠিত শিশু রাকিব হত্যা (পায়ুপথে বাতাস ঢুকিয়ে হত্যা) মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে প্রধান আসামিসহ ০২ জনের ফাঁসির দন্ড প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভর হয়েছে;
- শিশুর প্রতি সহিংসতা আচরণের যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে।

৩.২ অভিযান ও মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যভাবে ইভটিজিং এর পরিমাণ কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

৩.৩ সামাজিক উদ্যোগ, অভিযান ও মোবাইল কোর্টের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দেশের অনেক অঞ্চলে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষনা করা সম্ভব হয়েছে।

৪.০ জননিরাপত্তা বিভাগের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

সারণি-১৩: জননিরাপত্তা বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	বাজেট ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৭-১৮	সংশোধিত ২০১৬-১৭
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	২১৪.২৬	১৮২.৮৮	১৬৭.৮৩
পরিচালন বাজেট	২০১.৬৯	১৭২.৪৩	১৫৮.৯৯
উন্নয়ন বাজেট	১২.৫৮	১০.৪৫	৮.৮৪
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	২৪.২৯	৫.২১	৪.৭৭
পরিচালন বাজেট	২৩.২৩	৫.১৩	৪.৭৬
উন্নয়ন বাজেট	১.০৬	০.০৮	০.০১
জাতীয় বাজেট	**৪৬৪৬**	**৪,০০৩**	**৩,১৭২**
জিডিপি	**২৫৩৭৮**	২২,২৩৬	১৯,৫৬১

বিবরণ	বাজেট ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৭-১৮	সংশোধিত ২০১৬-১৭
জাতীয় বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১৮.৩১	১৮.০০	১৬.২১
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.৮৪	০.৮২	০.৮৬
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	৪.৬১	৪.৫৭	৫.২৯
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.১০	০.০২	০.০২
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.৫২	০.১৩	০.১৫
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হারে)	**১১.৩৪**	২.৮৫	২.৮৪

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

বিভাগের সকল কার্যক্রম ও প্রকল্প পর্যালোচনা করে দেখা প্রয়োজন, যাতে করে এ বিভাগ শিশু কল্যাণে আরো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জননিরাপত্তা বিভাগের বাজেট দাঁড়াবে জিডিপি'র ০.৮৪ শতাংশ এবং এর মধ্যে শিশু সংবেদনশীল কার্যক্রমে ব্যয় হবে মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের মাত্র ১১.৮৫ শতাংশ।

৫.০ উত্তম চর্চা

মৃত্যুঞ্জয়ী মর্জিনা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ব্রিগেড,ঘটনাস্থল- ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

সদ্য সমাপ্ত জে এস সি পরীক্ষায় এ প্লাস প্রাপ্ত মর্জিনা (১৪) কে তাব বাবা-মা তার মতের বিরুদ্ধে ২১/০৪/২০১৮ তারিখ বিয়ে দেয়ার আয়োজন করলে মর্জিনা আত্মহননের উদ্দেশ্যে একসাথে ১৫/২০টি ঘুমের বড়ি খেয়ে ফেলে। সংবাদটি প্রাপ্তির পর ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার আবু জাফর রিপন ঘটনাস্থলে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ব্রিগেড সদস্যদের পাঠায়। ব্রিগেড কিশোরীরা আশংকাজনক অবস্থায় মর্জিনাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং তিন দিন চিকিৎসার পর তার বাড়িতে নিয়ে আসলে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ব্রিগেডসহ উপজেলা নির্বাহী অফিসার মর্জিনার বাড়িতে গিয়ে তার বাবা-মাকে বুঝাতে সক্ষম হয় যে মর্জিনা অত্যন্ত মেধাবী এবং সে পড়ালেখা করতে চায়। এটি তার বিয়ের বয়স নয়, উপরন্ত ১৪ বছর বয়সে এ বিয়ে আইনসিদ্ধ নয়। অতঃপর মর্জিনার বাবা-মায়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে মর্জিনার পড়ালেখার খরচ প্রশাসনের তত্বাবধানে সংস্থান করার অঙ্গীকার করা হয় এবং পড়ালেখার খরচ নির্বাহ করা হয়। মর্জিনা এখন নিয়মিত স্কুলে যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ ও বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা, ২০১৭ এর সামাজিকভাবে বাল্যবিবাহ রোধ এবং উদ্ভাবনী কার্যক্রমের আওতায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ বাল্য বিবাহ ও ইভটিজিং প্রতিরোধে বিভিন্ন স্কুলের কিশোরীদের সমন্বয়ে ১৮টি প্রতিরোধ ব্রিগেড গঠন করে, যার প্রতিটি দলে রয়েছে ১০ জন করে কিশোরী। এ ১৮০ জন কিশোরীকে স্থানীয় তহবিলে ১৮০টি বাইসাইকেল ও স্বতন্ত্র ড্রেস সরবরাহ করা হয়, যা অপারেশনকালে ব্যবহার হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের এ ব্যতিক্রমী উদ্যোগ বাল্য বিবাহ ও

ইভটিজিং প্রতিরোধে অসাধারন ভূমিকা রেখে যাচ্ছে, যার ফলে বাল্য বিবাহ প্রায় শূন্যের কোটায় এসে পড়েছে। ইতোমধ্যে বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ সকল জেলায় এ অনুকরণীয় উদ্যোগ কার্যকর করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব আবু জাফর রিপন এর এ ব্যতিক্রমী উদ্যোগ শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে অনন্য ভূমিকা রাখছে।

৬.০ শিশুর নিরাপত্তা/সুরক্ষা নিশ্চিত করনে জননিরাপত্তা বিভাগের চ্যালেঞ্জসমুহ:

- শিশুর নিরাপদ শৈশব নিশ্চিত করার জন্য আলাদাভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ণ ও বিশেষায়িত গবেষণার অপ্রতুলতা।
- শিশুর নিরাপত্তা বিষয়ক সুনির্দিষ্ট বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের অভাব।
- শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে মাঠ পর্যায়ে পর্যাপ্ত জনবলের অভাব।
- শিশু কেন্দ্রিক উন্নততর প্রশিক্ষণের অভাব।
- জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে ভিকটিম শিশুদের নিরাপদ আশ্রয় বা ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের অভাব।
- শিশু বা অবিভাবকগণ নিজেদের নিরাপদ ভাবতে পারে এরুপ বিশেষায়িত কাযর্ক্রমের অভাব।

৭.০ শিশুকেন্দ্রিক ভবিষ্যত পরিকল্পনা

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা	• আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রত্যেক সদস্যের শিশু কেন্দ্রিক উন্নততর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। • শিশুর প্রতি সহিংসতারোধ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, শিশু নিরাপদ জীবন ও সুরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সভা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা। • মাদকের ছোবল হতে শিশুদের রক্ষায় বিশেষ জনসচেতনতামূলক প্রচারনামূলক কাযর্ক্রম গ্রহণ। • শিশুর নিরাপদ জীবন ও সুরক্ষা - শীর্ষক আলোচ্যসূচি জেলা ও উপজেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভায় স্থায়ী

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
	ভাবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা	• শিশু ও মানব পাচার রোধে সীমান্তে ডিজিটাল সার্ভিলেন্স সিস্টেম স্থাপন। • শিশুর নিরাপত্তা ও তার শৈশব সুরক্ষায় কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিউর (SOP) প্রণয়ন করা।
দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা	• প্রত্যেক জেলা পর্যায়ে ভিকটিম শিশুসহ অন্যান্য ভিকটিমদের নিরাপদ আশ্রয়দানের লক্ষ্যে জেলা ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন করা। • শিশু ও মানব পাচার রোধে সীমান্তে কাঁটাতার, সীমন্ত সড়ক স্থাপন।

৮.০ উপসংহার ও ভবিষ্যত করণীয়

রাষ্ট্রের জননিরাপত্তা ও অভ্যন্তরীণ শান্তিপূর্ণ জনশৃঙ্খলা বজায় রাখার পাশাপাশি শিশুদের নিরাপদ শৈশব ও কৈশর সুরক্ষার কাজে জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসমূহ ও স্থানীয় প্রশাসন কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে শিশুর প্রতি সহিংস আচরণ শিশু পর্ণোগ্রাফি, শিশুর অপব্যবহার বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও ইভটিজিং বন্ধের মাধ্যমে শিশুর নিরাপদ বেড়ে উঠা নিশ্চিতে জননিরাপত্তা বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে বর্ণিত কার্যক্রমসমূহের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে প্রেক্ষাপটের দৃশ্যমান পরিবর্তনে অঙ্গীকারবদ্ধ জননিরাপত্তা বিভাগ।

অধ্যায়-১২
তথ্য মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

শিশুরা জাতির ভবিষ্যত। পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিশুদের গড়ে তুলতে বিনোদনসহ তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অধিকার, নির্যাতন প্রতিরোধ, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন। শিশু বান্ধব পরিবেশে বেড়ে উঠা তাদের অন্যতম অধিকার। তথ্য মন্ত্রণালয় শিশু বান্ধব পরিবেশ ও শিশু অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রচারণামূলক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশ বেতার, বালাদেশ টেলিভিশন ও গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে নাটক, গান, স্পট, উঠান বৈঠক, ভ্রাম্যমান চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, পল্লী সংগীত উল্লেখযোগ্য। এ সকল কার্যক্রম শিশুদের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে শিশুতোষ ডকুড্রামা নির্মাণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা এবং বেসরকারিখাতের গণমাধ্যমগুলো বিশেষ কার্যক্রম পালন করে চলছে।

২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

জাতীয় নীতিকৌশল ও বিবরণ/	গৃহীত কার্যক্রমসমূহ
বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৯। চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা	সংবিধানের এ অনুচ্ছেদের আলোকে নীতমালাসমূহ প্রণীত হয়েছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান নির্মাণ, গণমাধ্যমে প্রচার প্রচারণায় স্বাধীন বিবেক ও চিন্তা চেতনার বিষয় বিবেচনায় রাখা হয়।
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) : শিশুদের বিরুদ্ধে সকলপ্রকার সহিংসতা, নির্যাতন ও শোষণ এবং শিশু পাচারের মত ঘৃণ্য তৎপরতার অবসান।	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ৬ (SDG) শিশুদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার সহিংসতা, নির্যাতন ও শোষণ এবং শিশু পাচারের মত ঘৃণ্য তৎপরতার অবসানের জন্য সকল প্রচার মাধ্যমে বিভিন্ন অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচারের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া ● মাঠ পর্যায়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী করা হয়; ● পল্লী সংগীত পরিবেশন করা হয়; ● উঠান বৈঠক আয়োজন করা হয়; ● গাননাটক করা হয় ,স্পট ,।
বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৪	নীতিমালার আলোকে বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃক অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচারে শিশুদের দেশপ্রেম ও চরিত্র গঠনের

জাতীয় নীতিকৌশল ও বিবরণ/	গৃহীত কার্যক্রমসমূহ
শিশুদের সৌজন্যে শিক্ষা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, ধর্ম, সমাজ ও জাতীয় জীবনের এবং বিশেষ করে মহাপুরুষদের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলতে হবে। ছোটদের অনুষ্ঠানে ভাই-বোন, পিতা-মাতা, বয়োজ্যেষ্ঠ ও প্রতিবেশীদের সাথে শ্রদ্ধা সৌহার্দ্য ও সহযোগিতামূলক সম্পর্কের প্রতিফলনকে প্রাধান্য দেয়া হবে। ছোটদের অনুষ্ঠানে পরনিন্দা, বিবাদ, কলহের দৃশ্য পরিহার করতে হবে। দেশপ্রেম ও চরিত্র গঠনের সুশিক্ষা প্রদানের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।	সুশিক্ষা প্রদানের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে অনুষ্ঠান প্রচারের পাশাপাশি এ সকল বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম : ● কিশোর-কিশোরী শ্রোতা ক্লাব গঠনের মাধ্যমে তাদেরকে বেতার ও টিভি'র মাধ্যমে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত করা; ● কিশোর কিশোরীদের নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা; ● ফিল্ড বেইজ রিপোর্টিং করা; ● স্কুল ভিত্তিক শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠান আয়োজন করা; ● শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য অনুদান দেয়া হচ্ছে।
বেসরকারি উদ্যোগে নির্মিত অনুষ্ঠান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৪: ছোটদের অনুষ্ঠানে পরনিন্দা, বিবাদ, কলহের দৃশ্য পরিহার করতে হবে ও চরিত্র গঠনের সুশিক্ষা প্রদানের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।	ছোটদের অনুষ্ঠান নির্মাণে তাঁদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, অধিকার ইত্যাদি বিষয়গুলো যথাযথভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়। এ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান মনিটরিংয়ের বিষয়ে সম্প্রচার নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়।
বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৪ : এ নীতিমালার মূল বিষয়সমূহ হলো- ১. শিশুদের নৈতিক, মানসিক বা শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে এমন কোন বিষয় বিজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। শিশুদের স্বাভাবিক বিশ্বাস ও স্বভাব সুলভ সরলতার সুযোগকে প্রতারণাপূর্বক ও চাতুর্যের সাথে কাজে লাগিয়ে কোন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য হাসিলের প্রয়াস গ্রহণযোগ্য হবে না। ২. বিজ্ঞাপনে শিশুদের দ্বারা বিপদজনক কোন দ্রব্য যেমন-বিস্ফোরক, দিয়াশালাই, পেট্রোল বা দগ্ধকারক দ্রব্য, যন্ত্র বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, ঔষধপত্র ইত্যাদি ব্যবহারের দৃশ্য দেখানো যাবে না। ৩. শিশু, কিশোর, বৃদ্ধ বা অসুস্থ ব্যক্তির স্নায়ুর উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে এরূপ দৃশ্য দেখানো যাবে না। ৪. নারী নির্যাতন, কিশোরীদের উত্যক্তকরণ	বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের নীতিমালাসমূহ অনুসরণ করা হচ্ছে। বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে তা তদন্তপূর্বক নীতিমালার আলোকে ব্যবস্থা নেয়া হয়।

জাতীয় নীতিকৌশল ও বিবরণ/	গৃহীত কার্যক্রমসমূহ
(Teasing) এবং তাঁদের প্রতি অশোভন অঙ্গভঙ্গী বিজ্ঞাপনচিত্রে প্রদর্শন করা যাবে না।	
কমিউনিটি রেডিও স্থাপন, সম্প্রচার ও পরিচালনা নীতিমালা-২০০৮ : অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে নিশ্চিত করতে হবে যে, সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের মধ্যে এমন কিছুই অন্তর্ভুক্ত করা হবে না যা- • শিশুকে অবহেলা করে; • প্রতিবন্ধীকে অবহেলা করে; • এ্যালকোহল, মাদক ও ধুমপানে উৎসাহ প্রদান এবং সমর্থন করে;	কমিউনিটি রেডিওর সম্প্রচার ও পরিচালনার নীতিমালাসমূহ অনুসরণ করা হচ্ছে। কমিউনিটি রেডিও'র কার্যক্রম শক্তিশালী করার জন্য বাংলাদেশ বেতার, নিমকো এবং পিআইবি'র মাধ্যমে প্রযোজকদের অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সম্প্রচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের পরিপ্রেক্ষিতে গত তিন বছরের অর্জন:

৩.১ তথ্য মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন সংস্থাগুলোর মাধ্যমে বিগত তিন বছরে শিশুদের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, অধিকার, অংশগ্রহণ, বেড়ে ওঠা, নিরাপত্তা, গর্ভবতী মায়ের সেবা, স্যানিটেশন, হাতধোয়া ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এর ফলে সমাজে ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিগত তিন বছরে তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা/দপ্তরের মাধ্যমে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নরুপ:

- বাংলাদেশ বেতার এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে শিশুদেরকে দিয়ে অনুষ্ঠান নির্মাণ করার জন্য ০৬টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে;
- শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য ১৫০.০০ লক্ষ টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে;
- মাঠ পর্যায়ে ৭৫৭২টি চলচ্চিত্র প্রদর্শনী করা হয়েছে;
- ৫৭৩৩টি পল্লী সংগীত পরিবেশন করা হয়েছে;
- ৯১৩টি উঠান বৈঠক আয়োজন করা হয়েছে;
- ২৩টি স্পট, ৮৫টি নাটক করা হয়েছে;

- স্কুল ভিত্তিক ১০১টি এবং কমিউনিটি পর্যায়ে ৪১০টি কিশোর কিশোরী শ্রোতা ক্লাব গঠনের মাধ্যমে তাদেরকে বেতার ও টিভি'র মাধ্যমে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে;
- কিশোর কিশোরীদের নিয়ে ১০৭টি বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে;
- ১৭৭টি ফিল্ড বেইজ রিপোর্টিং করা হয়েছে;
- ৬টি স্কুল ভিত্তিক শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে;
- দেশব্যাপি জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে ৩১২টি শিশু মেলা আয়োজন করা হয়েছে;
- ৩টি শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য অনুদান দেয়া হয়েছে;
- বেতার, নিমকো এবং পিআইবি'র মাধ্যমে কমিউনিটি রেডিও'র কার্যক্রম শক্তিশালী করার জন্য প্রযোজকদের ১১টি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে;
- শিশুতোষ পত্রিকা 'নবারুন' প্রতিমাসে ১০,০০০ কপি করে গত ৩ বছরে মোট ৩,৬০,০০০ কপি মুদ্রণ করে সারা দেশে প্রচারিত হয়েছে;
- দেশব্যাপি নবারুন মেলা, মীনা মেলা, কন্যা শিশু দিবস মেলা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- বাংলাদেশ বেতারের মাধ্যমে শিশুদের জন্য বিনোদনমূলক ও শিক্ষণীয় অনুষ্ঠান যেমন কলকাকলি, সবুজ মেলা, শিক্ষার্থীদের আসর, আমি মীনা বলছি ইত্যাদি অসংখ্য অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে।

৪.০ মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

সারণি-১৪: তথ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	বাজেট ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৭-১৮	সংশোধিত ২০১৬-১৭
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	১১.৬৬	১১.৪৬	৮.৩৩
পরিচালন বাজেট	৬.৪৪	৬.২২	৬.৫৭
উন্নয়ন বাজেট	৫.২২	৫.২৪	১.৭৬
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	০.৬১	০.০৯	০.১৪
পরিচালন বাজেট	০.২৬	০.০৮	০.০৮
উন্নয়ন বাজেট	০.৩৪	০.০১	০.০৬
জাতীয় বাজেট	**৪৬৪৬**	**৪,০০৩**	**৩,১৭২**

বিবরণ	বাজেট ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৭-১৮	সংশোধিত ২০১৬-১৭
জিডিপি	২৫,৩৭৮	২২,২৩৬	১৯,৫৬১
জাতীয় বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১৮.৩১	১৮.০০	১৬.২১
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.০৫	০.০৫	০.০৪
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.২৫	০.২৯	০.২৬
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.০০	০.০০	০.০০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.০১	০.০০	০.০০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হারে)	**৫.২০**	**০.৭৯**	**১.৬৮**

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

শিশুদের অবসর, বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের অধিকার এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার, যা বহুলাংশে তথ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধিভুক্ত। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তথ্য মন্ত্রণালয়ের শিশু সংবেদনশীল কার্যক্রমে ব্যয় হবে মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের ৫.০২ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ বরাদ্দ ছিল ০.৭৯ শতাংশ।। গত বছরের তুলনায় শিশু কেন্দ্রিক বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে ৪.২৩ শতাংশ।

৫.০ উত্তম চর্চা

একজন নানজীবা'র গল্প

নানজীবা খান। বয়স এখনও ১৮ তে পৌছায়নি। কিন্তু একাধারে সে ট্রেইনি পাইলট, সাংবাদিক, নির্মাতা, উপস্থাপিকা, লেখক, ব্রান্ড এ্যাম্বাসেডর, বিএনসিসি ক্যাডেট অ্যাম্বাসেডর এবং বিতার্কিক।

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট থেকে শিশুদের জন্য অনেকগুলো প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে শিশুদের দিয়ে অনুষ্ঠান নির্মাণ, স্ক্রিপ্ট লেখার কৌশল, খবর তৈরি ও উপস্থাপনা কৌশল, সমাজের বিশিষ্টজনদের মুখোমুখি সুবিধা বঞ্চিত শিশুরা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ সকল কোর্সে অংশগ্রহণ/প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর একজন মিডিয়া কর্মী হিসেবে দক্ষ হয়ে উঠেছেন নানজীবা। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সে নিজেকে নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরার অনুপ্রেরণা পেয়েছে।

বর্তমানে নানজীবা অ্যারিরাং ফ্লাইং স্কুলে ট্রেইনি পাইলট হিসেবে অধ্যয়ন করছে। স্বপ্ন আকাশ ছোয়ার। বিডি নিউজ ২৪ ডট কম (হ্যালো)'র সাংবাদিক, বিটিভির নিয়মিত উপস্থাপক, ব্রিটিশ আমেরিকান রিসোর্স সেন্টারের ব্রান্ড অ্যাম্বাডেসর হিসেবে কাজ করছে। প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা হিসেবে ২০১৫ সালে পেয়েছেন ইউনিসেফের 'মীনা মিডিয়া এ্যাওয়াড'।

মাত্র ১৩ বছর বয়সে জীবনের প্রথম স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'কেয়ারলেস' পরিচালনা করেন। জীবনের প্রথম প্রামাণ্যচিত্র 'সাদা কালো' পরিচালনার জন্য ইউনিসেফের 'মীনা মিডিয়া এ্যাওয়ার্ড' অর্জন করেন। আর এটি তৈরী করতে যা টাকা ব্যয় হয়েছে তার সবই ছিল তার টিফিনের জমানো টাকা থেকে। 'গ্রো আপ',

'দি এনস্টিচ পেইন'-সহ আরো কিছু প্রামাণ্যচিত্র তৈরী করেছেন সে নিজে।

নানজীবা'র মতে, স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের চিন্তা তার কখনো ছিল না। বর্তমানে সে কাজ শেখার চেষ্টা করছে। আর এ কাজ শেখার পথকে সহজ করে দিয়েছে, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট-এর বিভিন্ন মেয়াদের কোর্সে অংশগ্রহণ। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট মূলত তাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে, বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে, নিজেকে নতুন করে চেনার, কর্মক্ষেত্র তৈরির পরিবেশ দিয়েছে, দিয়েছে চিন্তার গভীরতা বাড়িয়ে। ক্যামেরার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় সুন্দর করে তুলে ধরার প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এ জন্য তিনি জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট-এর কাছে কৃতজ্ঞ।

নানজীবা একসময় বাংলাদেশের হয়ে বিশ্বের যে কোন দেশে গিয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে। মিডিয়ার একজন সফল ব্যক্তি হিসেবে বাংলাদেশকে তুলে ধরবে গোটা বিশ্বের সামনে। আকাশে ওড়ার স্বপ্ন পূরণ করতে চায় সে।

৬.০ শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিত করণে মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ

- মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহে এককভাবে শিশুদের কথা বিবেচনা করে কার্যক্রম নির্ধারণ করা;
- শিশুকেন্দ্রিক বাজেট বরাদ্দের জন্য শিশুদের চাহিদার সুনির্দিষ্ট এ্যাসেসমেন্ট করা;
- শিশুদের দিয়ে শিশুবান্ধব অনুষ্ঠান নির্মাণে বড়দের অনাগ্রহ;
- শিশু বাজেট বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব;
- শিশুদের ইস্যুভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে অভিভাবকদের অনাগ্রহ;
- লেখাপড়া নিয়ে শিশুদের অধিক ব্যস্ততা।

৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
২০১৮-১৯ অর্থবছরের পরিকল্পনাসমূহ	• শিশুতোষ অনুষ্ঠান নির্মাণের ক্ষেত্রে আরো গুরুত্ব দেয়া হবে; • বাংলাদেশ বেতারের উদ্যোগে আরো ১০০টি কিশোর কিশোরী বেতার শ্রোতা ক্লাব গঠন করা হবে; • কিশোর কিশোরীদের অংশগ্রহণে ২২৫টি অনুষ্ঠান নির্মাণ করা হবে। অনুষ্ঠান প্রচারের পর কুইজের মাধ্যমে পুরস্কার প্রদান করা হবে; • বিটিভি'র মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিশু কিশোরদের নিয়ে ২৫টি School Based outdoor অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে; • শিশুদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ২৫টি অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচারের ব্যবস্থা

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
	করা হবে; • শিশু সাংবাদিকদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৫টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে; • বেতার, নিমকো এবং পিআইবি'র মাধ্যমে কমিউনিটি রেডিও'র কার্যক্রম শক্তিশালী করার জন্য প্রযোজকদেরকে ৮টি প্রশিক্ষণ দেয়া হবে; • নিমকো'র মাধ্যমে বিভিন্ন মিডিয়ার কর্মীদেরকে Internet broadcasting: Internet use and application for Adolescent/Child journalist বিষয়ে ০২টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে; • আগামী অর্থ বছরে ১,৩০,০০০ কপি শিশুতোষ পত্রিকা 'নবারুন' প্রকাশিত হবে; • চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ১০টি টিভি ফিলার নির্মাণ করা হবে;

৮.০ উপসংহার

শিশুদের অধিকার সুরক্ষা, নিরাপত্তা, বেড়ে ওঠা, এবং তাদের সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমেই একটি জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আশা করা যায়। একজন শিশু বিনোদনের মধ্যে বেড়ে উঠলে সে কোন ধরনের অসামাজিক কাজে লিপ্ত হবে না। সুতরাং প্রতিটি শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য একটি সুন্দর সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজন। শিশু উন্নয়নে শিশু বান্ধব পরিবেশ ও অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। বিবিধ কর্মসূচির মাধ্যমে শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন তথ্য সেবা প্রদানের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় পরিকল্পনা অব্যাহত আছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ আর্থ সামাজিক উন্নয়নের ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে। গণমাধ্যমের সকল শাখায় শিশুতোষ বিষয়ক তথ্য প্রবাহ ক্রমান্বয়ে অবাধ ও শক্তিশালী করার মাধ্যমে শিশুদের উপযোগী পরিবেশ গঠনে তথ্য মন্ত্রণালয় সচেষ্ট রয়েছে।

অধ্যায়-১৩
আইন ও বিচার বিভাগ

১.০ ভূমিকা

শিশুর সুরক্ষার অধিকারের অন্যতম উপাদান হল নির্যাতন ও সহিংসতা হতে শিশুকে রক্ষা করা, যার একটি বিশেষ দিক হচ্ছে এ ধরনের ঘটনায় ভিকটিম শিশুর ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। শিশুদের আর্থিক সামর্থ ও সামাজিক প্রভাব বড়দের তুলনায় কম থাকার কারণে ন্যায়বিচার না পাওয়ার ঝুঁকি তাদেরই বেশি; আর একারণে-ই বিচার ব্যবস্থার দায়িত্ব হল শিশুর ন্যায়বিচার পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি করা। এ প্রেক্ষাপটে, আইন ও বিচার বিভাগের শিশু সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন ও বিশ্লেষণে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে এ বিভাগ নিজেদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কৌশলগত পরিকল্পনাসহ উন্নয়ন অংশিদারগণের মতামত এবং জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)-কে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। শিশুদের ক্ষেত্রে আইন ও বিচার বিভাগ উন্নয়নসহযোগীগণ, বিশেষভাবে ইউনিসেফ-এর সাথে সরাসরি কাজ করছে। এ বিভাগের সকল কাজকর্ম সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন অংশীদারগণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শিশুকেন্দ্রিক বাজেট প্রণয়েনের ক্ষেত্রে শিশু আইন, ২০১৩ এবং অন্যান্য আইনের প্রভাব অনস্বীকার্য। দেশের বিদ্যমান আইন ও নীতিসমূহের আলোকে আইন ও বিচার বিভাগ শিশুদের জন্য ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় নিরলস কাজ করে চলেছে।

২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

জাতীয় নীত/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
শিশু আইন, ২০১৩ এবং শিশু আদালত	• শিশু হিসেবে গণ্য হওয়ার বয়স আঠারো বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে; • শিশু অধিকার কমিটি (CRC) কার্যকরকরণ; • শিশুদের জন্য জাতীয় শিশু কল্যাণ বোর্ড গঠন; • জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিশু সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটি গঠন; • আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের জন্য প্রবেসন অফিসার নিয়োগ;

জাতীয় নীত/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
	• প্রতিটি থানায় শিশুসহায়তা ডেস্ক স্থাপন; • প্রতিটি জেলা/মহানগরে একটি করে শিশুআদালত স্থাপন; • শিশু কর্তৃক যেকোন ধরনের অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে তার বিচার শিশু আদালতে হওয়ার বিধানকরণ; • শিশু আইনে শিশু নির্যাতন রোধে গৃহীত পদক্ষেপ এবং শিশুদের গ্রেফতার সংক্রান্ত বিধানাবলী চালুকরণ; • ৬৪ জেলায় শিশু আদালত স্থাপন ।
টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এসডিজি ১৬: টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ববস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায় বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণের লক্ষ্য অর্জনকরণ। **সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ** সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিশুদের সকল অধিকার প্রয়োগের লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে এবং অসমদৃষ্টির ক্ষেত্রে অধিকার প্রয়োগ, মামলার সুষ্ঠু ও দ্রুত বিচার এবং বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে শিশুদের মামলা দ্রুত নষ্পত্তির নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।	• শিশু অধিকার কনভেনসন, শিশু আইন, ২০১৩ এবং এতদসংশ্লিষ্ট আইনি বিষয়গুলো কার্যকরকরণ; • আইনি ব্যবস্থায় সহজ প্রবেশাধিকারে আইন ও বিচার বিভাগ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কোন শিশু সরকারের কাছে মামলা পরিচালনায় আইনি সহায়তা চাইলে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা আইনি প্রবেশাধিকারে সহায়তা প্রদান করছে; • বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে মামলার পূর্ববর্তী এবং মামলার পরবর্তী বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করা হয়। এসব বিষয় জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়।

৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গত তিন বছরের অর্জন

আইন ও বিচার বিভাগ বিগত ৩ বছরে শিশুদের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের ফলে শিশুদের জীবনমান উন্নয়ন এবং তাদের সুরক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করছে:

- আইনও বিচার বিভাগ ন্যাশনাল হেল্পলাইন চালু করেছে। এ হেল্পলাইনের মাধ্যমে দেশের ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ এবং শিশু-যুবক-বৃদ্ধ সকল শেণীর লোককে বিনামূল্যে সব দিন ২৪ ঘন্টা আইনি পরামর্শ সেবা প্রদান করার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে;

- ন্যাশনাল হেল্পলাইনের মাধ্যমে অগণিত শিশুকে পরামর্শ সেবা দেওয়া হচ্ছে। শিশুরা পরিবারের সঙ্গে যে সমস্যা শেয়ার করতে পারে না, সেগুলো তারা সহজেই হেল্পলাইনকে জানাচ্ছে। এতে অনেক শিশু উপকৃত হয়ে হেল্পলাইনকে ফলাফলও জানিয়েছে;
- এ পর্যন্ত ৫২৯ জন শিশু তাদের মামলা পরিচালনায় সরাসরি আইনি সহায়তা গ্রহণ করেছে;
- আইন ও বিচার বিভাগের আওতায় নির্মিত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনসমূহে একটি কক্ষ শিশু যত্নকেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিতব্য বিভিন্ন সরকারি ভবনে শিশু যত্নকেন্দ্র হিসেবে একটি রুমকে চিহ্নিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৪.০ মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

সারণি-১৫: আইন ও বিচার বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	বাজেট ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৭-১৮	সংশোধিত ২০১৬-১৭
বিভাগের মোট বাজেট	১৫.২৪	১৪.২৪	১৪.২৭
পরিচালন বাজেট	১০.৪৩	৯.১৯	৯.১৯
উন্নয়ন বাজেট	৪.৮১	৫.০৫	৫.০৮
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	০.৪১	০.১০	০.১১
পরিচালন বাজেট	০.৩৬	০.১০	০.০৯
উন্নয়ন বাজেট	০.০৪	০.০০	০.০২
জাতীয় বাজেট	**৪৬৪৬**	**৪,০০৩**	**৩,১৭২**
জিডিপি	২৫,৩৭৮	২২,২৩৬	১৯,৫৬১
সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১৮.৩১	১৮.০০	১৬.২১
বিভাগের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.০৬	০.০৬	০.০৭
বিভাগের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.৩৩	০.৩৬	০.৪৫
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.০০	০.০০	০.০০
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.০১	০.০০	০.০০
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হারে)	**২.৬৮**	**০.৭০**	**০.৭৭**

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগের বাজেট দাঁড়াবে জিডিপি'র ০.০৬ শতাংশ এবং এর মধ্যে শিশু সংবেদনশীল কার্যক্রমে ব্যয় হবে মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের মাত্র ২.৬৮ শতাংশ।

৫.০ উত্তম চর্চা

বিগত ১০/০১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার অন্তর্গত গোপালপুর গ্রামের রহিমা খাতুন রাজশাহী জজ কোর্টে অবস্থিত জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে তার ছয়মাস বয়সী ছেলে হামীমকে তার স্বামী মোঃ হারু রহমান এর নিকট হতে উদ্ধার ও দেনমোহর ভরণ-পোষণ আদায়ের জন্য বিনা খরচে মামলা করতে আসেন। জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার (সিনিয়র সহকারী জজ) জনাব মোঃ সেলিম রেজা উক্ত রহিমা খাতুনের সমস্ত কথা শোনার পর দেনমোহর ও ভরণ-পোষণ আদায়ের নিমিত্তে একটি আবেদন গ্রহণ করেন। অত:পর রহিমা খাতুনের সন্তানের উদ্ধারের বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার জনাব মোঃ সেলিম রেজা স্বপ্রণোদিত হয়ে শাহমখদুম থানার অফিসার ইনচার্জকে টেলিফোনে বিষয়টি জানান এবং উক্ত রহিমা খাতুনকে একই দিনে শাহমখদুম থানার অফিসার ইনচার্জ-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। রহিমা খাতুন সে মোতাবেক উক্ত থানায় পৌঁছলে অফিসার ইনচার্জ তার নিকট হতে অভিযোগের বিষয়ে শুনে তৎক্ষণাৎ পুলিশ ফোর্স পাঠিয়ে রহিমা খাতুনের স্বামীর বাড়ী হতে তার ০৬ মাস বয়সী নাবালক সন্তান মোঃ হামিমকে উদ্ধার করে রহিমা খাতুনের জিম্মায় প্রদান করেন। উক্তরূপ উদ্ধারের ফলে নাবালক সন্তানটি যেমন তার মোয়ের কোলে ফিরে যেতে পেরেছে, তেমনি সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশের আন্তরিক সহযোগীতার ফলে আদালতে মামলা না করেও একজন শিশুর অধিকার নিশ্চিত হয়েছে। একই সাথে লিগ্যাল এইড অফিসারের আন্তরিক সহযোগিতা ও সময়োচিত পদক্ষেপ দরিদ্র, অসহায় শিশুর অধিকার দ্রুত নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

৬.০ শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ

আইন ও বিচার বিভাগের অন্যতম উদ্দেশ্য শিশু নিরাপত্তা, শিশু সুরক্ষা, শিশুদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান এবং বিচারিক কার্যক্রমে সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। এ সকল নিশ্চিত করতে আইন ও বিচার বিভাগকে যে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয় তা নিম্নরূপঃ

- শিশু নিরাপত্তা, শিশু সুরক্ষা এবং বিচারিক কার্যক্রমে শিশুদের সহজ প্রবেশাধিকার শুধুমাত্র আইন ও বিচার বিভাগের ওপর নির্ভর করে না;

- এ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প এবং অন্যান্য কার্যক্রম এককভাবে শিশুকেন্দ্রিক বা পূর্ণাঙ্গভাবে শুধুমাত্র শিশুদের কথা বিবেচনা করে নির্ধারণ করার সুযোগ কম;
- শিশুকেন্দ্রিক বাজেট বরাদ্দের জন্য শিশুদের চাহিদার সুনির্দিষ্ট এ্যাসেসমেন্ট করা হয় না;
- শিশুর নিরাপত্তা এবং তাদের উন্নয়নে সরকারি দপ্তরের তদারকির চেয়ে পরিবার এবং সমাজের সচেতনতা এবং যত্ন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এটি নিশ্চিত করা একটি সামাজিক চ্যালেঞ্জ। আপোস মিমাংসা উৎসাহিত করে বিকল্প পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তি পদ্ধতি গ্রহণে বিভিন্ন মহলের অনীহা;
- বর্তমানে বিদ্যমান আদালতসমূহের অবকাঠামো শিশুবান্ধব নয় এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রবেশ উপযোগী নয়। অতিরিক্ত জেলা জজ পদমর্যাদার বিচারকগণ তাদের নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে শিশু আদালতের বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে বিচারক দীর্ঘসূত্রিতার তৈরি হয়। এইরূপ দীর্ঘসূত্রিতা অনেক ক্ষেত্রে শিশুর স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠার পথকে বাধাগ্রস্থ করে।

৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
২০১৮-১৯ অর্থ বছরের পরিকল্পনা	• শিশু আদালত শিশুবান্ধব করে সংস্কার; • শিশু আদালতের বিচারকগণকে রিফ্রেশমেন্ট প্রশিক্ষণ; • উন্নত দেশের শিশু আদালতের বিচার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন; • বিচারক, প্রবেসন অফিসার এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ; • সরকারি ভবনসমূহে শিশু যত্ন কেন্দ্রের ব্যবস্থাকরণ; • শিশু আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি; • দুস্থ ও অসহায় শিশুদের সরকারি আইন সহায়তা প্রদান;

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
	• ম্যাজিস্ট্রেট আদলত ভবনসমূহে শিশু যত্ন কেন্দ্র নির্দিষ্টকরণ; • ১৪টি জেলা রেজিস্ট্রি অফিস এবং ৯৮টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবনে ১টি করে রুম শিশু যত্নের জন্য নির্ধারিত করে দেওয়া।
মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা	• শিশুদের উন্নয়নে চাহিদার ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্না গ্রহণ; • শিশুদের অধিকার বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি; • বিচারক, প্রবেশন অফিসার এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ; • সরকারি ভবনসমূহে শিশু যত্ন কেন্দ্রের ব্যবস্থাকরণ; • শিশু আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি অব্যাহত রাখা; • দুস্থ ও অসহায় শিশুদের সরকারি আইন সহায়তা প্রদান; • ম্যাজিস্ট্রেট আদলত ভবনসমূহে শিশু যত্ন কেন্দ্র নির্দিষ্টকরণ; • জজ আদলতসমূহে শিশু যত্ন কেন্দ্র নির্দিষ্টকরণ; • উচ্চ আদলত ভবনসমূহে শিশু যত্ন কেন্দ্র নির্দিষ্টকরণ; • দেশের সকল জেলা রেজিস্ট্রি অফিস এ সাব রেজিস্ট্রি অফিস ভবনে ১টি করে রুম শিশু যত্নের জন্য নির্ধারিত করে দেওয়া।
দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা	• জাতিসংঘের শিশুসংক্রান্ত সনদের ভিত্তি এবং এসডিজির লক্ষ্যমাত্রার আলোকে শিশুদের উন্নয়নে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ; • শিশুদের অধিকার বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি অব্যাহত রাখা; • শিশু আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি অব্যাহত রাখা; • দুস্থ ও অসহায় শিশুদের সরকারি আইন সহায়তা প্রদান; • বিশ্বের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সময়ে সময়ে শিশু সংক্রান্ত আইন, বিধি, আদালত ব্যবস্থাপনা, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি সংস্কার করা; • দুস্থ ও অসহায় শিশুদের সরকারি আইন সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা; • বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি শক্তিশালী করার জন্য দেশের প্রতি জেলায় এডিআর সেন্টার স্থাপন।

৮.০ উপসংহার ও ভবিষ্যৎ করণীয়

শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অধিকার সুরক্ষা, নিরাপত্তা প্রদান এবং সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য সকলের অবদান রয়েছে। শিশুদের এসকল বিষয় নিশ্চিত এবং সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমেই একটি জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা যায়। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ আর্থ সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে। আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প এবং কর্মসূচিসমূহ তার অধিক্ষেত্র অনুযায়ী যথাসম্ভব শিশুবান্ধব করে প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। রূপকল্প ২০২১ এবং ২০৪১ অর্জনে শিশুদের উপযোগী করে আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।